কাঁটার মুকুট

শ্রীশশধর দত্ত

প্রকাশক—
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীবলাই লাল সেন
সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৬

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

প্রিণ্টার—
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩এ মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা—৬

কাঁটার মুকুট

[১]

দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর বনবাস এবং রাবণবধ-পর্ব সমাপনান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র যদি, অমরনাথের পৈতৃক-ভবনের মত, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ জঙ্গলাকীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি কি করিতেন, আর না করিতেন, তাহা কল্পনার বিষয় হইলেও আমাদের অরমনাথ শিশুকাল হইতে চতুর্দশ বৎসর মাতুলালয় এলাহাবাদে অতিবাহিত করিয়া, নিঃসন্তান ও অল্প-আত্মীয়-স্বজনহীন মাতুলের মৃত্যু অন্তে, মাতুল-সম্পদে প্রভূত বিত্তশালী হইয়া যখন পৈতৃক-ভবন, সোনাগ্রামে ফিরিয়া আসিল, তখন অট্টালিকার নিদারুণ অবস্থার দিকে চাহিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল, এবং জঙ্গলাকীর্ণ, আবরণহীন দ্বার ও জানালার দিকে অর্থহীন-দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অমরনাথের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতা-মাতা স্বর্গারোহণ করিলে, ধনী মাতুল তাহাকে আপনার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। সে প্রকৃতপক্ষে গ্রামের কাহাকেও চিনিত না—চিনিবার কথাও নয়। এরূপ অবস্থায় তাহার কি করা সমীচীন ভাবিয়া যখন

অধীর হইয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার ব্যাগ-ব্যাগেজ লইয়া নিকটে অপেক্ষমাণ বলদ-বাহিত গাড়ীর গাড়োয়ান বিরক্তকণ্ঠে কহিল, "আমি ত আর অপিক্ষে করতে পারি নে, বাবু! এদিকে সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে। আমি আবার রাতকাণা মানুষ। রাতে চোখে ভাল দেখতে পাই নে।"

অমরনাথ অসহায় দৃষ্টিতে একবার পথের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, ষ্টেশনে ফিরিয়া যাইবে কি-না এবং ওয়েটিংরুমে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিন ট্রেনে কলিকাতা যাওয়াই এরূপ ক্ষেত্রে সমীচীন হইবে কি-না!

গাড়োয়ান কোন উত্তর না পাইয়া বিরক্তিভরা স্বরে পুনরায় কহিল; "কৈ, বাবু, কোন কথা বলছ না যে? শেষে কি গাড়ী-গরু শুদ্ধ খানা-খন্দে পোড়ে মারা যাব?"

সহসা অমরনাথের দৃষ্টি অদূরে অবস্থিত একটি পুরাতন অট্টালিকার প্রতি আকৃষ্ট হইল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, একটি কক্ষের বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটি আঠারো-উনিশ বছরের তরুণী মেয়ে তাহাকে হস্ত ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে।

অমরনাথ বিস্মিত হইয়া পড়িলেও, সে গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া তাহাকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে বলিল এবং দ্বিধাগ্রস্ত পদে পূর্বোক্ত অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলে, তরুণী মেয়েটি বাতায়ন পার্শ্ব হইতে দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া, অমরনাথকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল, "আপনি ত আমাদের, অমর দা? তবে পরের মত ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন?"

অমরনাথ তরুণীকে চিনিতে পারিল না। তাহা হইলেও সে কহিল, "আপনি আমাকে............"

অমরনাথের কথা শেষ হইবার অবসর পাইল না। তরুণী পরম বিস্ময়ের সহিত বাধা দিয়া বলিল, "মা, মা-গো! আমাকে আবার আপনি ব'লে সম্বোধন করছেন, বেশ ত! আমি মীরা, অমর দা।"

"মীরা!" অমরনাথের মন অতীতের গর্ভে লুপ্ত হইয়া গেল। তাহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে বাল্যকালের একমাত্র খেলার সাথী, শিশু-মেয়ে মীরার ছবিটুকুই অস্পষ্ট আভাসে জাগরূক ছিল। সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিল, "ওহো, তুমি মীরা, না? আমি কিন্তু তোমাকে একেবারে চিন্‌তেই পারি নি। তারপর, খুড়োমশায়, খুড়িমা ভাল আছেন?"

মীরার মুখ-ভাব ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "বাপি দু'বছর আগে স্বর্গে গেছেন। মা সেই অবধি পক্ষাঘাতে শয্যা-গ্রহণ করেছেন।" এই অবধি বলিয়া সহসা তাহার দৃষ্টি অধৈর্য গাড়োয়ানের প্রতি আকৃষ্ট হইলে, সে কহিল, "ওসব কথা পরে হবে, অমর দা।" এই বলিয়া সে গাড়োয়ানকে সেখানে গাড়ী আনিবার জন্য নির্দেশ দিল।

অমরনাথ কহিল, "আমি ভাবছিলাম যে, আজকার রাতটুকু ষ্টেশনে কাটিয়ে, আগামী কাল ফার্ষ্ট ট্রেনে কলকাতাতেই না হয় চলে যাব।"

মীরা সহ বিস্ময়ের আভাস সারা মুখে আনিয়া কহিল, "আপনি কি এতখানি নিষ্ঠুর হ'তে পারতেন, অমর দা? মা যখন শুনতেন যে, আপনি আমাদের পর ভেবে ওয়েটিং-রুমে চলে গেছেন, তখন তাঁর অসুখ বেড়ে যেত, নিশ্চয়ই। আপনি কি একেবারে ভুলে গেছেন

আমাদের? আসুন, বাইরের ঘরে এসে বসুন। আমি সনাতনকে গাড়ী খালাস করবার জন্য ব'লে দিচ্ছি। আসুন, অমর দা।"

মীরার পশ্চাতে, অমরনাথ অট্টালিকার বহির্মহলের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। মীরা দ্রুতহস্তে একটি ধব্‌ধবে চাদর তক্তাপোষের উপর বিছাইয়া দিয়া কহিল, "বসুন। আমি দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।" এই বলিয়া সে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

মীরাদের পুরাতন ভৃত্য সনাতন, অমরনাথের ব্যাগ-ব্যাগেজ প্রভৃতি জিনিষপত্র তাহার নিকট লইয়া আসিলে, সে গাড়োয়ানকে ভাড়া ও বখ্‌শীষ দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

অনতিবিলম্বে মীরার সহিত একজন পরিচারিকা চায়ের কেত্‌লী প্রভৃতি জিনিষপত্র লইয়া প্রবেশ করিল। মীরা অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "শীগ্‌গীর হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন, অমর দা। চা' আবার ঠাণ্ডা না হয়ে যায়।"

অমরনাথ কোন প্রতিবাদ না করিয়া মুখ-হাত ধুইয়া চা-পান-পর্ব্ব শেষ করিল। পরে মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "আমার অসংখ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করো, মীরা। আমি ত ভেবেছিলাম যে, আজকার রাত্রিটা ষ্টেশনের ওয়েটিং-রুমে মশার কামড়ের জ্বালায় জেগে কাটাতে হবে।"

তরুণী মীরা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "আপনি ভেবেছিলেনই বা কি-ভাবে, অমর দা? আমাদের কথা কি—আপনার একেবারেই মনে ছিল না?

"অমর লজ্জিত হাস্যে কহিল, "মনে ছিল, মীরা। কিন্তু তোমরা আমাকে চিন্‌তে পারবে কি-না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল।" এই বলিয়া সে হাস্যমুখে মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল,

"তোমার বয়স তখন বোধ হয় বছর-ছয় হবে। কিন্তু আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি, মীরা।"

মীরার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনিই মন থেকে আমাদের একেবারে দূর ক'রে দিয়েছিলেন, অমর দা। নইলে ভারতবিখ্যাত কংগ্রেস-কর্মী, অমরনাথের ছবি সংবাদপত্রে কয়েকবার দেখেও যদি তাঁকে চিনতে না পারি, তা'হলে কি তা'ই বিস্ময়ের বিষয় হয় না?"

অমরনাথের মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ভারত-বিখ্যাত আমি নই, মীরা। আমি কংগ্রেসের একজন দীন সেবক, অখ্যাত কর্মী। সংবাদপত্রসমূহ নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়ে এই দীন দেশ-সেবকের ছবি সংবাদপত্রে ছেপেছিল। সে জন্য প্রতিবাদও আমি কম করি নি, মীরা।"

মীরা সবিস্ময়ে কহিল, "প্রতিবাদ করেছিলেন কেন?"

"করব না! বল কি, মীরা?" এই বলিয়া অমরনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিল এবং কহিল, "যাঁরা ভারত-বরেণ্য, যাঁরা জগদ্বরেণ্য নেতা, তাঁদের ছবির সঙ্গে আমার মত দীন সেবকের ছবির স্থান পাওয়া কি সমীচীন?"

মীরা সশ্রদ্ধদৃষ্টিতে অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "সাধারণ মানুষ তাঁকেই সম্মান দেয়, যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, যাঁর নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব বহুবার সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ নিজেকে যখন বড়ো ভাবে, অহমিকায় পূর্ণ হ'য়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে উচ্চরবে চিৎকার করে, তখন সাধারণ মানুষ হাসে, অমর দা। সাধারণ মানুষ-রূপ কষ্টি-পাথরে,

নেতারূপ স্বর্ণ যাচাই করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং জন-সাধারণে যখন আপনাকে সম্মান দিতে যায়, তখন প্রতিবাদ জ্ঞাপন অসমীচীন ব'লেই মনে হয়।"

অমরনাথ পরম বিস্ময়ে পল্লী-তরুণী মীরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে শ্রদ্ধাপ্লুত স্বরে কহিল, "তুমি যে এমন ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারো, শুনে বড়ো আনন্দবোধ করছি, মীরা।"

মীরা কহিল, "আমাকে লজ্জা দেবেন না, অমর দা। আমি কি-ই বা বুঝি, আর কি-ই বা জানি!"

অমরনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "এইবার গ্রামের সংবাদ কিছু বল, ভাই?"

মীরা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তার আগে আপনার সংবাদ বলুন, অমর দা? আপনি কি দয়া ক'রে একবার এখানে বেড়াতে এসেছেন, না, অন্য কোথাও যাবার পথে দুঃখিনী সোনাগ্রামকে মনে পড়ায় একবার দেখে যাবার জন্য কষ্ট স্বীকার করেছেন?"

অমরনাথ ধীর ভাবে উত্তর করিল, "তোমার অনুমান কোনটাই ঠিক হ'ল না, মীরা। আমি মাতুলালয়ের বাস তুলে দিয়ে, আমার জন্মস্থান সোনাগাঁয়ে আমরণকাল বাস করবার জন্য এসেছি। অবশ্য, তোমরা যদি আমাকে একটু আশ্রয় দাও, ভাই।"

অমরনাথের উক্তি শুনিয়া মীরার মন বিপুল আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করিয়া দিল। সে কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। অমরনাথ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "বিশ্বাস করতে পারছ না, না মীরা? কিন্তু সত্য বলছি ভাই, আমি

সোনাগাঁয়ে বাস করবার জন্যই এসেছি। একটা কথা তোমাকে না ব'লে পাচ্ছি না। আমি মাতুলের কয়েক লক্ষ টাকার সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছি। আমি এই টাকাটা মূলধন নিয়ে গ্রাম-উত্যোগ-সঙ্ঘের মত মডেল-গ্রাম তৈরী করবার শুভ উদ্দেশ্যে জন্মস্থানে ফিরে এসেছি, ভাই। জানি না, আমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ের কৃপায় পূর্ণ হবে কি না! তবে উদ্দেশ্য সাধনের পথে যদি কোন বাধা শির উঁচু ক'রে দাঁড়ায়, আমার সমগ্র শক্তি নিয়ে সেই বাধা চূর্ণ করবার প্রয়াস পাব।"

মীরা শঙ্কিত স্বরে কহিল, "আপনি স্থান নির্বাচনে ভুল করেছেন, অমর দা। কারণ সোনাগাঁ এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গাঁয়ে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত যতগুলি কংগ্রেস অথবা কংগ্রেসের আদর্শ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল, তা'র প্রত্যেকটি লোপ পেয়েছে এবং সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ উপযুক্ত শাস্তিও গ্রহণ করেছে। আমার বিশ্বাস, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির জন্য অতীতে যা সম্ভব হয় নি, ভবিষ্যতেও তা' হবে না।"

অমরনাথ বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, "এই প্রবল শক্তিটী কে, মীরা?"

"জমিদার রায় বাহাদুর অনাথ চৌধুরীর নাম নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন, অমর দা। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম, তাম্রপুরে তিনি বাস করেন সোনাগাঁ এবং অন্যান্য বহু গ্রামই তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত তা'র ওপর তিনি মহকুমার অনারারী-ম্যাজিষ্ট্রেট্! তাঁ'র দাপটে যা'কে বলে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়া, তা'ই হ'য়ে থাকে।"

অমরনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "আর কোন শক্তি আছে?"

মীরার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি কি রায় বাহাদুরের শক্তিকে তুচ্ছ ভাবলেন, অমর দা? না, না, না, আমি আপনাকে তাঁর বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাঁর মতবিরুদ্ধ কোন কাজ করতে দেব না। আপনি যে জানেন না, তা'হলে বুঝতেন, যে বিধাতার সৃষ্টিতে এমন কোন হীন অথবা নিষ্ঠুর কাজ নেই, যা অনাথ চৌধুরী নির্বিকার চিত্তে সাধন করতে পারেন না। তাঁর ভয়ে সোনাগ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ীর কর্তা সর্বদা তটস্থ হ'য়ে থাকেন। এমন কি, তাঁর আপন ছেলেদের খদ্দরের কাপড় পরতে দিতেও সহজে সম্মত হন না।"

অমরনাথ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। মীরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "একি, হাসছেন যে?"

"এই ভেবে হাসছি, ভাই, যে দয়াময় ভগবান, আমাকে যোগ্য-স্থান [illegible] সাহায্য করেছেন।" এই বলিয়া অমরনাথ, মীরার মুখ হইতে কোন প্রতিবাদ বাক্য বাহির হইবার পূর্বেই উঠিয়া দাঁড়াইল ও কহিল, "এখন এসব আলোচনা থাক, ভাই। চল, খুড়িমা'র সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁকে প্রণাম ক'রে আসি।"

মীরার মুখখানি উজ্জ্বলাভায় ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "চলুন। মা' আপনাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত উতলা হ'য়ে উঠেছেন।"

মীরার পশ্চাতে অমরনাথ অন্দরমহল অভিমুখে চলিল।

[২]

মীরার মাতা আনন্দময়ী স্বামীর মৃত্যুর পর পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। মীরা তাঁহার একমাত্র সন্তান।

মীরার পিতা, যে-সম্পত্তি ও অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই স্বচ্ছন্দভাবে মাতা ও কন্যার জীবিকানির্বাহ হয়। মীরার বিবাহ দিবার জন্য, তিনি রোগশয্যা হইতেই নানারূপ প্রয়াস পাইতেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সুপাত্র না পাওয়ায়, তাঁহার মনঃকষ্টের আর অবধি ছিল না।

মীরা মাতার শয়ন-কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিল, "মা, অমর দা' তোমাকে প্রণাম করতে এসেছেন।"

আনন্দময়ী বালিশের উপর ঠেস দিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়াছিলেন, অমরনাথ তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কহিল, "ছেলেকে নিশ্চয়ই মনে আছে, খুড়ি-মা?"

আনন্দময়ী অমরনাথের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। পরে কহিলেন, "মা কি কখনও ছেলেকে ভুলে যেতে পারে, বাবা। এমন একটি দিন আমাদের যেত না, যে-দিন তোমার কথা আমাদের মা ও মেয়ের মধ্যে না হ'ত। শুধু তোমার সংবাদ জানবার জন্যই, মীরা একখানা বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের গ্রাহক হ'য়েছে। যে-দিন তোমার ছবি কাগজে প্রথম বার হ'ল, সেদিন আমাদের মুখে আর অন্য আলোচনা ছিল না, শুধু তোমারই প্রসঙ্গ।"

অমরনাথ কিছু বলিবার পূর্বে, মীরা অভিমান-ভরা স্বরে কহিল "অমরদা'র কিন্তু আমাদের কথা এতটুকুও মনে ছিল না, মা! উনি ভাঙ্গা বাড়ী দেখে ষ্টেশনে রাত কাটাবার জন্য ফিরে যাচ্ছিলেন।"

অমরনাথ সলজ্জ হাস হাসিয়া কহিল, "আমি যদি জানতাম যে আপনারা আমাকে ভুলতে পারেন নি, তা'হলে কি আর কখনও……"

আনন্দময়ী বাধা দিয়া কহিলেন, "ওর কথায় দুঃখ ক'রো না, অমরনাথ। তোমার বয়স তখন আট, আর মীরা পাঁচ বছরের মেয়ে, দু'জনে তোমরা একটি ক্ষণের জন্যও ছাড়াছাড়ি থাকতে পারতে না, বাবা। তোমার সতীলক্ষ্মী-মা, মীরাকে বউমা ব'লে ডাকতেন, আর শিশু-মেয়ে মীরা, তোমাকে 'বর' ব'লে সম্বোধন করত।"

মীরা নত মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "কি যে সব বাজে কথা তুমি বল্‌ছ, মা!"

আনন্দময়ী স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "এতে লজ্জা পাবার কি আছে, মা? শিশু-বয়সে এসব খেলা অনেক ছেলেমেয়েই ক'রে থাকে। আমি এই বোঝাবার জন্য ও-কথা বলেছি যে, অমরনাথের বাপ-মা'র সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখন কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল।"

অমরনাথ সলজ্জ হাস্যে কহিল, "এইবার আমারও সে-কথা মনে পড়ছে, খুড়ি-মা। একদিন আমি মীরাকে মেরেছিলাম, না, খুড়ি-মা?"

আনন্দময়ী মৃদু হাস্যে উত্তর করিলেন, "হাঁ, বাবা। মীরার অপরাধ ছিল যে, সে তোমাকে পাড়ার লোকের সামনে 'বর' ব'লে ডেকেছিল। হতভাগী তখন কি আর বুঝ্‌ত বাবা, যে কি-কথা বলা লজ্জার—আর কি নয়?" এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সে সুখ-শান্তির দিন আর কখনও ফিরবে না, বাবা।"

অমরনাথ কহিল, "আপনার রীতিমত চিকিৎসা হচ্ছে, ত খুড়ি-মা?"

আনন্দময়ী ম্লানহাস্যে কহিলেন, "চিকিৎসা ক'রে অনর্থক অর্থব্যয় করা ভিন্ন আর কি লাভ হবে, বাবা? যে-রোগে আমায় ধরেছে, সে-রোগ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়বে, তা'র পূর্বে নয়।"

অমরনাথ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "না, খুড়ি-মা, তা' হবে না। এখনও আপনার অসুখ বেশী পুরাতন হয় নি। আমি আপনার চিকিৎসার সকল বন্দোবস্ত করব। আমি কোন বাধা শুনব না।"

মীরা কহিল, "চিকিৎসা ত করাবেন, কিন্তু মা যদি জানালা গলিয়ে ওষুধ ফেলে দেন, তা'হ'লে কি ফল দেবে, অমর দা? মা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ওষুধ না খেয়ে যাবার দিন এগিয়ে নিয়ে আসবেন।"

আনন্দময়ী বিরক্তির সুরে কহিলেন, "তুই থাম্, মীরা। আমি অমরনাথের সঙ্গে একটু কথা বলি। কত বছর হ'ল, অমরনাথ? পূর্ণ চোদ্দ বছর হ'ল, না? আজও আমার সেই সর্বনাশের দিনটির ছবি চোখের সামনে জল্ জল্ ক'রে ফুটে রয়েছে। তোমার মা ও বাবা এক সপ্তাহের ভিতর স্বর্গে চলে গেলেন, তোমার মাতুল মীরার বাবার কাছ থেকে তার্ পেয়ে ছুটে এলেন। তারপর বাড়ীতে চাবি দিয়ে, জমি-জায়গা, বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনার ভার, মুরারী ঘোষের ওপর দিয়ে, তোমাকে নিয়ে চলে গেলেন। তোমাকে দেখতে না পেয়ে, মীরা কেঁদে কেঁদে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করল। মেয়ে শেষে কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী হ'ল, বাবা। তারপর ভগবানের দয়ায় মীরার রোগ অনেক সাধ্য সাধনার পর সেরে ওঠে।

কালের এমনি অমোঘ প্রভাব, অমরনাথ! মাতা পুত্রশোক ভুলে আবার হাসেন, মেয়েরা স্বামী-শোক ভুলেও আবার সংসারে বেঁচে থাকে।" এই বলিয়া তিনি কিছু সময় নীরব থাকিয়া কহিলেন, "হাঁ অমর, ঘোষ মশায়, তোমার সম্পত্তির আয় তো নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে দিচ্ছেন?"

অমরনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মামাবাবুর মুখে একবার শুনেছিলাম, যে বছর-তিনেক তিনি নিয়মিতভাবে আয়ের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর না-কি নানা অজুহাতে টাকা পাঠানো বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। মামাবাবু বল্‌তেন, কি হবে ভদ্রলোকের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ক'রে? আমার ত কোন অভাব নেই, অমর। তুমি যখন সাবালক হবে, তখন সোনাগাঁয়ে গিয়ে নিজের প্রাপ্য-গণ্ডা বুঝে নেবে।"

মীরার মুখে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা' হ'লেই হয়েচে! মুরারী ঘোষ দেবেন পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে আপনার! তিনি নিশ্চয়ই আপনার বিষয় সম্পত্তি আপন পুত্রের নামে লিখে ও রেজেষ্ট্রি ক'রে নিয়ে, পরম নিশ্চিন্তে ভোগ-দখল করছেন, অমর দা।"

অমরনাথ হাসিমুখে কহিল, "যদি তা'ই ক'রে থাকেন, তা'তেও আমার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, মীরা! আমি মামাবাবুর যে-বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়েছি, তা'ই আমার পক্ষে যথেষ্ট, ভাই।"

মীরা বিস্মিত-কণ্ঠে কহিল, "এত বড়ো অন্যায় আপনি মেনে নেবেন?"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিন্তু অন্যায় সত্য সত্যই ঘটেচে কি-না, তা'ত আমরা জানি না, ভাই।"

আনন্দময়ী কহিলেন, "তুমি ত এখন কিছুদিন এখানে থাকবে, বাবা?"

অমরনাথ কহিল, "আমি চিরদিন এখানে আপনার স্নেহছায়াতলে থাকবার জন্য, মাতুলালয় এলাহাবাদের সকল সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে এসেছি, খুড়ি-মা।"

আনন্দময়ী সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "তুমি যে আমাকে কি সুখী করলে, বাবা, একমাত্র অন্তর্যামীই আমার জানছেন!" এই বলিয়া তিনি এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিলেন, "বাড়ীটার ত সংস্কার করতে হবে, অমরনাথ?"

অমরনাথ ধীরস্বরে কহিল, "হাঁ, খুড়ি-মা। আমি ভাবছি, পৈতৃক-ভবন একেবারে নষ্ট না ক'রে, আমার কল্পনা অনুযায়ী একটা প্ল্যান্ তৈরী করবার জন্য কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ব্যাণার্জি কোম্পানীকে ভার দেব, এবং তাঁদের হাতেই বাড়ীর পুনঃ সংস্কার করবার ভার ছেড়ে দেব।"

আনন্দময়ী সস্নেহ স্বরে কহিলেন, "আমার কাছে একটি সত্য তুমি করো, বাবা। যে-পর্যন্ত না তোমার বাড়ীর কাজ শেষ হবে, সে-পর্যন্ত তোমার দুঃখিনী খুড়ি-মার ঘরে শাকান্ন খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে বল?"

অমরনাথের মন গলিয়া গেল। সে উঠিয়া এবং আনন্দময়ীর পদস্পর্শ করিয়া কহিল, "আপনার স্নেহাশ্রয় ছেড়ে আমি আর কোথাও যাব না, খুড়ি-মা।"

আনন্দময়ী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "ভগবান তোমার সর্বাঙ্গীন-মঙ্গল করুন, বাবা। যাও, এইবার তুমি বিশ্রাম করো-গে।" এই বলিয়া তিনি কন্যার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন।

মীরা কহিল, "আমি সব আয়োজন করছি, মা। তুমি অস্থির হ'য়ো না।" এই বলিয়া সে অমরনাথের দিকে ফিরিয়া কহিল, "আসুন, অমর দা, একটু গরম কোকো পান করবেন।"

"কোকো! বল কি, মীরা? আমি ত ভেবেই পাই না যে কিরূপে ও-বস্তুটির দেখা পল্লীগ্রামে সহসা পাওয়া যাবে?" এই বলিয়া অমরনাথ মৃদু হাস্য করিল।

মীরা কহিল, "পল্লী যে কিরূপ দ্রুত এগিয়ে চলেছে তার পরিচয় এবার পাবেন আপনি। আসুন।"

অমরনাথ মীরার সহিত বৈঠকখানা গৃহে উপস্থিত হইলে, মীরা কহিল, "এই ঘরটা আপনার বস্‌বার, আর শোবার ঘর ঠিক এর পাশেই আমি বন্দোবস্ত করেছি, অমর দা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোকো নিয়ে আসি। তারপর আপনার সকল প্রশ্নের উত্তর দেব।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

[৩]

একজন পরিচারিকার সহিত দুই পেয়ালা কোকো লইয়া, মীরা বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

অমরনাথ বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অদূরে বনাচ্ছন্ন আপন পৈতৃক-ভবনের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার মনে চিন্তার ঘূর্ণী বাতাস প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময়ে মীরার কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলে, সে সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া হাসিমুখে উপবেশন করিল এবং গরম কোকোয় চুমুক দিয়া কহিল, "ধন্যবাদ, ভাই!"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এমন তুচ্ছ ব্যাপারেও যদি এমন ভাবে ধন্যবাদ ব্যয় করেন, তা' হ'লে অনেক গুরুতর ব্যাপারের জন্য কিছুই যে অবশিষ্ট থাকবে না, অমর দা?"

অমরনাথ কহিল, "এটা কি তুচ্ছ ব্যাপার হ'ল, ভাই? তা'ই ভাবছিলাম, করুণাময় ভগবান কত অভাগার অদৃষ্টেই না এমনি ভাবে অপূর্ব বিস্ময়ের যোগাযোগ সাধন ক'রে থাকেন! নইলে ওয়েটিং-রুমের ক্ষুধার্ত-মশায় আনন্দবর্ধন না ক'রে,........"

মীরা মৃদু ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "বারবার ঐ এককথা ব'লে আপনার বিরক্তি ধরে না, অমর দা?" এই বলিয়া সে মৃদুস্বরে হাসিয়া উঠিল।

অমরনাথ কহিল, "বেশ, আর পুনরাবৃত্তি করব না, ভাই। এখন গ্রামের একটু ইতিহাস বল?"

মীরা কহিল, "গ্রামের নতুন ইতিহাস আর কি শুনবেন অমর দা? যাঁরা কলকাতায় চাকরী-বাকরী করেন, তাঁরাই একটু সুখে-স্বচ্ছন্দে আছেন, আর যে-সব হতভাগাকে দেশের জমি-জায়গার আয়ে, অথবা যে সব জমিহীন মজুর-শ্রেণীর কায়িক পরিশ্রমের ওপর নির্ভর ক'রে থাকতে হয়, তা'দের সুখ-দুঃখের কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, অমর দা। আর এ'দের সংখ্যাই বেশী।"

অমরনাথ কহিল, "তবুও তা'রা গ্রাম ছেড়ে বিদেশে যেতে পারে না?"

মীরার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি মূলধন নিয়ে যাবে, অমর দা? অবশ্য কোন চা বাগানে কিম্বা ভারতবর্ষের বাইরে কুলি হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তা'রা কোনদিন এক সন্ধ্যা, কোনদিন নিরম্বু উপবাসে কাটিয়েও শান্তিতে নিজের ভিটের মাথাগুঁজে বাস ক'রছে।"

অমরনাথ গম্ভীরস্বরে কহিল, "যে-দেশের লোক অনাহারে থেকেও আহার্যের জন্য দাবি জানায় না, উপরন্তু অদৃষ্টের ওপর দোহাই দিয়ে শান্তিতে বাস করে, সে দেশের জন্য বিধাতারও এতটুকু মাথাব্যথা থাকে না, মীরা। অনাহারে দলে দলে লোক পিঁপড়ের মত পথের ওপর শুয়ে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ে, তবুও চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে এমন খাদ্যবস্তু জোর,ক'রে লুটে নেয় না, সে-দেশের লোকের মেরুদণ্ড কিরূপ শোচনীয় ভাবে বেঁকে গেছে, আর তা'রা কিরূপ কাপুরুষে পরিণত হয়েছে, ভাবতেও আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে ওঠে, মীরা। মানুষ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ ক'রে, মানুষের মত শির উঁচু করে যা'রা চল্‌তে পারে না, সেই দেশ স্বাধীনতা পেলেও যে রাখতে পারবে না, সন্দেহ আছে কী? তা'ই বর্তমানে সকলের কর্তব্য হওয়া উচিত মীরা, এই-সব অবহেলিত, শোষিত, তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মনে এই চেতনার সঞ্চার করা, যে তা'রাও মানুষ, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার তা'দেরও আছে। জগতে এমন কোন শক্তি নেই, তা'দের মানুষের দাবিকে উপেক্ষা করতে পারে।"

মীরা সভয়ে কহিল, "এই সব কথা যদি ভট্‌চায্যি মহাশয়ের অথবা ঘোষ কাকার কানে যায়, তা' হ'লে আর আপনার রক্ষা থাকবে না, অমর দা। ও'রা অবিলম্বে রায় বাহাদুরের কাছে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ ক'রে আসবে। ফলে……"

অমরনাথের মুখে এক টুকরা ধারালো হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ফল এখন থাক, মীরা। এখন বল গ্রামে কোন দলাদলি আছে?

"ওমা, তা' আবার নেই!" মীরা অবনত ভঙ্গিতে তাহার মায়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "সোনাগাঁয়ে দু'টো দল আছে, অমর দা।

কিন্তু কোন কাজকর্মে যথা—বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অথবা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের সময় উভয় দল একত্রে মিলিত হয়ে খেয়ে থাকে। কারণ, কেউই ফাঁকে পড়তে চায় না। আগামী মাসে তারিণী খুড়োর মা'র শ্রাদ্ধ হবে। গ্রামে তা'ই নিয়ে বেশ আলোচনা চ'লেছে, অমর দা।"

অমরনাথ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, 'তারিণী খুড়ো! কে? তাঁকে ত চিনি ব'লে মনে হচ্ছে না?"

মীরা হাসিমুখে কহিল, "মনে হবার কথাও নয়। তারিণী বসু এঁর নাম। তারিণী খুড়োর মা মৃত্যুর সময় পুত্রকে পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেছেন যে, তাঁর শ্রাদ্ধে কতকগুলো অমানুষকে না খাইয়ে, গ্রামের দরিদ্র-নারায়ণদের যেন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ানো হয়। তা' হ'লেই তাঁর আত্মা পরিতৃপ্ত হবেন।"

অমরনাথ সশ্রদ্ধকণ্ঠে কহিল, "এঁরাই সত্যিকার মহিয়সী ভারতীয় নারী! এঁদের পুণ্যফলেই আজও হিন্দুধর্ম বেঁচে আছে। তারপর, মীরা?"

মীরা কহিল, "তারিণী খুড়োর অভিপ্রায় জানতে পেরে, গ্রামের সমাজপতিরা ক্ষেপে উঠেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, তারিণী খুড়ো যদি সমাজ না খাইয়ে কতকগুলো অস্পৃশ্য ইতরকে খাওয়ায়, তা' হ'লে তাঁকে তাঁরা একঘরে করবেন।"

অমরনাথের মুখভাব কঠিন আকার ধারণ করিল। সে মুহূর্ত-কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "তারিণী খুড়ো কি বলেন?"

"তিনি বলেন, যে একঘরে হতে হয়, হবেন, তবুও মা'র পদস্পর্শ ক'রে যে-শপথ গ্রহণ করেছেন তা' পালন করতে বিমুখ হবেন না। ফলে সারা গ্রামে একটা আলোড়ন উঠেছে।"

অমরনাথ কহিল, "আজ যাঁ'রা পুরাতনকে নতুনের স্থানে বসাতে চাইছেন, তাঁদের এই টানা-হেঁচড়ার বেদনাই সার হবে, মীরা। তাঁরা কিছুতেই নবযুগের অবশ্যম্ভাবীকে এড়িয়ে চল্‌তে পারবেন না। আজ ভারতের অদৃষ্টাকাশে স্বাধীনতারুণের রশ্মি-রেখা দেখা দিয়েছে, সে-দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কোন উপায়ই আর নেই, ভাই। সূর্যোদয়ের আর অধিক বিলম্ব নেই, পেচকের দল তাই মহাকোলাহল সুরু করেছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের আর কোন অস্তিত্বই কোন স্থানে দেখা যাবে না।—আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখছি।"

মীরা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু যতক্ষণ না সূর্যোদয় হচ্ছে, ঘনান্ধকারে আকাশ, পৃথিবী আচ্ছন্ন রয়েছে, ততক্ষণ পেচকের এই মহাকলরবকে স্বীকার না করেও ত পরিত্রাণ নেই, অমর দা?"

অমরনাথ কহিল, "এসব বাধা-বিপত্তি আছে এবং থাক্‌বেও। পথ চলতে হোঁচট্ খেতে হ'লে যেমন কেউ পথ-চলা ত্যাগ করে না, তেমনি সমাজের এই সব জঞ্জাল সাফ করার কাজে, যদি আঘাত খেতেই হয়, হাসিমুখে তা' সহ্য করবার শক্তি এই নতুন দলের আছে।"

মীরা হাসিয়া কহিল, "গ্রামে পা দিতে না দিতেই আপনি গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলবেন দেখছি। নেই-বা ঐ সব নোংরা

লোকগুলোকে মিছামিছি চটালেন আপনি? যাঁরা আবহমান-কাল থেকে এইভাবেই সমাজ শাসন ক'রে চলেছে, তাঁদের সেই মনোবৃত্তির সংস্কার করা কি এতই সহজ কাজ মনে করেন আপনি? বলেছি ত, ওঁরা পারেন না এমন কোন হীন-কাজ নেই, ওঁরা বলেন না এমন কোন জঘন্য মিথ্যা নেই।"

অমরনাথ মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "সোনাগাঁয়ে 'ক কোন ছেলের দল নেই, মীরা?"

মীরা কহিল, "নেই আবার! আহা বেচারীরা! প্রকাশ্যে কোন কাজ করতে না পেরে, শেষে অতি গোপনে তা'রা চরকা কাটে, সেই সুতো দিয়ে আনে কাপড় বুনিয়ে। তারপর আরও সংগোপনে দান করে তাঁদের, যাদের মেয়েরা বস্ত্রাভাবে দিনের আলোকে বাড়ীর বা'র হ'তে পারে না।"

অমরনাথ দীপ্ত হইয়া কহিল, "এমন সব সোনারচাঁদ ছেলে সোনগাঁয়ে আছে, মীরা? বল কি, শুনে যে আমার মন আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌ছে! তাঁদের দেখা কি উপায়ে পাব, ভাই?"

মীরা হাসিতেছিল, সে কহিল, "তাঁদের খুঁজতে আপনাকে যেতে হবে না। তা'রাই সংবাদ পাওয়ামাত্র আপনার কাছে ছুটে আসবে। তা'রা আমার মুখে আপনার দেশসেবার কথা শুনে মনে মনে আপনাকে গুরু-পদে বরণ ক'রে রেখেছে। তা'রা গোপনে এই বাড়ীতেই সমবেত হ'য়ে চরকা কাটে, এবং কা'কে কাপড় দিতে হবে, স্থির করে।"

অমরনাথ মুহূর্ত-কয়েক সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে, মীরার দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমিই কি তাদের নেত্রী?"

"ও মা! কি যে বলেন আপনি!" এই বলিয়া মীরা হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে সে কহিল, "নেত্রী নই, অমর দা। আমি তাঁদের শ্রদ্ধেয়া দিদি। বেচারীরা অভিভাবকদের ভয়ে, কোন স্থানে আশ্রয় না পেয়ে, আমাদের ফাঁকা বাড়ীতে সমিতি গড়েছে। অবশ্য গোপনে গোপনে তাঁরা একটা প্রকাণ্ড দু'চালা-ঘরও তৈরী করেছে। কারণ তাঁদের ভয় হয়েছে, যদি জমিদার রায়-বাহাদুরের কাছে কেউ আমাদের বাড়ীতে সমিতি স্থাপনের কথা তুলে দেয়, তাঁহলে আমার পর্য্যন্ত না-কি পরিত্রাণ থাকবে না। তাই তাঁরা চাঁদা তুলে, নিজেরা পরিশ্রম ক'রে নদীর কাছাকাছি চারিদিকে বনাচ্ছন্ন এক টুক্‌রা জায়গার ওপর এই সমিতি-ঘর তৈরী করেছে। একটা শুভদিন দেখে সেখানেই তাঁদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করবে—স্থির করেছে।"

অমরনাথ হাসিমুখে কহিল, "এমন অভাবনীয় যোগাযোগ ঘট্‌বে ব'লেই, দয়াময় মদনমোহন আমাকে এখানে আসবার জন্য দুর্দম প্রেরণা দিয়েছিলেন।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া, পুনরায় কহিল, "তোমার সহযোগিতা আমি যদি আমার ব্রত-উদ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে পাই, তা'হলে কোন বাধাই পথ আগ্‌লে দাঁড়াতে পারবে না, মীরা।"

মীরার মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি যে বলেন অমর দা! আমার মত মেয়ে আপনার সঙ্গে কতটুকু

পথ আর যেতে পারে, বলুন না? শত বাধা, শত নিষেধ, রক্তচক্ষু পাকিয়ে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিতা মেয়েদের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে। সাধ্য কি আমাদের ঐ প্রবল বাধা উপেক্ষা করি!"

অমরনাথ উল্লাসভরে কহিল, "আমি যাত্রাপথের সকল আঘাত, সকল বাধা, সকল শাসন নিঃশেষে গ্রহণ ক'রে, তোমাদের চলা-পথ মসৃণ ক'রে দেব, মীরা। তা'হ'লে ত আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না তোমাদের?"

মীরা মুহূর্ত্ত কয়েক অপলক দৃষ্টিতে অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "যে-অভিশাপ কয়েক শতাব্দী ধ'রে পুঞ্জীভূত হ'য়ে পাহাড়প্রমাণ হয়ে পথ আগ্‌লে আছে তা' দূর করবার মহান কাজে আপনার একার শক্তি আর কতটুকু, অমর দা?"

অমরনাথের মুখে বেদনাতুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "বহু বর্ষ ধ'রে অন্ধকার জমেছে ব'লেই যে বহু বর্ষ ধরে আলো জ্বললে, তবে অন্ধকার দূর হবে, এ'ও কি একটা যুক্তি হ'ল, মীরা? সহস্র বর্ষ ধ'রে সঞ্চিত অন্ধকার যেমন একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে দূর হয়ে যায়, তেমনি যুগ যুগ—শতাব্দী ধ'রে পুঞ্জীভূত জরাজীর্ণ সমাজের পাপ, গ্লানি, মাত্র একটি আঘাতে ভেঙ্গে ধূলোয় মিশে যাবে। আমি সেই নির্ম্মম আঘাত হানব। পাপ ও গ্লানি-ভরা সমাজের ধ্বংসস্তূপের ওপর, আমি নতুন যুগের নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করব। এই মহান যাত্রাপথে তোমাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাব কি, মীরা?"

মীরার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার স্বপ্ন সত্য হোক, অমর দা। আমাকে আপনি আপনার সবচেয়ে বড়ো সমর্থকরূপে পাবেন, নিশ্চয়ই।"

এমন সময় সেখানে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "দিদিমণি, বাবুকে খাবার দেওয়া হবে? এখনও সব গরম আছে।"

মীরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সে একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "একি, এত রাত হয়েছে? আসুন অমর দা, খেয়ে নেবেন।"

"চল।" এই বলিয়া অমরনাথ মীরার অনুসরণ করিল।

(৪)

পরদিন প্রভাতে বেক্‌ফাষ্ট করিয়া অমরনাথ মীরার সহিত পৈতৃক বাসভবন দেখিবার জন্য বাড়ীর সম্মুখের জঙ্গল অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দেখিল, সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার কোন বাতায়ন অথবা ঘরের কবাট, খড়খড়ি, সারসি কিছুই নাই। অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "আচ্ছা মীরা, দরজার ও জানালার কবাটগুলোর কি ডানা হ'য়েছিল, যে যুক্তি ক'রে একসঙ্গে সব মুক্তি নিয়ে উড়ে পালিয়েছে?"

মীরা কহিল, "পল্লীগ্রামের এই হ'ল বিশেষত্ব, অমর দা। এখানে সাধুতা বস্তুটির অভাব খুব বেশী। এখানে লোকে কলকাতার চাকুরে বাবুদের প্রথমেই প্রশ্ন করে, উপরি অর্থাৎ চুরির উপায় কিরূপ

হয়? এরা 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' ভেবে অপহরণ করবার সময় বিবেকের দংশন-জ্বালা বোধ করে না। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে আর বেশীক্ষণ না থেকে, আসুন, ব্যানার্জি কোম্পানীকে প্ল্যান ও কোটেসন্ পাঠাবার জন্য পত্র লিখবেন।"

"চল।" এই বলিয়া অমরনাথ মীরার সহিত তাহাদের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলে প্রায় পনেরো-ষোলটি বালক ও তরুণ যুবকের একটি দল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সমস্বরে 'জয় হিন্দ' বলিয়া অমরনাথকে যুগপৎ গড় হইয়া প্রণাম করিল।

অমরনাথ প্রত্যভিবাদন করিয়া হাসিয়া কহিল, "এসেছ ভাই তোমরা? তোমাদের আশাপথ চেয়ে গত রাত্রি থেকে আমি অধীর হয়ে আছি।" এই বলিয়া সর্বাপেক্ষা বয়সে বড়ো একটি তরুণকে নিকটে আহ্বান করিয়া সে কহিল, "তোমার নাম কি, ভাই?"

"আমি যতীন, অমর দা।" যতীন সশ্রদ্ধস্বরে কহিল।

অমরনাথ সকলকে বসিতে বলিয়া আপনি উপবেশন করিল এবং মীরাকে না দেখিয়া যতীনকে কহিল, "আচ্ছা, তোমরা সাধারণতঃ কি কাজ করো, বলো?"

যতীন একবার সহচরদের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি এইগ্রামে নতুন এসেছেন, অমর দা। মানুষের দারিদ্র্য যে কিরূপ শোচনীয় হ'তে পারে, দেখলে অভিভূত হ'য়ে পড়বেন আপনি। সোনাগাঁ তথা প্রায় প্রতি পল্লীগ্রামে এমন বহু লোক আছে, যা'রা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। আমরা সুতো কাটি লুকিয়ে, সেই সুতো দিয়ে কাপড় বুনিয়ে এনে দিই তাদের। কিন্তু আমাদের

সামর্থ্য আর কতখানি! তাই এসেছিলাম আপনার কাছে, আপনি যদি আমাদের কিছু সাহায্য——"

বাধা দিয়া অমরনাথ একটি বালকের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার নাম কি?"

বালকটি একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নীরবে বসিয়াছিল, হঠাৎ চমকিত হইয়া কহিল, "ভোম্বল।"

"ভোম্বল! বেশ নাম!" এই বলিয়া অমরনাথ মৃদু হাস্য করিল।

মীরা একহাতে একটি বড়ো থালায় করিয়া মুড়ি, নারিকেল কুঁচি, গুড় এবং অন্য হাতে এক কেট্‌লি গরম চা লইয়া প্রবেশ করিতেছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ভোম্বল সোল্লাসে কহিল, "এই যে এনেছেন। দিন।" এই বলিয়া সে মীরার হাত হইতে মুড়ির থালা নামাইয়া রাখিল এবং কাহারো কোন সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিল।

যতীন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ওটা রাক্ষস! খাবার দেখ্‌লে আর সবুর সয় না!"

ভোম্বল একমুখ মুড়ি চিবাইতেছিল, সে মীরার হাস্যশোভিত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার অমন লজ্জা নেই।"

মীরা হাসিমুখে কহিল, "শুধু শুধু লজ্জা করতে যাবে কেন, ভাই! এ কি, তোমরা যে সকলে বসে রইলে? নাও, খেতে আরম্ভ করো, আমি চা ঢেলে দিই।" এই বলিয়া সে অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "আপনি কি আর একটু চা খাবেন, অমর দা?"

অমরনাথ কহিল, "না, মীরা। তোমার ভাইগুলিকে দাও, আমি ওদের খাওয়া দেখি।"

জলযোগ শেষ হইলে যতীন অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরা তা'হলে এখন আসি, অমর দা? আপনি যদি দয়া ক'রে আমাদের সমিতি-ঘরে একদিন পায়ের ধূলো দেন, তা'হলে........"

বাধা দিয়া অমরনাথ হাসিমুখে কহিল, "বেশ, আমি যাব কিন্তু তোমরা কি আমাকে সহ্য করতে পারবে?"

যতীন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কি যে বলেন! আপনাকে সহ্য করতে পারব না আবার!"

"আচ্ছা, দেখা যাবে।" এই বলিয়া সে সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইল।

যুবকেরা বাহির হইয়া গেলে, মীরা কহিল, "আমি কিন্তু এখন পর্যন্ত আপনার কথাটা বুঝতে পারি নি, অমরদা।"

অমরনাথ মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "একবার আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, শান্তিতে যদি বাস ক'রতে চাও, তবে সেইখানে যাও, যেখানে সংবাদপত্র প্রবেশ করে না। তখন কথাটা শুনে বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু এখন দেখছি বন্ধুবর খুব দামী কথাই বলেছিলেন।"

মীরার আয়ত ভ্রূ-দু'টি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "কৈ, আমরা ত কোন অভাব বোধ করি নে।"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "এমনিই হয়। অনেক সময় অজ্ঞানতা যে আশীর্বাদ ব'লে মনে হয়, তা' এখন যেমন বুঝতে পারছি, তেমন..."

মীরা ধীরকণ্ঠে কহিল, "সত্য কখনও বেশীদিন গোপন থাকে না, অমরদা।"

অমরনাথ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে কহিল, "কিন্তু যে কয়দিন গোপন থাকে, সে কয়দিনের মূল্যও কম নয়, মীরা।"

মীরা মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি যদি শান্তি পান, সুখী হ'ন, তা' হ'লে আমি কোন দিনই সত্য জানবার কোন গরজ বোধ করব না, অমর দা। সত্য যেখানে অশান্তিময়, সেখানে মিথ্যাকে, অজ্ঞানকে বরণ ক'রে নিলে যদি পাপ হয়, তবে তা'ই হবে আমার অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয়।"

অমরনাথ সবিস্ময়ে শুনিতেছিল, সে কহিল, "তুমি কি বিশ্বাস করো মীরা, আমি এমন কোন কাজ করতে পারি, যা' তোমাদের মত আত্মীয়ের নিকটও গোপন রাখবার প্রয়াস পাব?"

মীরা একবার সচকিতে অমরনাথের দিকে চাহিয়া মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। অমরনাথ হাসিতে হাসিতে পুনরায় কহিল, "একি চুপ ক'রে রইলে যে মীরা?"

মীরা মৃদু হাস্য করিতে করিতে কহিল, "আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? আচ্ছা, সংযুক্ত প্রদেশের বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা অমরনাথজী আর আপনাতে কোন পার্থক্য আছে কি?"

অমরনাথ পরম বিস্ময়ে কহিল, "এসব ইতিহাস তুমি কোন্ সূত্রে অবগত হলে, মীরা?"

মীরার মুখ স্নিগ্ধ ঃ ভরিয়া গেল। সে কহিল, "সুত্র যাঁই কেন হোক্ না, আম র উত্তর দিন ?"

অমরনাথের হাস্যময় মু গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আজ তোমার প্রশ্নের ব না, মীরা। তুমি যাঁর কথা জিজ্ঞাসা করেছ, শুধু এ ন রাখ, যে সংযুক্ত প্রদেশের অমরনাথজী কখনও কেও স্পর্ধা দেখায় নি। আমি তাঁকে যতদূর চিনি, সে যে কং সংখ্য কর্মির মধ্যে একজন নগণ্য কর্মী ছাড়া আর কিছু ন যেমন বিশ্বাস করি, সেও ঠিক তেমনি বিশ্বাস করে।"

মীরার মুখে অনবদ্য ঃ টিয়া উঠিল। সে কহিল, "বেশ, এই পরিচয়েই আমি ছ, অমর দা। এখন চলুন, একটু জলযোগ করবেন। দু'বার এসে ফিরে গেছে।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ হাসিতে হাসি ল, "একটু আগে সংবাদপত্র নেই ব'লে যে-মূর্খতার পরিচ ছিলাম, তেমন ভুল আর কখনও না করি, সে বিষয়ে সতর্ক হ এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত-কয়েক থাকিয়া পুনরায় কহিল, "তুমি কি জান, এখানে মজুর পাওয়া য া ?"

মীরা কহিল, "যত খুশি ার, ততই পাবেন। বছরের এই সময়ে পশ্চিম থেকে অসং ধান কাটবার জন্য এখানে এসে থাকে। আপনি বিকালে পাড়ায় গেলেই তাঁদের কলোনী দেখতে পাবেন।"

অমরনাথ খুশি হইয়া কহিল, "বাঁচা গেল! এখন সব-কিছু উপেক্ষা ক'রে বাড়ীটাকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে নতুন ক'রে গেঁথে তোলাই হবে আমার প্রধান কাজ। তারপর……" এই [illegible]লয়া সহসা সে নীরব হইল।

মীরা দাঁড়াইয়াছিল, সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তারপর, অমর দা?"

অমরনাথ ধীরস্বরে কহিল, "তারপর এখন থাক, ভাই। চল, জলযোগটা সেরে আসি।"

"আসুন।" বলিয়া মীরা অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেল।

[৫]

কয়েকদিন পরে অমরনাথের জঙ্গলাকীর্ণ পৈতৃক অট্টালিকার বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য শতাধিক মজুর কাজ করিতেছিল। অট্টালিকার সম্মুখে দূর্বাদলের উপর একখানি ক্ষুদ্র গালিচা পাতিয়া, অমরনাথ বসিয়াছিল। সার্বজনীন ঠাকুর দা, নীলমাধব ভট্টাচার্য্য, অমরনাথের সম্মুখে বসিয়া আলাপ করিতেছিলেন। অদূরে বহির্বাটীর বাতায়নের নিকট মীরা অমরনাথকে জলযোগ করাইবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নীলমাধব বাবু বলিতেছিলেন, "ভায়া, এখনও এক সপ্তাহ হয় নি, তুমি এখানে এসেছ, এর মধ্যে সোনাগাঁয়ে আর তামাপুরে হৈ-চৈ প'ড়ে গেছে শুনেছ? অন্য পরে কা' কথা! স্বয়ং রায়-বাহাদুর

সে দিন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বল্‌লেন—যা শুনছি, সব সত্যি? আমি বলি, কি শুনছেন আপনি? বল্‌লেন, আপনাদের গাঁয়ে কে একজন 'অমরনাথ না-কি কুবেরের ধন নিয়ে বাস করতে এসেছে?"

অমরনাথ অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলেও, নীরবে, শান্ত মনে সহ্য করিতেছিল। নীলমাধব মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া বলিয়া চলিলেন, "উত্তরে আমি বল্‌লাম, কুবেরের ধন নিয়ে এসেছে কি কত নিয়ে এসেছে, তা' আমি বলতে পারব না, রায় বাহাদুর। তবে একথা সত্যি যে, অমরনাথের মত ধনবান বর্তমানে সোনাগাঁয়ে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। তা'ছাড়া, অমরনাথের মত হৃদয়বান পরদুঃখকাতর যুবকও আমি দু'টি দেখি নি। যেমন রূপে, তেমনি বিদ্যায়, তেমনি ধনে। যাকে বলে একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র।" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত-কয়েক নারব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি যা বলি, স্পষ্ট ও সত্যই বলি, অমরনাথ। আমি অমন কারুকে ভয় ক'রে কথা বলি না। তোমায় বলব কি, আমার কথা শুনে রায় বাহাদুরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল।" এই অবধি বলিয়া সহসা তিনি পথের দিকে একবার চাহিয়া চাপা আর্তস্বরে পুনরায় বলিলেন, "এই সেরেছে! ভায়া, ঐ যে লোকটা আস্‌ছে, ওর নাম তারিণী বোস্। লোকটার মত দেমাকী আর বদমেজাজী এই গাঁয়ে আর একটিও নেই, ভায়া।"

নীলমাধবের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তারিণী বসু, অমরনাথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র, অমরনাথ সশ্রদ্ধভাবে কহিল, "আসুন,

বসুন, খুড়ো মশায়।” বলিতে বলিতে দুই করতল একত্র করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল।

তারিণী বসু খুশি হইয়া কহিলেন, “বেঁচে থাক, বাবা। তুমি আমাদের দাশরথির ছেলে। দাশরথির সঙ্গে আমার যে কি মধুর সম্পর্ক ছিল, তা’ তোমরা জানো না বাবা। জানেন একমাত্র পরমেশ্বর!” বলিতে বলিতে তিনি উদাস করিলেন, তারপর কহিলেন, “আমি সব শুনেছি, অমরনাথ। তাই ভাবলাম, বাবা, একবার তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ ক’রে আসি। তুমি হয়তো শুনেছ যে আমার মা’র বাৎসরিক-শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো নিয়ে বিষম গোলমাল বেধেছে? দেশের সমাজপতিগণ নিজেরা খেতে চান, আর আমি চাই, গ্রামের দীন, দরিদ্র অনাথ নর-নারী-শিশুকে খাওয়াতে। ফলে……”

নীলমাধব ভট্টাচার্য্য সহসা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া কহিলেন, “তোমার মত ম্লেচ্ছের কাছে এর বেশী আর কি আশা করা যাবে? তোমার বাবা তোমাকে দু’খানা ইংরেজী বই পড়িয়ে পুরো-দস্তুর ম্লেচ্ছ ক’রে গিয়েছে। নইলে দেশের দেবতা তুল্য সমাজপতিদের না খাইয়ে, খাওয়াতে চাও যত সব ছোটলোকদের। শুনলে বাবাজি, তোমার তারিণী খুড়োর কথা?”

অমরনাথের শান্ত চক্ষু দু’টি সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত্ত-কয়েক নীরবে আপনাকে সংযত করিয়া শান্ত ও গম্ভীর কণ্ঠে তারিণী খুড়োর দিকে চাহিয়া কহিল, “আপনার সাধু প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি, খুড়ো মশায়। গ্রামের কোন

সমাজপতি আপনার গৃহে না যান, আমি যাব,—আপনাকে সে নিশ্চয়তা দিয়ে রাখ্‌চি।"

দেখিতে দেখিতে সেখানে যেন মাটী ভেদ করিয়া কয়েকজন তথাকথিত সমাজপতির আবির্ভাব হইল। কয়েকজন যুবক ও বালকও সেখানে উপস্থিত হইয়া নীরবে বৃদ্ধদের তপ্ত আলোচনা শুনিতে লাগিল। আলোচনা তুমুল কলহে পরিণত হইবার উপক্রম করিল। অমরনাথ পল্লীগ্রামের এরূপ এক অচিন্তনীয় পরিস্থিতির সহিত সম্যক পরিচিত না থাকায়, নীরবে সবিস্ময়ে পিতৃস্থানীয় লোকগুলির নির্লজ্জ বাদানুবাদ শুনিতে লাগিল। সে এই ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিল যে, এরূপ একটি সমাজ-হিতকর বিষয়কে সমর্থন না করিয়া, এই লোকগুলি কিরূপ নির্লজ্জভাবে হীনতার গভীর পঙ্কে অম্লানবদনে নামিয়া যাইতে পারে!

সোনাগাঁয়ে মুরারী ঘোষ বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি। তিনি নীরেট মূর্খ। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, তাঁহার কিছু ধন-সম্পদ ও জমি-জায়গা আছে। গ্রামের পাঁচজন দরিদ্রকে সময়ে অসময়ে হয় স্বর্ণ, নয় জমি লইয়া ঋণের জন্য তাঁহার দ্বারে করুণাপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে একজন সমাজপতি না বলিলে, পরিত্রাণ থাকে না। ঘোষ মহাশয় দু'টী কথা একসঙ্গে বলিতে পারিতেন না। কথা বলিবার সময় তাঁহার মুখ দিয়া সহস্র ধারায় লালা বহির্গত হইতে থাকে। যখন তারিণী বসুর সহিত নীলমাধবের আলোচনা হাতাহাতিতে পরিণত হইবার উপক্রম করিল, তখন মুরারী ঘোষ অমরনাথের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "চুপ করো, নীলমাধব।

আমি তারিণীর কথার জবাব দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি তারিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, ভদ্রসন্তান যদি তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আহার না করেন, তা'হলে তোমার মা'র আত্মা কি তৃপ্ত হবে?"

তারিণীর মুখে মৃদু ব্যঙ্গ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার মা'র স্বর্গলাভ হবে।"

সমাজপতি মল্লিক কিছু বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া মুরারী ঘোষ কহিলেন, "থাম, বিপুল। আমি এখনই তর্কে তারিণীকে হারিয়ে দিচ্ছি।" এই বলিয়া তিনি দরদর ধারায় বহির্গত মুখের লালা মুছিয়া ফেলিয়া, তারিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "স্বর্গলাভ হবে? প্রমাণ দেখাও।"

ভিড়ের ভিতর হইতে একজন যুবক কহিল, "ঘোষ মশায় যখন পরলোকে যাবেন, তখন অকাট্য প্রমাণ দেখতে পাবেন।"

"কে হে ডেঁপো ছোক্‌রা? কান ম'লে কুকুরছানা বার ক'রে দেব'খনি।" এই বলিয়া মুরারী ঘোষ তাঁহার চারিদিকে জনতার উপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন।

অমরনাথের দৃষ্টি একাধিকবার মীরার উপর পতিত হইয়াছিল এবং মীরা যে তাহাকে আহ্বান করিবার জন্য অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছে, সে তথ্য তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না। উপরন্তু এই সব অবাঞ্ছিত অনাহূত ব্যক্তিগণের নির্লজ্জ ও অর্থহীন বিতর্ক তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। সে এক সময়ে কহিল, "আপনারা আলোচনা করুন। আমি আসছি।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে নীলমাধবও উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি অমরনাথের একখানি হাত ধরিয়া কহিলেন, "একটা কথা শুনে যাও, বাবাজি।" এই বলিয়া তিনি অমরনাথকে জনতার নিকট হইতে বাহিরে আনিয়া চুপি-চুপি কহিলেন, "শোন বাবাজি, তুমি যে কোন মতামত প্রকাশ কর নি, এতে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। এই ত চাই! আমার পৈতা ছুঁয়ে ব'লে রাখছি, তুমি একদিন না একদিন সোনাগাঁয়ের মুকুটহীন রাজা হ'য়ে বসবে। ওসব রায় বাহাদুর ফাহাদুর কোথায় যে ডুবে যাবে, কোন হিসাব থাক্‌বে না।"

অমরনাথ বিরক্তি চাপিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমি এখন আসি।"

নীলমাধব বাবু চকিতে অমরনাথের পথরোধ করিয়া তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কহিলেন, "বাবাজি, আমি দশ-পনের দিন পরে শোধ ক'রে যাব। আমাকে পাঁচটা টাকা ধার দাও তো! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বাবাজি! আমি কথার খেলাপ কখনো ক'রব না।"

অমরনাথ নীলমাধবের সঙ্গ হইতে মুক্তি পাইবার একটা সহজ পথ দেখিতে পাইয়া, পকেট হইতে একখানি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নীলমাধব একদিকে তাঁহার হস্তস্থিত নোটখানির এবং অপর দিকে দ্রুতগমনশীল অমরনাথের দিকে চাহিয়া আপন মনে কহিলেন, "নীলমাধব ভট্টাচার্যের ধার নেওয়ার অর্থ শীগ্‌গীর বুঝবে, বন্ধু। তোমার মত গর্দভকে শোষণ করা যে এমন সহজ, তা যদি বুঝতাম তা'হলে কি পাঁচ টাকায় মুখ নষ্ট করি?" বলিতে বলিতে, তিনি নোটখানি আশ্চর্য কৌশলের সহিত ট্যাকস্থ করিয়া সমবেত ব্যক্তিগণের নিকট ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে অমরনাথ বহির্বাটীতে মীরার নিকট উপস্থিত হইলে, সে কহিল, "এসব কি ব্যাপার বলুন ত? সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একবারও কি এদিকে চাইতে নেই? কি ক'রে ঐসব অমানুষগুলোর বিকট চিৎকার সহ্য করছিলেন বলুন দেখি?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "এই সব অমানুষকে মানুষ করবার দুরূহ ব্রত নিয়েই এখানে এসেছি, মীরা। তা'ছাড়া ওঁদের এটুকুতে যদি অধৈর্য হ'য়ে পড়ি, তা' হ'লে আমার সঙ্কল্পটি যে ব্যর্থ হয়ে যায়!"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "ভট্‌চার্যি মশায় ক'টাকা ধার নিলেন?"

অমরনাথ সবিস্ময়ে বলিল, "ধার যে নিলেন, তা' তুমি কি ক'রে জানলে, মীরা?"

মীরা মধুর কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি এই দেশেরই মেয়ে? সুতরাং নীলমাধব ভট্টাচার্যি মশায়কে চেনবার সুযোগ যে আমার প্রচুরই আছে! ওঁর স্বভাবের বিশেষত্ব এই যে, উনি কখনও লোকের কাছে অভাব জানিয়ে দান প্রার্থনা করেন না। উনি ঋণ করেন। মুখে বলেন, ঋণ কার নেই? যখন স্বয়ং সম্রাটও ঋণী তখন আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির ঋণ ত থাকবেই। আমি ত আর কারুর কাছে ভিক্ষা লই না! তবে আমার আবার লজ্জা কী!"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "খুব দামি কথা! ঋণ নিশ্চয়ই পরিশোধ ক'রে থাকেন?"

মীরা খিল্‌খিল্‌ শব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "ঐ বস্তুটি ওঁর ধাতে নেই, অমর দা। উনি শুধু ঋণ ক'রেই যান। উনি আমাদের পুরাকালের মহাঋষি চার্বাক মতাবলম্বী। চার্বাকই ত' ব'লে গেছেন,

'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্যা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতায় দেহশ্চ পুনরাগমনং কুত।"

অমরনাথ হাসিতেছিল। সে কহিল, "দুঃখের বিষয় এ যুগে চার্বাককে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আইন সমর্থন করে না। সে যাই হোক, এখন কি জন্য আহ্বান বল ?"

মীরা কহিল, "কখন সেই এককাপ চা খেয়ে আছেন। মা কিরূপ অস্থির হ'য়েছেন, দেখবেন আসুন।"

অমরনাথ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তোমার যত্নের, স্নেহের প্রাবল্য ক্রমশঃ অত্যাচারে দাঁড়াচ্ছে, মীরা। কৈ এতদিন ত আমি খেলাম, না খেলাম, সেদিকে কারুরই মাথাব্যথা ছিল না !"

মীরার অনবদ্য মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য ম্লান হইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই স্নিগ্ধ আভায় উদ্ভাসিত হইয়া গেল। সে কহিল, "বৃথা-তর্কে আমি আনন্দ পাই নে, আসুন।"

মীরার সহিত অমরনাথ অন্দরমহলে, মীরার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে, সে একখানি গালিচা আসন পাতিয়া দিল।

অমরনাথ উপবেশন করিলে, মীরা রান্নাঘর হইতে কয়েকখানি গরম লুচি, কিছু ভাজি ও মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে রাখিয়া কহিল, "নিন, আরম্ভ করুন।"

অমরনাথ আহার করিতে আরম্ভ করিলে, মীরা কহিল, "আপনি কি মজুরদের ফুরিয়ে দিয়েছেন ?"

অমরনাথ কহিল, "হাঁ, মীরা। আমার পক্ষ থেকে যখন তদারকের কেউ নেই, তখন একেবারে ফুরিয়ে দেওয়াই সমীচীন। ভাবলুম বাড়ী পরিষ্কার হবার পরে, রাজমিস্ত্রির কাজ আরম্ভ হবে। আমি কলকাতার বিল্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ব্যানার্জি কোম্পানীকে

একটা প্ল্যান ও কত খরচ হবে টেণ্ডার দেবার জন্য পত্র লিখেছি। তাঁদের একটা কোটেশন্ পাবার পর, আমি তাঁদের ওপরেই সকল ভার দেব।"

মীরা কহিল, "সেই বেশ হবে। নইলে আপনি যদি নিজে সব ভার হাতে নিতেন, অযথা বহু অর্থ অপব্যয় হয়ে যেত।"

অমরনাথ কহিল, "মজুরদের সর্দারকে পঞ্চাশটা টাকা দিও ত। আমি তাঁকে তোমার কাছে আসতে বলেছি।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র চাবিকাঠি বাহির করিয়া মীরার হাতে দিয়া কহিল, "ছোট এ্যাটাচী কেস্‌টাতে টাকা আছে।"

মীরা চাবিকাঠি অঞ্চলাগ্রে বাঁধিয়া কহিল, "কত টাকা ওরা নেবে ?"

অমরনাথ কহিল, "জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে দেবে—একশো টাকা ওদের দিতে হবে।"

"বেশ !" এই বলিয়া মীরা মুহূর্ত্ত-কয়েক নীরবে বসিয়া রহিল, পরে কহিল, "চারদিকে আপনার ধনের খ্যাতি খুব রটে গেছে !"

অমরনাথ কহিল, "পল্লীগ্রামে যে কি ভাবে এমন দ্রুত কথা রটে, ভাব্‌লে আশ্চর্য হ'তে হয়।"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "যেহেতু কোন সংবাদপত্র এখানে নেই। কিন্তু কিছুদিন গ্রামে বাস করুন তা' হ'লেই বুঝতে পারবেন, অধিকাংশ নিরক্ষর জন-সমাজে মুখে-মুখে' কথা কিরূপ বিদ্যুদ্গতিতে ছড়িয়ে পড়ে।" মুহূর্ত্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া সে আবার কহিল, "শুন্‌লাম, রায় বাহাদুর আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আপনি কি তাম্রপুরে যাবেন ?"

অমরনাথ চিন্তিত স্বরে কহিল, "তুমি কি বল? ভদ্রলোক যখন দয়া ক'রে, আলাপ করতে চেয়েছেন, তখন একবার যাওয়া কি সমীচীন হবে না?"

মীরা মুহূর্ত-কয়েক কোন উত্তর দিতে পারিল না। পরে কহিল, "বেশ, যাবেন। কিন্তু রায় বাহাদুরের বিষ-নজরে পড়লে আর একটি দিনও শান্তিতে এখানে বাস করতে পারবেন না।"

অমরনাথ কহিল, "তোমার অমরদা'কে এখনও চেন নি তুমি, মীরা। প্রকৃতি ও সংসার আমাকে লোহার-মানুষ ক'রে ছেড়ে দিয়েছে, ভাই। জীবনে আমি অনেক কঠিন আঘাত সহ্য করেছি। তোমাদের রায় বাহাদুর আর এমন কি কঠিন আঘাত দেবেন?"

মীরা কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মত পরিবর্তন করিয়া কহিল, "আপনি কি যতীনদের ক্লাবে অনেকগুলো টাকা দিয়েছেন?"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "এমন গোপনীয় সংবাদও তোমার কাছে পৌঁছেচে?"

মীরা মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, "কিন্তু আমার অনুরোধ যদি শোনেন, তা'হলে ওদের সঙ্গে আপনি প্রকাশ্যে মেলামেশা করবেন না। আপনি জানেন না, জমিদার, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর চৌধুরী মহাশয়ের কিরূপ শ্যেনদৃষ্টি এখানকার ছেলেদের উপর আছে! তা' ছাড়া এমন ভাবে টাকা যা'কে তা'কে দিয়ে অপব্যয় করার সার্থকতাও নেই।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল, "বোস পাড়ার কয়েকজন বাবু, দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, দিদিমণি।"

অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কর্তারা কি বলেন শুনে আসি একবার।"

মীরা কহিল, "বেশী দেরী করবেন না, আপনার স্নানের সময় প্রায় হয়ে এসেছে।"

অমরনাথ বাহির হইয়া গেল।

[৬]

সেদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে অমরনাথ ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে গ্রামের পশ্চিমদিকে মীনাক্ষী নদীর তীরে উপস্থিত হইল এবং সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

অমরনাথ নদীতীরে পথের পার্শ্বে একটি পরিচ্ছন্ন স্থানের উপর উপবেশন করিল এবং প্রবলস্রোতা নদীর পরপারে অবস্থিত তাম্রপুরের নৈসর্গিক শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। নদীর পরপারে একটি ত্রিতল অট্টালিকার একাংশ দেখা যাইতেছিল। অমরনাথ ভাবিল, খুব সম্ভবত উহা রায়-বাহাদুরের বাড়ী হইবে। সে দৃষ্টি [illegible]ইয়া নদীবক্ষে ধাবমান ধান্য, চাউল প্রভৃতি বোঝাই নৌকা সমূহের উপর ন্যস্ত করিল। কত সময় যে অমরনাথ এইভাবে বসিয়াছিল, সে জানে না, সহসা তাহার কর্ণে আধা হিন্দী আধা বাঙ্লা মিশ্রিত কর্কশ স্বর প্রবেশ করিলে সে চাহিয়া দেখিল, দুইজন যমদূতাকৃতি দারোয়ান তাহার দিকে রোষকষায়িত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। একজন দারোয়ান অমরনাথকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "এই তুম হটেগা, না হটানে হোগা?" কথা শেষ হইবার

সঙ্গে সঙ্গে সে অমরনাথের একখানি হাত দুইহাতে চাপিয়া ধরিল ও তাহাকে উঠাইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে টানিতে লাগিল।

অমরনাথ এইরূপ আকস্মিক ঘটনার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্তে দারোয়ান তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, বিদ্যুদ্‌গতিতে হাতখানি মুক্ত করিয়া, দারোয়ানের গণ্ডে একটি বিরাট চপেটাঘাত করিলে, সে লাট্টুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে নদীগর্ভে গিয়া পড়িল ও সেইখানে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় দারোয়ান সিংহবিক্রমে অমরনাথের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবামাত্র, সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত ও দুর্বোধ্য চিৎকার করিয়া প্রথম দারোয়ানের পার্শ্বে পড়িয়া গেল এবং সেইখানেই স্থিরভাবে পড়িয়া রহিল।

অমরনাথের দৃষ্টি সহসা পলকহীন হইয়া গেল। সে দেখিল, তাহার সম্মুখে অশ্বের উপর একটি তরুণী মেয়ে তাহার দিকে সবিস্ময় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

মেয়েটি নির্ভীক স্পষ্টস্বরে কহিল, "কে আপনি ?"

অমরনাথ ধীরভাবে কহিল, "পরিচয়ের কোন প্রয়োজন আছে ?"

তরুণী কহিল, "হাঁ, আছে। আমি জানতে চাই, কে আমার দারোয়ান দুইজনকে অর্ধমৃত অবস্থায় এনেছে ? বলুন, কে আপনি ?"

অমরনাথ নির্ভীক স্বরে কহিল, "আপনার দারোয়ানরা নিজেরাই ঐ অবস্থার জন্য দায়ী।"

তরুণী ঈষৎ তপ্তস্বরে কহিল, "কখনই না। আপনি রাস্তা অবরোধ ক'রে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। দারোয়ানরা আপনাকে শুধু সরে দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল।"

"অনুরোধই বটে!" অমরনাথের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে কহিল, "স্থানবিশেষে অনুরোধের রূপ কিরূপ বিস্ময়কর ভাবে বিভিন্ন!"

তরুণী মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া কহিল, "আপনার যে বড় দুঃসাহস, দেখছি! নিশ্চয়ই আপনি বাইরে থেকে আমাদের জমিদারীতে এসেছেন? নইলে আমার সঙ্গে বিদ্রূপ ক'রবার সাহস আপনি পেতেন না। আমি কে জানেন?"

অমরনাথের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এতক্ষণ যেটুকু সন্দেহ ছিল, সেটুকুও অন্তর্হিত হয়েছে।"

"তার মানে?" তরুণী নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করিল।

অমরনাথ একই ভাবে কহিল, "অর্থাৎ আমি চিনেছি।"

জমিদার, রায় বাহাদুর অনাথ চৌধুরীর বিদূষী কন্যা, কুমারী অনুশীলার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তাহাকে চিনিতে পারিয়াও যে, কেহ তাহাকে বিদ্রূপ করিতে পারে, বা এরূপ নির্ভীকভাবে উত্তর দিতে পারে, বিশেষ করিয়া তাহার পিতার জমিদারিতে দাঁড়াইয়া, তাহা বিশ্বাস করিতে তাহার মন চাহিল না। সে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কে আপনি?"

অমরনাথ দৃঢ় অথচ শান্ত কণ্ঠে কহিল, "বারবার ঐ একই প্রশ্ন করছেন কেন? আমার পরিচয়ে ঘটনার কোন ইতর-বিশেষ হবার যখন সুযোগ নেই, তখন মিথ্যে আলাপ-পরিচয়ে কোন উৎসাহ বোধ করছি নে।"

তরুণী অনুশীলা তপ্তস্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই আপনি আমাদের জমিদারিতে কোন লোকের বাড়ীতে এসেছেন?"

অমরনাথ কহিল, "আপনার অনুমান-শক্তি দেখে বিস্মিত হচ্ছি।" সে দারোয়ানদ্বয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহারা উভয়ে নদীগর্ভশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াছে এবং নিরীহ মেষের মত অঙ্গ কর্দমমুক্ত করিতে করিতে, প্রভু-কন্যার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। "আচ্ছা, আমি এখন আসি" বলিয়া অমরনাথ গমনোদ্যত হইল।

অনুশীলা কহিল "দাঁড়ান।"

অমরনাথ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আবার কী?"

অনুশীলা মুহূর্ত-কয়েক দেরী করিয়া কহিল, "আপনার পরিচয় দিতে এত কুণ্ঠা কেন?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?"

ইহার পর অনুশীলা দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না। সে দারোয়ানদ্বয়ের দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মৃদু পদাঘাত করিতেই, শিক্ষিত তেজস্বী অশ্ব দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। আকাশে কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদের চন্দ্র উদিত হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে যখন সোনাপুর পল্লী-সেবক সমিতির ক্ষুদ্র চালাগৃহের নিকট উপস্থিত হইল, দেখিল সমিতির সভ্যেরা তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

পল্লী-সমিতির সেক্রেটারী যতীন চালাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অমরনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং সশ্রদ্ধস্বরে কহিল, "আমরা সকলে আপনার পথচেয়ে অপেক্ষা ক'রছি। দয়া ক'রে একবার আমাদের হিসাবটা দেখে যাবেন, আসুন।"

অমরনাথ কহিল, "আজ আর সময় হবে না, যতীন। তা'ছাড়া, তুমি যখন একটা হিসাব রাখছ, তখন সময় ও সুযোগমত

দেখলেই চলবে। হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের হাতের টাকা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে গেছে ?"

যতীন উত্তর করিল, "না না, এখনও প্রচুর আছে, অমর দা। আমরা ত আর বিরাট স্কেলে লোককে সাহায্য দিতে পারি নে! আমরা শুধু তাঁদেরই দিই, যারা একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। যাঁদের সবদিন একবেলাও অন্ন যোটে না, এমনি কয়েক ঘরকে আমরা চাল, ডাল, নুন, তেল কিনে দেবার ব্যবস্থা ক'রেছি।"

"খুব ভাল কাজ ক'রেছ" বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক জ্যোৎস্না-প্লাবিত পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিল, পরে কহিল, "আমার বাড়ীর ঝঞ্ঝাট শেষ হ'লে আমি তোমাদের সমিতিকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলব। সে জন্য যা' কিছু প্রয়োজন হবে, আমি দেব। এখন তোমরা ক্ষুদ্র হয়েই কাজ কর, ভাই। তোমাদেরও একটা অভিজ্ঞতা হোক।" এই বলিয়া সে বালকগুলির উপর একটা সস্নেহ দৃষ্টি বুলাইয়া দিয়া কহিল, "ভোম্বল কোথায় ?"

"এই যে আমি!" বলিতে বলিতে একমুখ হাসিয়া ভোম্বল অমরনাথ কিছু বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাহার পদস্পর্শ করিল।

অমরনাথ ভোম্বলের হাত দুটি ধরিয়া উঠাইয়া কহিল, "শুনলাম, তোমার খুড়োমশায় নাকি এদের সঙ্গে মিশতে নিষেধ ক'রেছেন ?"

ভোম্বল সপ্রতিভ স্বরে কহিল, "হাঁ, ক'রেছেন। ব'লেছেন, যদি আমি তাঁর কথা না শুনি, তা'হলে প্রহার ও আহার বন্ধ দুইই একসঙ্গে চলবে।" এই বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল ও একটু পরে ম্লানমুখে কহিল, "আমার বাবা নেই কি-না! আমাদের খেতে দিচ্ছেন! তা'ই খুড়োমশায় যখন তখন অমন অন্যায় আদেশ ক'রে থাকেন!

অমরনাথ বালক ভোম্বলের কথা শুনিয়া মর্মান্তিক দুঃখ পাইয়াও তাহার বলিবার ধরণ শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "অর্থাৎ তাঁর আদেশ কখনও পালিত হয় না, এই কথাই ত বলছ, ভোম্বল ?"

ভোম্বল হাসিমুখে কহিল, "খুড়োমশায়ের অন্যায় আদেশ আমি পালন করি না, অমর দা। আমাদের কবিগুরু ব'লে গেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন সম ভাবে দহে।"

যতীন কহিল, "আমাদের এই সোনাগাঁয়ে, ভোম্বলের খুড়োমশায়, মুরারী বাবুর মত নিষ্ঠুর লোক আর দ্বিতীয় নেই, অমর দা। আপনি ত মাত্র কয়েক দিন এসেছেন, কিছুদিন বাস করলেই বুঝতে পারবেন, যে ইতর পশুও স্বার্থের জন্য এতখানি নীচ হ'তে পারে না।"

অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "মুরারী ঘোষ মশায় ভোম্বলের খুড়ো ?"

ভোম্বল ম্লানস্বরে উত্তর করিল, "হঁা, অমর দা। বিধাতার কি অন্যায় অবিচার বলুন ত ? তিনি ত ইচ্ছা করলেই অন্য কারুর খুড়ো তাঁকে ক'রে দিতে পারতেন।"

সমিতির ছেলেরা সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু অমরনাথের মন বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। সে কহিল, "তা' হ'লে যতীন, আমি এখন যাই, ভাই।" ভোম্বলের দিকে ফিরিয়া কহিল, "ভোম্বল, তুমি একবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো ত ভাই, আমি কয়েকটা বিষয় জেনে নেব।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অমরনাথের অত্যধিক বিলম্ব দেখিয়া, মীরা বার বার বহির্বাটীতে আসিয়া সংবাদ লইতেছিল অমরনাথ ফিরিয়াছে

কিনা! অবশেষে তাহাদের ভৃত্যকে একটি লণ্ঠন লইয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য সে যখন পাঠাইতেছিল তখন অমরনাথ উপস্থিত হইয়া কহিল, "আজ খুব বেড়িয়ে এলাম, মীরা।"

মীরার আয়ত চক্ষুদুটি পলকহীন হইয়া, অমরনাথের মুখের উপর ন্যস্ত হইল। সে সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া ভৃত্যকে যাইবার জন্য আদেশ দিল, এবং অমরনাথের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমার যা ভাবনা হয়েছিল! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন বলুন ত?" এই বলিয়া উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া কহিল, "আপনি জামা-কাপড় ছাড়ুন। আমি এখুনি আসছি।" বলিয়া বিদ্যুদ্গতিতে সে অন্দরে চলিয়া গেল।

অমরনাথ ভ্রমণের পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

[৭]

অমরনাথের কোকো ও সান্ধ্যকালীন আহার্য বস্তুগুলি পরিবেশন করিয়া, মীরা তাহার সাম্নে উপবেশন করিল। তারপর হাসিতে হাসিতে কহিল, "আগে আমার কাজের কৈফিয়ৎ দিন, অমর দা। তারপরে আপনার বিলম্বের কৈফিয়ৎ শুনব।"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "বেশ, তা'ই হোক, ভাই।"

মীরা কহিল, "আপনার বাড়ীর বনজঙ্গল সাফ্ হয়ে গেছে। আমি মজুরদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি। তা'ছাড়া, কলকাতা থেকে ব্যানার্জ্জি কোম্পানী বাড়ীর প্ল্যান ও কোটেসন্ পাঠিয়েছেন।

অমরনাথ খুশি হইয়া কহিল, "প্ল্যানটা তোমার পছন্দ হ'য়েছে, মীরা?"

মীরা সানন্দে কহিল, "সত্যিই আমার খুব পছন্দ হ'য়েছে।"

অমরনাথ কহিল, "তবে ত আর কোন কথাই নেই। আমি আজই তাঁদের কাজ শুরু ক'রবার জন্য পত্র লিখে দেব।"

মীরা মুহূর্ত-কয়েক কোন কথা বলিতে পারিল না। সে নতদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বা-রে, আমার পছন্দ হ'লেই কাজ হবে কি-না!"

অমরনাথ কহিল, "কেন হবে না, মীরা? আমি ত দেখেছি তোমার পছন্দের মানদণ্ডের অনেকখানি নীচে আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি। সুতরাং যে-প্ল্যান তোমার সম্মতি পেয়েছে, সে-প্ল্যান আমি কি কখনও না-মঞ্জুর ক'রতে পারি?"

মীরা সবিস্ময়ে কহিল, "আর কোটেসন্?"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "প্ল্যান্ মঞ্জুর হ'লে, যাঁরা সেই প্ল্যান্ অনুযায়ী কাজ করবে, তা'দের মজুরীকেও মঞ্জুর করতে হবে, ভাই। নইলে দরাদরি ক'রে তাদের উৎসাহকে বাধা দেওয়া ছাড়া আর কি লাভ হবে?"

মীরা ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, "তা' বটে! যদি কেউ ডবল দর দেন?"

অমরনাথ কহিল, "এখানে কোন যদির প্রশ্ন নেই, ভাই। ব্যানার্জি কোম্পানীর মত ফার্মকে যদি বিশ্বাস করতে না পারা যায়, তবে কি ভাবে কাজ করানো যাবে, মীরা?"

অমরনাথের জলযোগ শেষ হইলে, মীরা প্ল্যান্‌টি অমরনাথের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। কহিল, "সত্যি দেখুন, কোন জায়গায় ভুল আছে কি-না?"

অমরনাথ প্ল্যানটির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছিলাম, অবিকল সেই ভাবেই প্ল্যানটি প্রস্তুত করেছে।" এই বলিয়া সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। তারপর কহিল, "যাক, এদিকের ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পাওয়া গেল।" বলিতে বলিতে সে ব্যানার্জি কোম্পানীর পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল ও কহিল, "আগামীকাল চেক্ পাঠিয়ে দেব আর কাজে লাগবার জন্য তাগিদ দিয়ে পত্র দেব।"

মীরা কহিল, "মাত্র তিনমাসে এই বৃহৎ ব্যাপার শেষ ক'রবেন তাঁরা ?"

অমরনাথ উত্তর করিল, "এর চেয়েও অনেক বৃহৎ ব্যাপার ওঁরা আরও অল্প সময়ে শেষ ক'রেছেন, মীরা। ওঁদের সুবিধা এই যে, ওঁরাই বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু জিনিষ সরবরাহ ক'রবেন।" এই বলিয়া সে নীরব হইল এবং পত্র ও প্ল্যানটি টেবিলের উপর রাখিয়া, মীরার দিকে ফিরিয়া কহিল, "আর কিছু নতুন সংবাদ আছে ?"

মীরার মুখভাব সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "নীলমাধব ভট্টাচার্যি মশায় তিনবার এসেছিলেন। তা' ছাড়া, তারিণী খুড়ো এসে বলে গেছেন, যে আপনি যেন অতি অবশ্য একবার তাঁর বাড়ীতে কাল সকালে গিয়ে দেখা করেন। তিনি নাকি গ্রামের সমাজপতিদের অত্যাচারে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন।"

অমরনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "তা' হ'লে আর উপায় কি, মীরা ? গ্রামে বাস ক'রে গ্রামের সকল লোকের বিরুদ্ধে চল্‌তে যাওয়াও এক রকমের গোঁয়ারতুমি। তা' সে যত ন্যায্য বিষয়ের জন্যই হোক।"

মীরা ম্লানকণ্ঠে কহিল, "এই ভাবেই পল্লীজীবন মরুভূমিতে পরিণত হ'তে চ'লেছে। পল্লীর দারিদ্র্য পল্লীর মানুষকে অমানুষ করেছে,

অমর দা। লোভ, স্বার্থ, ভণ্ডামীতে পল্লীর আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। এতটুকুও 'অকৃত্রিমতার কোন আভাস কোন স্থানেই দেখতে পাবেন না আপনি।"

অমরনাথ কহিল, "শুধু দারিদ্র্য দোষ নয়, মীরা। অশিক্ষাই এই দুর্দশার মূল। অবশ্য তুমি বলবে যে, দারিদ্র্যই অশিক্ষা এনেছে। কিন্তু আমি তা মেনে নিতে পারব 'না, ভাই। কারণ যে পিতা-মাতার মন শিক্ষার আলোকে প্রদীপ্ত হ'য়ে থাকে, তাঁরা কখনও সন্তানকে মূর্খ ক'রে রাখতে পারেন না। তাঁরা ভিক্ষা ক'রেও পুত্রকে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু পল্লীর যাঁরা পিতৃস্থানীয় তাঁরাই যদি মূর্খ হন্, অশিক্ষিত হন, তা' হ'লে তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের বিদ্যালাভ করা কিরূপে সম্ভবপর হবে,? আমার কি ইচ্ছা হয় জান?"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই সব সমাজপতিদের চাবুক মেরে সায়েস্তা করতে?"

অমরনাথ হাসিতেছিল, সে কহিল, "না,ভাই। ওপথে তেমন কাজ হবে না। তবে এখন থেকে যদি পল্লীর ইতর-ভদ্র জনসাধারণের মনে এই দৃঢ়ভাব ফুটিয়ে তোলা যায় যে, তাদের দুঃখ, তাদের অন্নাভাব, তাদের পশুর মত জীবন যাপন সম্ভব হ'য়েছে, শুধু তারা অশিক্ষিত এই একমাত্র কারণে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের লেখাপড়া শেখবার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, তবে একদিন না একদিন পল্লীর মুখে আবার সোনার হাসি ফুটে উঠ্‌বে।" বলিতে বলিতে অমরনাথের মুখে এক অনবদ্য আভা ফুটিয়া উঠিল। সে বাতায়নপথে জ্যোৎস্নালোকিত পল্লী প্রকৃতির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে কহিল,

আমার জীবনের ব্রত, আমার স্বপ্ন, আমার সাধ—আদর্শ পল্লীগ্রাম গড়ে তুলি। এমন এক মহান পল্লী গড়ে তুলি যেখানে হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি থাকবে না, অন্নাভাব থাকবে না, অশিক্ষিত কেউ থাকবে না—যেখানে মানুষ অল্পে পরিতুষ্ট হবে, যেখানে মুখের হাসি কখনও হৃদয়ের বিষে কালো হবে না—যেখানে কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী সরল মনে পরস্পরের শুভ কামনায় মুখরিত থাকবে"—বলিতে বলিতে অমরনাথ নীরব হইল ও ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে পল্লীর জ্যোৎস্না-হাসিত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

সমুজ্জল জ্যোৎস্নালোকে মুগ্ধ হইয়া একটি পাখী মধুর স্বরে 'চোখ গেল, চোখ গেল' রবে গান গাহিতেছিল, পাখীর করুণ ও মধুর স্বর অমরের বক্ষে অপূর্ব শিহরণ তুলিতেছিল। মীরা অমরনাথের ভাবমুগ্ধ মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে কহিল, "তেমন পল্লী গঠনের পক্ষে আপনার বাধা কোথায়, অমর দা?"

অমরনাথের কর্ণে মীরার উক্তি প্রবেশ করিল না। সে কিছু সময় নীরবে বসিয়া থাকিয়া কহিল, "এই স্বপ্নের মোহেই এলাহাবাদের সবকিছু আকর্ষণ নিঃশেষ করে এখানে ফিরে এসেছি, ভাই। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বর জানেন, আমার সে স্বপ্ন কোন দিন সফল হবে কি না। এখানে এসে যতটুকু দেখছি আমার সারা মন বেদনায় অত্যুগ্র অনুভূতিতে ভরে উঠেছে। পল্লীর নিরক্ষরতা, পল্লীর সমুদ্র-প্রমাণ অকথ্য দারিদ্র্য দূর ক'রতে হ'লে আমার মত ব্যক্তির একার সাধ্য ত হবে না, আমার মত আর-একজন স্বপ্নবিলাসীকে যদি পেতাম, তা'হ'লে হয় তো আমার এই সাধ পূর্ণ হ'ত।"

মীরা হাসিমুখে কহিল, "আপনি ভুল ধারণা ক'রেছেন অমর দা। মানুষ কখনও মানুষের প্রারব্ধের বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

আপনি পথ দেখিয়ে দিন। আপনি শুধু পথ-প্রদর্শক হন, তা' হ'লেই হবে। আপনার প্রদর্শিত পথে আজ যদি সর্বসাধারণকে না পান, ক্ষতি কি? দু'পাঁচজনও তো আপনাকে অনুসরণ ক'রবে! তা' ছাড়া পথ যদি সৎ হয়, পথ যদি অকৃত্রিম হয়, পথের শেষে যদি মানুষের কাম্য-দেবতা অধিষ্ঠান করেন, তা' হলে দেখবেন, হোক্ ধীরে ধীরে অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র মানব-সমাজ আপনাকে অনুসরণ ক'রতে আরম্ভ ক'রেছে।"

অমরনাথ চিন্তিত হইয়া কহিল, "আশ্চর্য। তুমি কি এমন গভীর ভাবে চিন্তা কর, মীরা?"

মীরার কণ্ঠস্বর সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে কহিল, "বাপির পায়ের নিকট ব'সে যা'-কিছু আমার শিক্ষা, অমরদা। বাপি এই গ্রামকে কিরূপ ভালবাসতেন, পল্লীর দুঃখ-দারিদ্র্যের ব্যথায় তাঁর মুখে যে অবর্ণনীয় আভাস ফুটে উঠ্‌ত, তা' চোখে না দেখ্‌লে বোঝান যাবে না। আমি বাপির কাছ থেকেই পল্লীর নিদারুণ হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি সত্ত্বেও, পল্লীকে ভালবাসতে শিখেছি। আমরা তাই এখান থেকে আমাদের সহরের বাড়িতে যাবার সব রকমের সুযোগ-সুবিধা থাকৃতেও যেতে পারি নি।"

অমরনাথ বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ক'লকাতার বাড়ীতে কে থাকেন, মীরা?"

মীরা সলজ্জ-কণ্ঠে কহিল, "ভাড়া দেওয়া আছে, অমর দা। মাত্র, ত্রিতলের অংশটা খালি রেখেছি। মা যখন সেখানে গঙ্গাস্নান ক'রতে যান, তখন আমরা ত্রিতলে বাস করি।"

অমরনাথ কহিল, "আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা করব

মীরা। যদি সফল হই, আমার সব কিছু চাওয়া-পাওয়া সার্থক হবে। আর যদি ব্যর্থ হই, তবে·········”এই অবধি বলিয়া সহসা সে নীরব হইল।

একজন পরিচারিকা অমরনাথের জন্য এক বাটী গরম দুধ লইয়া উপস্থিত হইল। মীরা সসব্যস্তে দুধের বাটী হাতে লইয়া অমরনাথকে কহিল, “কথায় কথায় একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। নিন, কোন আপত্তি আমি শুনব না।”

অমরনাথ স্নেহার্ত দৃষ্টিতে মীরার দিকে একবার চাহিয়া বিনাবাক্যে দুধের বাটীটা নিঃশেষ করিয়া পরিচারিকার হস্তে ফিরাইয়া দিল। পরিচারিকা বাহির হইয়া গেলে, মীরা কহিল, ‘এইবার আপনার দেরীর কৈফিয়ৎ দিন, অমর দা।”

অমরনাথ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, “আজ এক বাঘিনীর সঙ্গে দেখা হ’য়েছিল, ভাই। তাই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে দেরী হ’য়ে গেল।”

মীরার আয়ত ভ্রূ দু’টি কুঞ্চিত হইয়া গেল। সে মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “বুঝলাম না ত!”

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে তাহার সহিত জমিদারকন্যা কুমারী অনুশীলার সাক্ষাতের কাহিনী বর্ণনা করিল। মীরা নীরবে শুনিয়া গেল। কিছু সময় সে কোন কথা বলিতে পারিল না। অমরনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, “একি, কি ভাবছ, মীরা?”

মীরা কহিল, “আপনি পরিচয় দিলেন না কেন?”

অমরনাথ সহাস্যে কহিল, “কি হবে পরিচয় দিয়ে, ভাই? যার সঙ্গে দ্বিতীয় আলাপের চিন্তাতেও মন সঙ্কুচিত হ’য়ে ওঠে, তার সঙ্গে পরিচয় না [illegible] কি [illegible] নয়?”

মীরার মুখে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি অনুশীলা দেবীকে ভয় করেন, না?"

"ভয়!" অমরনাথ সশব্দে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে কহিল, "একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন, মানুষের কাউকে ভয় ক'রবার কোন হেতুই নেই, ভাই। আমি অনুশীলা দেবীকে ভয় করি না।"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তবে পরিচয় দিতে এত আপত্তি কেন, অমর দা?"

অমরনাথ কহিল "মানুষের স্বভাব, মানুষের মন, ধর্ম ই হচ্ছে এই যে, সে জীবনে এমন কতকগুলি লোকের দেখা পায়, যাদের দেখে সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, তাদের সঙ্গে সর্বদা দেখা ক'রবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে। আবার অন্য ক্ষেত্রে এমন অনেক লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়, যাদের সে পরিহার ক'রে চলতে চায়। তুমি মনে করো না কেন, এক্ষেত্রে তোমাদের অনুশীলা দেবীও শেষের দলের একজন?"

মীরা মধুর শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "মানুষের মন অনেক সময় মানুষকে ভুল পথেও চালিত করে, অমর দা। মানুষের সে ভুল যখন ভাঙ্গে, তখন অনুশোচনারও আর অন্ত থাকে না। আমার ভয় হয়, পাছে আপনাকেও না শেষে........."

অমরনাথের হাসির শব্দে, মীরার কথা বন্ধ হইয়া গেল। অমরনাথের হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে সে কহিল, "আমাকেও অনুতাপ ক'রতে হবে! কেমন, তাই না মীরা? কিন্তু ভয় নেই, বোন, তোমার অমর দা'রমন তাকে এমন সহজে প্রতারিত করে না।"

মীরার মন অকারণে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আমার অভিযোগের জন্য আমাকে মার্জনা করুন।

অমরনাথ বিস্মিত হইল। সে কহিল, "মার্জনা কেন, ভাই? এমন তুচ্ছ কথায় যদি মার্জনা চাইতে হয়, তা' হ'লে যে আমাদের চলার পথ কণ্টকিত হ'য়ে উঠ্‌বে, মীরা।"

"আমাদের চলার পথ!" মীরা আপনার অজ্ঞাতসারে চমকিত হইল। সে কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না।

এমন সময়ে তারিণী বাবু দ্বারের বাহির হইতে কহিলেন, "অমরনাথ আছ?"

অমরনাথ ও মীরা উভয়ে যুগপৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ কহিল, "হাঁ, আছি, খুড়ো মশায়। আসুন।"

তারিণী বাবু কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিলেন। মীরা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(৮)

তারিণী বাবু উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে হু'বার এসেছিলাম, বাবা। শুন্‌লাম তুমি বেড়াতে গিয়েছ। তাই আবার এখন এসে তোমাকে বিরক্ত ক'রতে বাধ্য হ'লাম।"

অমরনাথ কহিল, "বিরক্ত কেন হব, খুড়ো মশায়? আপনি যে দয়া ক'রে বারবার এসেছেন, সে জন্য আমি অনুগৃহীত।"

"আচ্ছা, ও কথা থাক্, বাবা। এখন শোন, যে জন্য আমি তোমার কাছে এসেছি।" তারিণী বাবু মুহূর্ত্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পরে বলিতে লাগিলেন, "সমাজপতিরা আমার ওপর একেবারে আগুন হ'য়ে উঠেছেন, অমরনাথ। তাঁরা সকলে আজ একবাক্যে আমাকে জানিয়েছেন, যে আমি যদি তাঁদের নিমন্ত্রণ না করি,

তাঁদের নির্দেশমত না চলি, তা' হ'লে তাঁরা আমাকে একঘরে ক'রবেন। আমার গ্রামে বাস করা সবরকমেই অসম্ভব ক'রে তুলবেন।"

অমরনাথ গম্ভীর মুখে কহিল, "গ্রামে বাস করা অসম্ভব ক'রে তুলবেন! তার অর্থ, খুড়ো মশায়?"

তারিণী বাবু কহিলেন, "তার অর্থ অনেক রকম হ'তে পারে, বাবা। এমন কি, গভীর রাত্রে যখন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাক্‌ব, তখন ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়াও ওঁদের পক্ষে এতটুকু হীন কাজ ব'লে বিবেচিত হবে না।"

অমরনাথ শিহরিয়া উঠিল। সে কহিল, "কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াও ত সহ্য ক'রতে হবে তাঁদের?"

তারিণী বাবুর মুখে ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'ভবিষ্যৎ ভেবে কি এঁরা কাজ করেন, বাবা? ঝোঁকের মাথায় এমন সব গর্হিত কাজ ক'রে বসেন যে, আজীবন তার জন্য শাস্তি ভোগ করবেন, তবু মুহূর্তের জন্যও ফলাফল ভেবে দেখবেন না।"

অমরনাথ কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "এই গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি এ সব সমাজপতিদের মতাবলম্বী?"

তারিণী বাবু কহিলেন, "তা'ও কি কখনও সম্ভব, অমরনাথ? যুবকেরা, বালকেরা, এমন কি তরুণী মেয়েরাও সকলে নবযুগধর্মী। তারা আমাকে সমর্থন ক'রেছে। কিন্তু অমরনাথ, বাড়ীর কর্তারা যদি আমার বিপক্ষে দাঁড়ান, তবে ঐ সব ছেলে-মেয়েরা কি ভাবে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে পারে, বাবা?"

অমরনাথের মুখভাব সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি ঠিক জানেন, ছেলেরা নবযুগধর্মী?"

"হাঁ, অমরনাথ।" তারিণী বাবু কণ্ঠস্বর এক পর্দায় নীচু করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই যে মুরারী ঘোষ, আমাদের কায়স্থ-সমাজের তথাকথিত সমাজপতি এবং নীলমাধব ভট্টাচার্যি ব্রাহ্মণ-সমাজের শিরোমণি, ওঁদের ছেলেরাই আজ বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে ব'লে গেছে, যে তারা, যদি তাদের অমর দা' আদেশ করেন, হাড়ি-মুচি-চণ্ডালের সঙ্গে ব'সে খেতে পারে।"

অমরনাথের চক্ষু দু'টি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ভোম্বল একথা ব'লেছে ?"

"হাঁ, বাবা। কিন্তু ভোম্বল বা ভটচায্যির ছেলে অন্নদার মত বালকের কথার মূল্য কি, অমরনাথ ? আমার দু'টি কুমারী মেয়ে আছে, ত'দের বিয়ে দিতে হবে। এই সমস্যাই আমাকে অত্যন্ত ভাবিত ক'রে তুলেছে।" এই বলিয়া তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অমরনাথ কহিল, "আমি স্বয়ং দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে পারি, খুড়ো মশায়। যদি কোন অপরাধ হয়, তবে আমি শাস্তিও নিতে পারি। আপনি কি আমার সর্তে সম্মত হবেন ?"

তারিণী বাবু যেন অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন। তিনি কহিলেন, "আমি তোমার যে-কোন সর্তে রাজী হব, অমরনাথ—যদি আমার স্বর্গত মা'র ইচ্ছা তাতে পূর্ণ হয়। মা-আমার ম'রবার সময় আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন, যেন তাঁর শ্রাদ্ধে গ্রামের তথাকথিত সমাজপতিদের মত চরিত্রহীন, স্বেচ্ছাচারী, ভ্রষ্টাচারী লোকগুলিকে না খাওয়াই। পরিবর্তে সমাজের, গ্রামের যারা মেরুদণ্ড, যারা অর্ধাহারে, অনাহারে দিনের পর দিন মৃত্যুমুখে এগিয়ে চলেছে, যারা মুখ তুলে একটা অভিযোগের বাণী উচ্চারণ ক'রতে

পারে না, সেই সব লোককে আমি যেন পেটপূরে খাওয়াই। তা' হ'লেই তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে, তাঁর স্বর্গলাভ হবে।"

অমরনাথের মন শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে অপরিচিতা বৃদ্ধার পদতলে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। সে কিছু সময় নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা, এমন যদি হয়, যে আপনি গ্রামের সমাজপতিদেরও আবাহন জানালেন এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়কেও নিমন্ত্রণ ক'রলেন, তা'হ'লে ত আর সমাজপতিদের কোন আপত্তি থাকবে না!"

তারিণী বাবু কহিলেন, "না, থাকবে না। কিন্তু তা'তে মার ইচ্ছার কি ব্যতিক্রম হবে না?"

অমরনাথ হাসিমুখে কহিল, "না, হবে না। আমি এমনভাবে সবকিছু বন্দোবস্ত ক'রে দেব, যা দেখে আপনার স্বর্গত জননীর আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ ক'রবেন। কবে শ্রাদ্ধের দিন?"

"আগামী মাসের দশ তারিখে, বাবা।" তারিণী বাবু মুহূর্ত-কয়েক চিন্তামগ্ন থাকিয়া কহিলেন, "যাক্, খরচটা একটু বেশী হবে। তা' হোক। তা' হলে আমি সকলকে নিমন্ত্রণ করি-গে, অমরনাথ?"

"হাঁ, করুন। কাজের দিন আমি উপস্থিত থেকে, সব কিছু দেখাশুনা ক'রে আসব।" অমরনাথ মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "অবশ্য আপনি যদি মনে কিছু না করেন, তা'হ'লে আপনার অভাব মত অর্থ আমার কাছ থেকে নিতে পারেন, খুড়ো মশায়।"

তারিণী বাবুর চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন, বেঁচে থাক বাবা, দীর্ঘজীবী হও। না বাবা, তোমার বাপ-মা'র আশীর্বাদে আমার কোন অভাবই হবে না। আমি যথাসাধ্য আয়োজন ক'রতে কোন ত্রুটী ক'রব

না।" এই বলিয়া তিনি উঠিযা দাঁড়াইলেন এবং বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তারিণী বাবু বাহির হইয়া যাইবার পরমুহূর্তে, মীরা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "দেখছি, আপনি বিবাদ ছাড়া থাকতে পারেন না। মাত্র সন্ধ্যার সময রীতিমত একটা দাঙ্গা ক'রে এসেছেন। এরই মধ্যে আবার একটা বিরাট দাঙ্গার দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিতে একটুও বাধ্‌ল না, আশ্চর্য!"

অমরনাথ হাসিতেছিল, সে কহিল, "মানুষের কর্মজীবনকে জীবন-যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হ'য়েছে। মানুষ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য প্রতি মুহূর্তে কোন না কোন প্রকারে যুদ্ধ ক'রে চ'লেছে!"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা রাখুন। আপনি ত সোনাগাঁয়ের সমাজপতিদের জানেন না! এঁরা পারেন না, এমন হীন কাজ বিধাতার রাজ্যে এখনও সৃষ্টি হয় নি। এঁরা জানেন না, এমন হীন কৌশলও আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি। এঁরা যার ওপর সন্তুষ্ট থাকেন, তার যমের ভয়ও থাকে না, আবার যার ওপর নিদয় হন, তাকে স্বযং বিধাতাও রক্ষা ক'রতে পারেন না।"

অমরনাথের মুখভাব সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "ঐ সব অনাচারী, চরিত্রহীন তথাকথিত সমাজপতিদের জঘন্য অত্যাচারেই আজ পল্লীগ্রাম শ্মশান হ'য়ে উঠেছে। আজ এমন সব সমাজ-সংস্কারকদের প্রয়োজন, যাঁরা নির্ভীক মনে, লৌহ-কঠিন হস্তে সমাজের সকল আবর্জনা সাফ্‌ ক'রে ফেলবেন। আজ জাতিভেদ, জাতিবিচার যুগোপযোগী ক'রে সংস্কৃত ক'রতে হবে। আজ সমাজপতিরূপ অমানুষদের চোখ-রাঙানীর ভয়ে ভীত হবার সময় আর নেই, ভাই।

এই লৌহ-যুগে মানুষ যদি লৌহমনা হ'তে না পারে, তবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।"

মীরা কহিল, "আপনি কি সারা জীবন এমনি ভাবে বিবাদ ক'রেই চ'লবেন ?"

"সারাজীবন !" সারা জীবনের মেয়াদ কতটুকু, তুমি কি জোর ক'রে বল্‌তে পার, মীরা ? মৃত্যু নির্মম, নির্ভীক, অপরাজেয়। মৃত্যু মানুষকে যে-কোন মুহূর্তে গ্রাস ক'রতে পারে। মৃত্যুর মত নিশ্চিত বস্তু আর কি আছে, ভাই ? সুতরাং মানুষ যদি দিবারাত্র স্মরণ রাখে, তাকে ম'রতে হবে, তা'হ'লে সে মৃত্যুর মতই, নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক হ'তে পারে।" সে মীরার আনত মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিল, "মীরা ?"

"বলুন।" মীরা কহিল।

অমরনাথ ধীর অথচ গম্ভীরস্বরে কহিল, "আমি একবার নেড়ে-চেড়ে দেখতে চাই, ভাই। আমি যদি একটি গ্রামকেও আমার আদর্শ মত গ'ড়ে যেতে পারি, তা' হ'লে আমার জীবন সার্থক হবে, বোন। আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। গ্রামে উপস্থিত হ'তে না হ'তেই, দয়াময় মদনমোহন আমার সে কামনা বহুলাংশে পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন্। আমি এ সুযোগ ছাড়ব না, মীরা। আমি পল্লী- সমাজকে এমন এক নির্মম আঘাত দিতে চাই, যা' বজ্রের মত সর্বাঙ্গ চূর্ণ ক'রে দেবে। সমাজপতিরা সমাজ-দেহে ওষুধ দেবার জায়গা খুঁজে পাবেন না।"

মীরার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "পল্লী-সমাজের শতাব্দী-সঞ্চিত পাপের বোঝার উপর কত শত বজ্রের আঘাত যে প্রয়োজন, তা' আপনার ধারণা নেই, অমর দা'। তবে আপনি যদি এমন এক নিদারুণ অগ্নিময় আঘাত হানতে পারেন যে,

সমাজের প্রতিটি অঙ্গকে পুড়িয়ে কালো ক'রে দেবে, তা' হ'লে বলা যায় না. কিছু কাজ হ'তেও পারে। কিন্তু আমি ত ভেবে পাই না, তেমন কিছু হতে পারে কি না!"

অমরনাথ কহিল, "কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত আমারও ধারণা ছিল না, ভাই। সহসা আমি আলো দেখতে পেয়েছি। দয়া করে আমাকে কোন অনুরোধ করো না, মীরা। আমি এখন কিছুতেই আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রতে পারব না। পারব না এই হেতুতে নয় যে তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। পারব না, শুধু এই হেতুতে যে, আমার ভবিষ্যৎ বজ্রাঘাতের রূপ এখন পর্যন্ত পূর্ণতা লাভ করে নি।"

মীরা কহিল, "বেশ, আমিও আপনাকে পীড়ন ক'রব না। কিন্তু আর নয়, অমরদা। আপনি আসুন, রাত্রের আহার শেষ ক'রে নেবেন। মা অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছেন।"

অমরনাথ ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "চল, ভাই।"

[৯]

কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ব্যানার্জি কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতি বহুলোক আসিয়া অমরনাথের পৈতৃক বাসস্থান সুসংস্কৃত করিবার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা তিন মাসের বহু পূর্বেই প্ল্যান্ অনুযায়ী কার্য সমাধা করিবার জন্য, বহুসংখ্যক মজুর নিযুক্ত করিয়াছে। আগামী কল্য তারিণী বাবুর মা'র শ্রাদ্ধে সোনাগ্রামের ইতর-ভদ্র সকল নর-নারী-শিশু নিমন্ত্রিত হইয়াছে। সমাজপতিরা আত্মগর্বে

স্ফীত হইয়া আপনাদের ভিতর প্রতিদিন সভা করিয়া, তাঁহারা যে সমাজের মেরুদণ্ড, তাঁহাদের যে উপেক্ষা করিয়া চলিবার সাধ্য কাহারো নাই, এই বিষয়টি তারস্বরে বারবার প্রচার করিতেছেন।

সেদিন প্রভাতে অমরনাথ চা ও জলযোগপর্ব শেষ করিতেছিল, এমন সময়ে তাম্রপুর জমিদারের বাড়ী হইতে রায় বাহাদুরের একজন কর্মচারী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অমরনাথের দর্শনপ্রার্থী হইলে, অমরনাথের কক্ষ হইতে মীরা বাহির হইয়া গেল।

রায় বাহাদুর ইতিপূর্বে দারোয়ান পাঠাইয়া একাধিক বার অমরনাথকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই কাজের ঝঞ্চাটে তাহার আর যাওয়া হয় নাই।

জমিদারের কর্মচারী অমরনাথকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "হুজুর আজ একবার বিশেষ ক'রে আপনাকে যাবার জন্য অনুরোধ ক'রেছেন। আপনি যদি আদেশ করেন তা'হ'লে গাড়ী, কি পাল্‌কী অথবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতে পারি। বলুন, কি এবং কখন পাঠাব?"

অমরনাথ কহিল, "না, কিছুই পাঠাতে হবে না।" এই বলিয়া সে কিছু সময় গভীর চিন্তা করিল। পরে কহিল, "রায় বাহাদুরকে ব'লবেন, আজ সন্ধ্যা ছটার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌ব।"

কর্মচারী-সুলভ বিনয় সহকারে কর্মচারী কহিল, "যে আজ্ঞা, আমি হুজুরকে নিবেদন ক'রব।" এই বলিয়া আভূমিনত-প্রথায় অভিবাদন করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

মীরা কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "বার্তাবহ কি সংবাদ এনেছিলেন? দেবীর আহ্বান, অমর দা?"

অমরনাথ হাসিমুখে কহিল, "না, দেবের তলব। আমি আজ কথা দিয়েছি, যে সন্ধ্যার সময় রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রে

আস্‌ব।" এই বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল, এবং মীরার আনত মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "একবার ভাবলাম, বলি যে আপনার হুজুরকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু আমার সেই বলার দরুণ যে কিরূপ নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হবে, ভেবে নিজেই যাবার সঙ্কল্প ঘোষণা ক'রলাম। অন্যদিকে আমারও কর্তব্য ছিল বহু পূর্বেই ভদ্রলোক রায় বাহাদুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ক'রে আসা।"

মীরা কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "রায় বাহাদুর সহসা এত ভদ্র হ'লেন কোন্‌ মন্ত্রে? আমাকে ভাবিত ক'রে তুলেছে কিন্তু।"

অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "কেন? কর্মচারী পাঠিয়ে ভদ্র-ভাবে আমাকে আহ্বান ক'রেছেন, এই জন্য, মীরা?"

"না, অমরদা' না।" মীরা হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "সেদিন একটা রীতিমত দাঙ্গা ক'রে এলেন, তাঁর কন্যার বাহিনীকে বিপর্যাস্ত ক'রে ঘোরতর ভাবে তাঁকে অপমানিত ক'রে দিলেন, অথচ জমিদার রায় বাহাদুরের কোর্ট থেকে প্রতিশোধ-বাহিনী মার্চ ক'র্‌ল না, এ কি-কম বিস্ময়ের কথা, অমরদা?"

অমরনাথ হাসিতেছিল, সে কহিল, "হয় তো বাহিনী বেরিয়েছিল, কিন্তু পলাতক শত্রুর খোঁজ ক'রতে পারে নি।"

মীরা তাহার অনবদ্য আয়ত চক্ষু দু'টি ঈষৎ মুদিত করিয়া কহিল, "এরূপ অসম্ভবও গণ্ড পল্লীগ্রামে সম্ভব হবে, বিশ্বাস ক'রতে পারি নে, অমর দা। আমি যে এই পল্লীরই মেয়ে! আমি যে জানি, এখানে কি সম্ভব আর কি অসম্ভব! তাই ভাবছি, কোন্‌ সেই গোপন মন্ত্র যার শক্তিতে রায় বাহাদুর, নিজেকে এতখানি ভদ্র ও নিরীহ ক'রে ফেলেছেন?"

অমরনাথ কহিল, "তা' হ'লে আমার যাওয়া বন্ধ থাক্। যে বিষয় তোমাব মনে এমন সন্দেহের সমাবেশ করে, সে বিষয় পরিত্যাগ করাই সমীচীন হবে।"

মীরা সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "না, না, না! তাও কি আবার হয়! আপনি কথা দিয়েছেন, আপনাকে কথা খেলাপকারী আখ্যায় অভিহিত ক'রবে, আমি তা' কিছুতেই সহ্য ক'রতে পারব না।" এই বলিয়া সে একটু হাসিল এবং বাতায়ন পথে চাহিয়া কহিল, "এই যে আপনার সেনাবাহিনী আসছেন। এখন আমার পক্ষে একটু দূরে থাকাই নিরাপদ।" বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অমরনাথ কোন বাধা দিবার পূর্বেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

যতীনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, সোনাগ্রাম পল্লী-সমিতির সভ্যগণ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া, সকলে যুগপৎ অমরনাথকে প্রণাম করিল এবং বহির্বাটীর দীর্ঘ ফরাসের উপর উপবেশন করিল।

অমরনাথ সকলের মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "ভোম্বল আসে নি?"

ভোম্বল একান্তে বসিয়াছিল। সে সোল্লাসে কহিল, "এই যে আমি!"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "বেশ। অন্নদা এসেছে?

অন্নদা নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "এসেছি, অমর দা।"

"ভাল। ব'স, ভাই।" এই বলিয়া অমরনাথ, যতীনের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমাদের কারুর ত মত বদলায় নি, যতীন?"

যতীন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমরা মৃত্যুভয়জয়ী সৈনিক-দল, আমরা কখনও আদেশ অমান্য করি না।"

অমরনাথ স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কহিল, "আদেশ নয় ভাই, তোমাদের দাদার অনুরোধ।"

যতীন অমরনাথের পদস্পর্শ করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "আমরা যখন গৃহ-কর্তব্যে মন দেব, তখন দাদার দাবি আদায় ক'রে নেব। কিন্তু যখন আমরা বাইরে আমাদের মহান নেতার আদেশ পাব, তখন প্রয়োজন হ'লে প্রাণ দিতেও মুহূর্তের জন্য দ্বিধা ক'রব না, আমরা সকলেই মনেপ্রাণে আপনার আদেশ পালন ক'রতে প্রস্তুত আছি।"

অমরনাথের মন এক অপূর্ব আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে তরুণদের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া পরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "শোন, আর একবার বলি। আমাদের আগামী কালের কার্যের ফলে অনেক নির্যাতন, বিশেষভাবে পিতা অথবা অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিগণের কাছ থেকে ভোগ ক'রতে হবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পিছিয়ে যেতে চাও, আমার কোন আপত্তি অথবা কোন দুঃখ বোধ হবে না। বল, তোমরা কে কে বাইরে থাকতে চাও?"

তরুণদের মুখে দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিল, তাহারা সকলে একবাক্যে কহিল, "না, কিছুতেই না।"

অমরনাথ মুহূর্ত কয়েক বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, 'তোমাদের মত এমন কর্মীর দল আমি এখানে এসে পাব স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আমার দেহের শেষ রক্ত-বিন্দুটী পর্যন্ত এবং আমার শেষ পয়সাটী অবধি ব্যয় ক'রেও তোমাদের এমনভাবে আমি গড়ে তুলতে চাই যে, অবশিষ্ট ভারত বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে চেয়ে থাকবে এবং সশ্রদ্ধ মনে তোমাদের নেতৃত্বের অনুসরণ ক'রবে। সে দিন

আজ বহু দূরে মনে হ'লেও, আমাদের ভবিষ্যৎ আকাশ এর মধ্যেই সাফল্যের রঙীন আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে।"

অমরনাথ নীরব হইলে, যতীন কহিল, "গতকাল সন্ধ্যার সময় রায় বাহাদুর একজন কর্মচারীকে সমিতিতে পাঠিয়েছিলেন। কর্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমরা সেখানে কি করছি? আমি ব'ললাম, যে আমরা প্রাণখুলে আড্ডা দিচ্ছি। আপনি যদি দিতে চান, তবে ব'সে পড়ুন।"

তরুণের দল সশব্দে হাসিয়া উঠিল। অমরনাথের ভ্রূ দু'টি কুঞ্চিত হইয়া গেল, সে কহিল, "তারপর যতীন?"

যতীন বলিতে লাগিল, "তারপর কর্মচারী লোকটি গম্ভীরমুখে ব'ল্লে, "তোমরা যদি পল্লী-সমিতি গঠন ক'রে থাক, তা'হ'লে এবারে অন্ততপক্ষে একটি বছরের জন্য শ্রীঘর বাস করা থেকে আর পরিত্রাণ পাবে না।"

অমরনাথের মুখভাব কঠিন ভাব ধারণ করিল। সে কহিল, "তুমি কি ব'ল্লে?"

যতীন হাস্যমুখে কহিল, "আমি বল্লাম, যে জীবনে সব বিষয়েই একটু অভিজ্ঞতা অর্জন করা আবশ্যক। অতএব আপনার মধুর ভাষণের জন্য আমাদের অন্তরের অকৃত্রিম ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

অমরনাথের মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "তারপর, যতীন?"

যতীন কহিল, "তারপর তিনি কি বুঝলেন, তিনিই জানেন; দ্বিতীয় কথা না ব'লে গম্ভীরমুখে বেরিয়ে গেলেন।"

অমরনাথ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'নিশ্চয়ই সোনাগাঁয়ের হিতৈষী বন্ধু

খবরটুকু পাঠিয়েছেন। সে যা'ই হোক, আমি আজ সন্ধ্যার সময় রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাচ্ছি। যদি সমিতির কোন কথা আলোচনা তিনি করেন, তবে আমি তাঁকে বুঝিয়ে দেব।"

যতীন কহিল, "তিনি কিছুতেই বুঝবেন না, অমরদা। কিন্তু এরই মধ্যে যে কে তাঁর কাছে সমিতির কথা তুলে দিলে, বুঝতে পারছি না।"

অমরনাথ কহিল, "আমাদের কাজের ভিতর কোন গোপনতার স্থান থাকবে না, যতীন। আমরা যা' ক'রব, তা' প্রকাশ্যেই ক'রব। আমরা যা' ব'ল্‌ব, তা সকলের মুখের ওপরেই ব'ল্‌ব। কোন গোপনতা, কোন দুর্বলতা আমাদের ত্রিসীমানাতে প্রবেশ ক'রতে দেব না। সেজন্য যা' কিছু আমাদের পাওনা হবে, আমরা হাসিমুখে তা' আমাদের পুরস্কার হিসাবে গ্রহণ ক'রব।"

এমন সময়ে মীরার সহিত একজন পরিচারিকা এক ধামা গরম মুড়ি, নারিকেল কুঁচি, তেল, নুণ, লঙ্কা ও গুড় লইয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। তরুণের দল খাদ্যবস্তুগুলির দিকে চাহিয়া সহর্ষ গুঞ্জনধ্বনি করিয়া উঠিল। ভোম্বল ব্যস্তভাবে উঠিয়া পরিচারিকার হাত হইতে মুড়ির ধামা নামাইয়া লইয়া হাস্যমুখে কহিল, "এতক্ষণ ভাবছিলাম, দিদি বুঝি আমাদের ভুলে গেলেন।"

মীরা হাস্যমুখে কহিল, "তোমাদের কি আমি ভুলতে পারি, ভাই? তোমরা ধীরে ধীরে যে বাঁধনে তোমাদের দিদিকে বাঁধতে সুরু ক'রেছ, একমাত্র দয়াময় মদনমোহনই জানেন, কখনও মুক্তি পাব কিনা।"

অমরনাথ সচকিতে মীরার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মীরার অসামান্য মুখখানি এক অপূর্ব দীপ্তিতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে।

তরুণগণ কোন জাতিবিচার না করিয়া একত্রে মুড়ি খাইতে লাগিল দেখিয়া, মীরা সবিস্ময়ে কহিল, "অন্নদা, তোমার বাবা যদি দেখেন যে তুমি……"

অন্নদা একমুখ হাসিয়া বাধা দিয়া কহিল, "আজ দেখলে তেমন কিছু ভাববেন না, মীরাদি, কিন্তু কাল যখন দেখবেন, তখন হার্টফেলও করতে পারেন।"

মীরা কহিল, "তোমার কথা ত বুঝলাম না অন্নদা!"

ছেলেরা সকলে হাসিতে লাগিল। অন্নদা কহিল, "কাল আর এতটুকুও শক্ত ঠেকবেনা মীরাদি, কিন্তু আজ মার্জনা করুন, কোন কথা বলতে পারব না।"

মীরা অমরনাথের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "বেশ, তোমরা খাও ভাই, আমি তোমাদের জন্য চা নিয়ে আসি।" এই বলিয়া সে পরিচারিকার সহিত বাহির হইয়া গেল।

যতীন অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাব অমরদা।"

অমরনাথ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কোথায় যাবে, যতীন?"

যতীন দাঁতে দাঁত চাপিয়া কহিল, "শয়তান রায় বাহাদুরের বাড়ীতে। নইলে আপনাকে একা পেয়ে যদি অপমান করে বসে?"

অমরনাথের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে ধীরকণ্ঠে কহিল, "জীবিত মানুষকে কেউ অপমান করতে পারেনা, যতীন। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। তোমাদের দাদাকে অপমানিত করবার সাহস, তোমাদের রায় বাহাদুরের হবে না।"

যতীনের কানে কানে সতীশ কহিল, "অমরদাকে সেই কথা বলেছ?"

যতীন ঈষৎ চমকিত হইয়া অমরনাথকে কহিল, "গত কয়েক দিন জমিদারের দারোয়ানরা একজন গুণ্ডাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, অমরদা। তারা বল্‌লে, একজন গুণ্ডা জাতীয় ব্যক্তি সেদিন জমিদারের আদুরী মেয়ে অনুশীলা দেবীকে না কি অপমানিত করেছে, দু'জন দরোয়ানকে প্রহার করে অন্ধকারে ছুটে পালিয়েছে। সেই গুণ্ডার সংবাদ যে কেউ দিতে পারবে, তাকেই নাকি অনুশীলা দেবী একশো টাকা পুরস্কার দেবেন।"

মীরা চায়ের একটা বড় কেৎলি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে হাস্যবেগ প্রশমিত করিয়া, একবার অমরনাথের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, যতীনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "একেবারে একশো টাকা? তা'হলে গুণ্ডা ভদ্রলোকটি প্রথম শ্রেণীর নন, না যতীন?"

যতীন বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "গুণ্ডা আবার ভদ্রলোক হয় নাকি, মীরাদি?"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "হয় ভাই হয়! আমি এখনই প্রমাণ করে দিতে পারি যে, অনুশীলা দেবী যাঁকে গুণ্ডা বলে অভিহিত করেন, তিনি অনেক মহান, রায়বাহাদুরের চেয়েও ভদ্র।"

অমরনাথ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সে কহিল, "তা' হলে গুণ্ডাটার কোন সন্ধান তারা করতে পারেনি?"

যতীন চিন্তিত মুখে কহিল, "খুব সম্ভবত পারেনি, অমরদা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না যে এই গ্রামে কোন গুণ্ডা এসেছিল। তা'হলে আমাদের চোখে নিশ্চয়ই পড়ত!"

মীরা কহিল, "তোমাদের চোখে পড়েছে যতীন। তবে তোমরা চিন্‌তে পারনি।"

যতীনের মুখে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কি যে বলেন, মীরাদি! গুণ্ডা চিন্‌তে পারবনা আবার আমরা!"

মীরা চা পরিবেশন করিতেছিল, সে কহিল, "তাই মনে হয় ভাই। যেখানে চোখ দিলে আসল বস্তুকে দেখা যায়, সেখানে চোখ না দিয়ে আমরা নিজেদের প্রতারিত করি।"

অমরনাথ কহিল, "একশো টাকা পুরস্কার? সত্যি আমারই লোভ হচ্ছে।" এই বলিয়া সে তরুণগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি রাত্রি আটটার সময় সমিতি-গৃহে উপস্থিত হব। তোমরা সেখানে থাকবে, আমি সমিতির একটা কাজের প্রোগ্রাম তৈরী করেছি, তোমাদের বুঝিয়ে দেব।"

চা-পানান্তে যতীন ও অন্যান্য তরুণেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল। তারপর সকলে বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া বাতায়নপথে একবার চাহিল, পরে মীরাকে কহিল, "এই যে ভট্‌চার্যি মশায় এসেছেন। যাই অর্ধপথে ওঁর আক্রমণ রোধ করি। নইলে এখানে এসে আসন গ্রহণ করবার সুযোগ পান যদি, তা'হ'লে আজ আর কোন কাজেরই অবসর পাব না।"

অমরনাথ বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই মীরা কহিল, "বেশী দেরী করবেন না। আপনার এখনও জলযোগ হয়-নি, যেন মনে থাকে।"

অমরনাথ নীরব ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল।

[১০]

তাম্রপুরের স্বনামধন্য জমিদার রায় শ্রীযুক্ত অনাথ চৌধুরী

বাহাদুরের প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল পান করে—এইরূপ সু অথবা কু খ্যাতি সমগ্র মহকুমায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। রায় বাহাদুরের মত রাজভক্ত জীব সমগ্র জেলায় আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ রায় বাহাদুর উপাধি এবং মহকুমার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ. হইয়াছিল। রায় বাহাদুর এরূপ খোসামোদপ্রিয় এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন যে, মোসাহেবগণের দ্বারা সর্বক্ষণ বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন এবং মোসাহেবগণের বহু ক্ষেত্রেই অলীক অভিযোগে নিরীহ ও নির্দোষ ব্যক্তিগণের উপর অত্যাচার করিতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিতেন না। ফলে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কোন ভদ্রলোকই সাধ্যমতে তাঁর ত্রিসীমানাতেও আসিতেন না।

সে দিন অপরাহ্ন পাঁচটার সময় দিবা নিদ্রার পর অন্দরমহল হইতে তিনি বহির্মহলে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন একমাত্র সন্তান কন্যা কুমারী অনুশীলা পিতার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, গুণ্ডাটার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি বাপি ?"

রায় বাহাদুর গম্ভীর মুখে কহিলেন, "না। আমায় মনে হয় সে ভয়ে এখান থেকে পালিয়েছে।"

অনুশীলা মুখভাব গম্ভীর করিয়া কহিল, 'উঁহু', তার মত দুঃসাহসী, শক্তিমান যুবক ভয়ে কখনও পালাতে পারে না, বাপি। আমার মনে হয় আমাদের কর্মচারীরা ভালভাবে অনুসন্ধান করছে না।"

রায় বাহাদুরের অহমিকায় আঘাত লাগিল। তিনি কন্যার মুখের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন, "এমন শক্তিমান কেহ আছে নাকি, যে অজ্ঞাতে ভুলক্রমে রায় বাহাদুর অনাথ চৌধুরীর

কন্যার অপমান ক'রে, পরে পরিচয় জানতে পেরে প্রাণভয়ে পালায় না? তা' ছাড়া, আমার কর্মচারীরা আমার আদেশ যথাযথ পালন করে না, এত বড়ো সাহস তাদের হবে, এমন কথা যদি অন্য কেউ বলত, তাহলে..........."

আদরিণী কন্যা পিতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া পিতার একখানি হাত আপন দুই হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, "তুমি বড়ো রাগ করেছ, বাপি। আমি বুঝি তাই বললাম? আমি বললাম যে......"

বাধা দিয়া রায় বাহাদুর মৃদু হাস্য করিলেন। তিনি কহিলেন "আরে বুড়ি, তোর বাপির দাপটে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়, শুনিস নি? বেশ, আমি পুরস্কারের অঙ্ক ডবল ক'রে দেবার জন্য আদেশ দেব। যে সেই গুণ্ডাটার সংবাদ জানাবে, অথবা গ্রেপ্তার ক'রে এখানে আনবে তাকেই আমি দু'শো টাকা পুরস্কার দেব। কেমন, এইবার খুসি হয়েছিস তো, বুড়ি?"

অনুশীলা কহিল, "আচ্ছা বাপি, আজ তোমার কাছে কে একজন খুব ধনবান লোক আসবেন না?"

রায় বাহাদুর হাস্যমুখে কহিলেন, "দেখচি আমার বুড়ির কাছে কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। হাঁ, মা, সোনাপুরের দাশরথি মিত্রের ছেলে অমরনাথ মাতুলের কুবের সম্পদের অধিকারী হয়ে ফিরে এসেছে। শুনছি যে ছোকরা খুব দানধ্যান আরম্ভ করেছে। তাই একবার তাকে যাচাই করে দেখবার জন্য তলব ক'রে পাঠিয়েছি।"

তরুণী অনুশীলা মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিয়া কহিল, "ভদ্রলোকের তো একটু খাতির যত্ন করা প্রয়োজন, বাপি!"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "তোর রায় বাহাদুর বাপির সঙ্গে আলাপ করবার এমন সুযোগ পাওয়টাই কি কম সম্মানের ব্যাপার, বুড়ি ?"

অনুশীলা মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "ও কথা তোমার কোন অধীন প্রজার পক্ষে খাটে। কিন্তু কুবেরের মত ধনী যুবক, নিশ্চয়ই শিক্ষিতও, তাঁকে একটু বেশী আদর যত্ন দেখালে কি হ'ত না বাপি ?"

রায় বাহাদুর কন্যার ইঙ্গিত বুঝিলেন। তিনি আকণ্ঠ ঋণে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঋণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য যে-কোন উপায়ে, তা' সত্যই হোক, আর অসত্যই হোক অর্থ উপার্জনের চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না। তিনি মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "অমরনাথও আমার প্রজা। তা'হলেও তোমার যুক্তিতে সারবস্তু আছে, মা, তুমি আমার বিদুষী মেয়ে, তুমিই অমরনাথের আদর আপ্যায়নের ভার নাও। পারবে ত, বুড়ি ?"

অনুশীলা কহিল, "তুমি যদি আদেশ করো, বাপি, তা' হ'লে আর পারব না, আমি ? বেশ, কখন তিনি আসবেন ?"

"ছটার সময় আসবে জানিয়েছে। কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস বুড়ি, যে সে আমাদের প্রজা, সুতরাং তোর বাপির সম্মান ক্ষুণ্ণ না হয়, এমন ভাবে তার সঙ্গে মেলামেশা করা সমীচীন হবে।"

অনুশীলা হাস্যমুখে কহিল, "আমি কি তোমার তেমনি মূর্খ মেয়ে, বাপি ? আমি কি জানি না, আমার রায় বাহাদুর পিতার অভ্রভেদী সম্মানের পরিধি কতখানি !" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বাহির হইয়া যাইবার পূর্বে আবার কহিল, "আমি

এখন যাই, বাপি। ভদ্রলোকের জন্য খাবার তৈরী করবার কথা বলি গে।"

কন্যা বাহির হইয়া যাইবার পরে, রায় বাহাদুর বহির্মহলে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ষ্টেট ম্যানেজারকে আহ্বান করিলেন।

অল্প সময় পরে ম্যানেজার সুরেশবাবু রায় বাহাদুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রভুকে অভিবাদন করিলেন। রায় বাহাদুর কহিলেন, "সোনাগাঁ থেকে মুরারী ঘোষ অথবা নীলমনি ভটচাজ্ এসেছিল?"

ম্যানেজার সুরেশবাবু কহিলেন, "মুরারীবাবু এসেছিলেন দুপুরে। তিনি বল্লেন যে, তারিণীবাবুর মাতৃশ্রাদ্ধে যেটুকু গণ্ডগোল বাধবার উপক্রম করেছিল, তা বন্ধ হয়ে গেছে।"

রায় বাহাদুর ভ্রু কুঞ্চিত দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তারিণীর মত জেদি মানুষ, নিজের মত পরিবর্তন করেছে, বলছ?"

"হাঁ হুজুর। শুনলাম, সোনাগাঁয়ের সমাজপতিরা একবাক্যে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি যদি মত পরিবর্তন না করেন, তা'হলে তাঁকে একঘরে করা হবে, এবং তাঁর সঙ্গে আর কোন সংস্রবই থাকবে না।"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "আর অমনি তারিণী মত বদলে ফেল্লে? পাগল হয়েছ তুমি, সুরেশ। তোমরা তারিণীকে চেননা, নইলে বুঝতে পারতে, সে মরে যাবে, তবু নিজের জেদ ছাড়বে না।"

এমন সময়ে একজন কর্মচারী কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া কহিল, "অমরনাথবাবু দেখা করতে এসেছেন, হুজুর।"

রায় বাহাদুর সোৎসাহে কহিলেন, "এসেছে? আচ্ছা, এখানে পাঠিয়ে দাও।" এই বলিয়া তিনি ম্যানেজারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা তুমি এখন যাও, সুরেশ। যদি সোনাগাঁয়ের অন্য কোন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তা'হলে তা'কে অপেক্ষা করতে বল্‌বে। যাও।"

ম্যানেজার সুরেশবাবু অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ রায় বাহাদুরের কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল।

রায় বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, "বস অমরনাথ।"

অমরনাথ জমিদারকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিল এবং নীরবে রায় বাহাদুরকে দেখিতে লাগিল।

রায় বাহাদুর হাতের ফাইলটি একদিকে সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন, "তোমার বাবা আমাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতেন, অমর। তাই যখন শুন্‌লাম, তুমি মাতুলালয় থেকে দেশে বাস করবার জন্য এসেছ, তখন একবার তোমাকে দেখবার জন্য ইচ্ছা হ'ল। সে যাই হোক, এখন তুমি কর কি, অমরনাথ?"

অমরনাথ ধীর অথচ সহজ স্বরে কহিল, "বর্তমানে কিছুই করি না, তবে এমন আলস্যের মধ্যে বেশী দিন যে থাকতে পারব, তেমন বিশ্বাসও আমার নেই।"

রায় বাহাদুর একটু উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "শুন্‌লাম, তুমি নাকি মাল্টি-মিলিওনেয়ার হয়ে বসেছ? লোকের গুজব কথায় আমি বিশ্বাস করি না, তাই তোমার মুখে শুন্‌তে চাই, তা' কি সত্য, অমরনাথ?"

অমরনাথের মুখে একটু মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "গুজব অনেক কিই রটে, তা কিছু বিশ্বাস করা যায়, রায় বাহাদুর?"

রায় বাহাদুর হাস্যমুখে কহিলেন, "বিশ্বাস করি না বলেই ত তোমাকে আহ্বান করেছি, অমরনাথ। আমি তোমার মুখেই সত্য কথা শুন্‌তে চাই।"

অমরনাথের মন বিরক্তিতে ছাইয়া গেল। সে মনোভাব গোপন করিয়া কহিল, "আমাকে মার্জনা করুন, রায় বাহাদুর, আপনার প্রশ্নের উত্তর না দিতে হলেই আমি খুশি হব।"

রায় বাহাদুরের জমিদারী মেজাজ তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি মুহূর্তকয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমরনাথের আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, যাক ওকথা, কারণ তোমার উত্তর আমি পেয়েছি, অমরনাথ।" ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পরে কহিলেন, "শুন্‌লাম, কলকাতার ব্যানার্জি কোম্পানী নাকি তোমার পৈতৃক বাড়ী সংস্কৃত করছে, সত্য, অমরনাথ?"

অমরনাথ কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

রায় বাহাদুর এইবার কি বলিবেন ভাবিতে লাগিলেন। কিছু সময় পরে সহসা কহিলেন, "তারিণীবাবুর মা'র শ্রাদ্ধে নিশ্চয়ই নিমন্ত্রিত হয়েছ?"

অমরনাথ কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"গোলযোগ মিট্‌ল কিসে?" রায় বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন।

অমরনাথ কহিল, "আমি কিছুই অবগত নই, রায় বাহাদুর।"

রায় বাহাদুর উত্তর শুনিয়া খুসি হইলেন, কারণ তিনি বুঝিলেন যে অমরনাথ সামাজিক ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই। তিনি কিছু সময় অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুমি কি এখন কিছুদিন গ্রামেই বাস করবে?"

অমরনাথ প্রশ্ন শুনিয়া মনে মনে বিরক্তি বোধ করিল, সে প্রকাশ্যে কহিল, "গ্রামে বাস করবার জন্যই তো এসেছি, !"

রায় বাহাদুর সহসা হাসিয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন, "ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর হ'ল না, অমরনাথ। আমি জানতে চেয়েছিলাম, তুমি কি বেকার জীবন যাপন করবে ?"

অমরনাথ ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "কি ভাবে জীবন যাপন করব, এখনও পর্যন্ত কোন কিছু প্রোগ্রাম স্থির করতে পারি নি। তবে বেকার জীবনকে আমি যেমন ঘৃণা করি তেমনি ঘৃণা করি কাপুরুষের নির্বিরোধী তথাকথিত শান্তিময় জীবন যাপনকে।"

রায় বাহাদুর খুসি হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "একটা বিষয়ে তোমাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া আমার পবিত্র কর্তব্য ব'লে বিবেচনা করি, অমরনাথ। আমি শুনলাম, তুমি কোন প্রার্থীকে বিমুখ কর না। কিন্তু এই সব গ্রামে এমন সব লোক আছে, যারা তোমার কাছে এমন সব কাজের জন্য টাকার সাহায্য চাইবে যা আইনের দৃষ্টিতে গর্হিত ও বেআইনী দান বলে সাব্যস্ত হবে। সেখানে তুমি বিপদে পড়বে। তুমি হয়ত শুনেছ, আমি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট, অবশ্য অনারারী ? তা' হ'লেও আমি যে-কোন ব্যক্তিকে ছয়মাসের জেল দিতে পারি। তাই বলছি, তুমি খুব সতর্ক হয়ে বাস করবে।"

রায় বাহাদুরের কথা শুনিয়া অমরনাথ কৌতূহল বোধ করিল। সে ইচ্ছা করিয়াই কোন জবাব দিল না। রায় বাহাদুর কিন্তু আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা ভিতরদিকের দ্বারে পরিচিত মৃদু করাঘাত শুনিয়া সচকিত হইয়া কহিলেন, "এস, মা, অনু। এস, অমরনাথের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

অমরনাথ এই মুহূর্তটির কথা ভাবিয়াই নিজেকে বিব্রত বোধ

করিতেছিল। অবশেষে সেই ক্ষণ আগত দেখিয়া সে চেয়ারের উপর নড়িয়া-চড়িয়া বসিল।

ধীরে ধীরে অন্দরমহলের দ্বার খুলিয়া গেল, অনুশীলা পিতার কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়াই বজ্রাহতের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং অমরনাথের সস্মিত মুখের উপর একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার সর্বাঙ্গ যেন প্রস্তরে পরিণত হইয়া গেল। রায় বাহাদুর অনুশীলার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "আয় মা, বস্।" এই বলিয়া অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার কন্যা, অনুশীলা, অমরনাথ। গত বছরে আই, এ প্রথম বিভাগে পাশ করেছে।"

ইতিমধ্যে অনুশীলা আপনাকে শান্ত ও সংযত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে তাহার সুকোমল কর দু'টী একত্র করিয়া মস্তকে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল এবং পিতার পার্শ্বে চেয়ারে উপবেশন করিল।

অমরনাথ প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুহাস্যমুখে কহিল, "আপনাকে পূর্বে যেন কোথাও দেখেছি, অনুশীলা দেবী। কিন্তু কোথায় স্মরণ করতে পারছি না।"

অনুশীলা দর্প্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল, "হয় তো দেখে থাকবেন। কিন্তু আমি বড়ো একটা কোনদিকে যাইনা, তা'ই স্মরণ করতে পারছি না।"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "তুমি বোধ হয়, অনুকে সান্ধ্যভ্রমণে অশ্বপৃষ্ঠে দেখেছ, অমরনাথ। মা'র আমার ঐ একটা নেশার মত খেয়াল আছে।"

অমরনাথ কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, এইবার আমার স্মরণ হয়েছে।"

অনুশীলা একটু ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "ধন্যবাদ!" সে রায় বাহাদুরের

দিকে চাহিয়া কহিল, "বাপি, দারোয়ান দু'জন কি আজও কাজে বেরুতে পারে নি ?"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "কোন্ দারোয়ান দু'জন, অনু ? যারা গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল ?"

"হাঁ, বাপি, তাদের কথাই জিজ্ঞাসা করছি।" অনুশীলা কহিল।

রায় বাহাদুর গম্ভীরমুখে কহিলেন, "ডাক্তার বলে যে এখনও একটি সপ্তাহ তাদের শয্যাশায়ী থাকতে হবে।" এই বলিয়া তিনি অমরনাথের দিকে চাহিলেন, কহিলেন, "একটা বড়ো অশান্তিময় ব্যাপার ঘটে গেছে, অমরনাথ। বাইরে থেকে একজন দুষ্ট প্রকৃতির গুণ্ডাজাতীয় ব্যক্তি সেদিন অকারণে আমার দারোয়ান দু'জনকে এমন মেরেছে যে, বেচারাদ্বয় শয্যাশায়ী হয়েছে। তা' ছাড়া আমার এই মা'টিকেও নাকি অপমান করেছে।"

অমরনাথ সচকিতে একবার অনুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরকে কহিল, "সে অনুশীলা দেবীকেও অপমান করেছে!"

অনুশীলা অপেক্ষাকৃত দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "হাঁ, করেছেন। বারবার তাঁর পরিচয় চেয়েছিলাম, বারবার তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এর চেয়ে বেশী অপমান কিছু কল্পনা করতে পারেন ?"

অমরনাথ কহিল, "বোধশক্তি যে সকলের সমান নয়, তা' আমি স্বীকার করি।"

অনুশীলা উত্তর কহিল, "আপনার বোধশক্তির জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

রায় বাহাদুর কয়েক মুহূর্ত কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "এইবার অমরনাথকে একটু মিষ্টিমুখ

করিয়ে দাও, মা। আমার কাছে কয়েকটি ভদ্রলোক দেখা করতে আসবার সময় হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যাও, অমরনাথ। লজ্জা ক'রো না।"

অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "আসুন, ভিতরে গিয়ে আপনার সন্দেহভঞ্জন করব।"

"চলুন।" এই বলিয়া অমরনাথ অনুশীলার পশ্চাতে অন্দর মহলের উদ্দেশে যাইতে লাগিল।

[১১]

অনুশীলা অমরনাথকে সঙ্গে লইয়া তাহার ড্রইরুমে প্রবেশ করিল। অমরনাথ আধুনিক রুচিসম্মত প্রথায় সজ্জিত কক্ষখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া লইয়া একটি চেয়ারের উপর উপবেশন করিতে উদ্যত হইলে, অনুশীলা দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "না, না, ওখানে না। আসুন, এই সোফাটার ওপর বসুন, মিঃ মিত্র।"

অমরনাথ শান্ত ও দৃঢ়স্বরে কহিল, "দয়া ক'রে আমাকে মিষ্টার ব'লে সম্বোধন করবেন না। একান্তপক্ষে যদি আমার নামের সঙ্গে কিছু যোগ করতে হয়, তবে বাবু অবধি আমি প্রস্তুত আছি।" বলিতে বলিতে সে অনুশীলার আহ্বান উপেক্ষা করিয়া চেয়ারের উপর উপবেশন করিল।

অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক নীরবে থাকিয়া অমরনাথের সম্মুখে সমধিক দূরত্বের ব্যবধানে একটি কৌচের উপর বসিয়া হাসিমুখে কহিল, "এইবার বুঝেছি।" এই বলিয়া সে মৃদুশব্দে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আমার বাপির চক্ষুকেও প্রতারিত করা যায়, এমন ফাইন খদ্দরও প্রস্তুত হতে পারে দেখে সত্যই আমি বিস্মিত হয়েছি, অমর বাবু।"

অমরনাথের অঙ্গে একটি সূক্ষ্ম সূতায় বোনা প্যাঞ্জাবী ছিল ও তাহার বস্ত্রও হাতেকাটা সূক্ষ্ম সূতায় প্রস্তুত হওয়ায় দামি দেশী কাপড়ের মত দেখিতে হইয়াছিল। অমরনাথ কহিল, "আপনার বাপিকে প্রতারিত করার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।"

অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "হয় তো ছিল না। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন? ভাবছি, বাপি যদি আপনার খদ্দর-প্রীতির ভাব বুঝতে পারতেন, তা' হ'লে আমার পক্ষে আপনাকে অন্দর-মহলে আহ্বান ক'রে আলাপ-আলোচনার কোন সুযোগ হত কিনা!"

অমরনাথের সারা মন বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল। কোন তরুণী, বিদুষী যুবতী যে এমনভাবে কোন অতিথিকে অপমানিত করিতে পারে, ইহা তাহার ধারণার বাহিরে ছিল। সে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রহিল দেখিয়া, অনুশীলা আবার কহিল, "একি, অভিমান হল নাকি?" বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অমরনাথ শান্তকণ্ঠে কহিল, "মান-অভিমান বোধের কোন বালাই আমার নেই, অনুশীলা দেবী। এখন দয়া করে আপনার বাপি যে মিষ্টিমুখের কথা বলে দিয়েছেন, যদি একটু তাড়াতাড়ি তা' শেষ করেন, তাহ'লে অত্যন্ত অনুগৃহীত হব।"

অনুশীলা কৃত্রিম গম্ভীরস্বরে কহিল, "আপনাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করবার কোন বাসনা আমার নেই তা' ছাড়া, আপনাকে আমার প্রয়োজন যে-পর্যন্ত না শেষ হচ্ছে,—ছুটি পাবেন না।" এই বলিয়া সে টেবিলের গাত্রে গ্রথিত একটি বোতাম টিপিয়া ধরিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি সুবেশা পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া, আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অনুশীলা পরিচারিকার দিকে চাহিয়া কহিল, "কোকো আর কেক নিয়ে আয়।"

পরিচারিকা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। অনুশীলা অমরনাথের ঈষৎ গম্ভীরমুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আসুন, আমাদের পরিচয়টা পরিষ্কার ক'রে নেই।" এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া মৃদু হাস্য করিল। কহিল, "আপনি কি কংগ্রেসকর্মী ?"

অমরনাথের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনার প্রশ্নের যদি উত্তর না দিই ?"

অনুশীলা সহাস্যে কহিল, "তা' হ'লেই আমি যা প্রত্যাশা করেছিলাম, তা' পূর্ণ হবে।"

অমরনাথ বিস্মিত হইয়া কহিল, "আপনার উক্তি বোধগম্য হ'ল না।"

অনুশীলা হাসিতেছিল, কহিল, "হবার কথাও নয়।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "এইবার আমাদের পরিচয় শুনুন। আমার বাবা একজন রাজভক্ত প্রজা। তিনি রায় বাহাদুর এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। এক কথায় তিনি এই অঞ্চলের গভর্ণমেণ্টের জাগ্রত প্রতিভূস্বরূপ। সুতরাং তাঁর জমিদারীর ভিতর কোন রাজদ্রোহিতার অঙ্কুর দেখা দিলে, তিনি কঠোরহস্তে তা' নিঃশেষে ধ্বংস ক'রে ফেলেন। বুঝেছেন আমার কথা ?"

অমরনাথ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল, "এমন সরল বাঙলায় বল্‌লেন, বুঝতে পারব না, এতখানি নির্বোধ. কি আমাকে দেখে মনে হয় আপনার ?"

অনুশীলা কহিল, "রামচন্দ্র! বরং……আচ্ছা থাক্। এখন শুনুন। আপনাকে আমার বাবার দরবারে হাজির করবার জন্য দু'শো

টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। তাই ভাবছি, এই টাকাটা এই সুযোগে উপার্জন ক'রে নেব কি-না? আপনি কি বলেন শুনি?"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই বলি।"

"অসংখ্য ধন্যবাদ!" এই বলিয়া অনুশীলা ঘরের দিকে একবার চাহিয়া কহিল, "নিয়ে আয়, কলি।"

দুইজন পরিচারিকা, দু'খানি প্লেটে করিয়া নানাবিধ কেক ও বিস্কুট এবং ট্রেতে করিয়া দুই কাপ গরম ধূমায়মান কোকো লইয়া ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল এবং টেবিলের উপর রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। অনুশীলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "আরম্ভ করুন।"

অমরনাথ বুঝিল, প্রতিবাদ শুধু বৃথা হইবে। সে একখানি কেক হাতে তুলিয়া লইল।

কোকো পান শেষ হইলে, অনুশীলা কহিল, "আপনি কি সারদা বাবুর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে আছেন?"

অমরনাথ কহিলেন, "হাঁ, কিন্তু আপনি এ খবরও যখন রাখেন, তখন গুণ্ডাকে খুঁজে বা'র করতে এরূপ ব্যর্থতা বরণ করেছিলেন কেন?"

অনুশীলা হাসিমুখে কহিল, "অমরবাবুই যে গুণ্ডার মত আমাকে আক্রমণ করেছিলেন, তা' আপনাকে না দেখে জ্ঞাত হই কোন্ মন্ত্রে—বলতে পারেন?"

অমরনাথ কহিল, "আপনাকে আমি আক্রমণ করি নি। বরং আপনার দারোয়ানরাই......"

"আপনাকে আক্রমণ করেছিল!" এই বলিয়া অনুশীলা অকারণে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি বন্ধ হইলে সে কহিল, "সারদাবাবুর একটি সুন্দরী কুমারী মেয়ে আছে না?"

অনুশীলার উচ্চারণের ভঙ্গিতে অমরনাথ বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল। সে কহিল, "হঁা, আছে।"

অনুশীলা কৃত্রিম গাম্ভীর্য মুখে আনিয়া কহিল, "হাসছেন কেন?"

অমরনাথ কহিল, "না, হাসি নি।"

"হঁা, হেসেছেন।" এই বলিয়া অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক নীরব রহিল। পুনরায় কহিল, "মেয়েটির নাম কি?"

অমরনাথ কহিল, "মীরা দেবী।"

"মীরা দেবী!" অন্যমনস্ক ভাবে কথাটি উচ্চারণ করিয়া অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমরনাথের আনত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, "বেশ মেয়েটি, না?"

অমরনাথ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "অর্থাৎ?"

"না, বিশেষ কিছু নয়।" এই বলিয়া অনুশীলা হাসিতে লাগিল। কহিল, "আপনার বাড়ী সংস্কৃত হবার পর কি সহৃদয় আতিথ্য ত্যাগ করবেন?"

অমরনাথের মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এসব প্রশ্নের কোন সার্থকতা আছে?"

অনুশীলা পরম বিস্ময়ভরা স্বরে কহিল, "ওমা, নেই? দেখেছেন, একদম ভুলে গিয়েছিলুম। আচ্ছা, থাক, আমার প্রশ্ন আমি প্রত্যাহার করছি।"

অমরনাথ কহিল, "আপনার আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দয়া করে এইবার আমাকে বিদায় দিন।"

অনুশীলা কহিল, "না, বিদায় দেওয়া এখন হবে না, মশাই। তা' ছাড়া আদৌ হবে কিনা, তা'রও কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ হুজুরে আসামীকে হাজির করবার পর তবে বিচার হবে আপনার

অপরাধ জামিন-যোগ্য কিনা!" বলিতে বলিতে অকারণে সে হাসিয়া ফেলিল। একটু পরে টেবিলের উপরকার কলিংবেলের বোতাম টিপিয়া ধরিল।

সঙ্গে সঙ্গে পরিচারিকা কলি প্রবেশ করিয়া কহিল, "খাবার প্রস্তুত, দিদিমণি।"

"নিয়ে আসতে বল্। যা শীগগীর যা।"

অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "আবার খেতে হবে?"

অনুশীলা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তার মানে? বাপির আদেশ যে আপনাকে মিষ্টিমুখ করাতে হবে। সুতরাং পিতৃ-আদেশ পালন না করা পর্যন্ত আপনাকে কি আমি যেতে দিতে পারি?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরবে চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, "আমাদের রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র পিতার আদেশে চতুর্দশ বৎসর বনবাসে গিয়েছিলেন। আর আমি আপনাকে মিষ্টিমুখটুকুও করাতে পারব না? নিশ্চয়ই আপনি এতটা নিষ্ঠুর হবেন না!"

অমরনাথ কিছু না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। সে ভাবিল, যে অনুশীলার সহিত সকল বাদ-প্রতিবাদ ব্যর্থ হইবে কিন্তু তাহার মন অধৈর্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, পল্লী-সমিতির ছেলেরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সে কহিল, "তবে যত শীঘ্র আপনার পিতৃ-আদেশ পালন করতে পারেন দয়া ক'রে তাই করুন।"

অনুশীলা আয়ত ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কেন, এত তাড়া কিসের বলুন ত? আপনার গৃহস্বামিনী রাগ করবেন?"

অমরনাথ দুঃসহ বিস্ময়ে প্রগলভা অনুশীলার প্রতি একবার চাহিল। পরে কহিল, "তিনি অনধিকার চর্চা করেন না।"

"অর্থাৎ আমি করি, এই না?" বলিতে বলিতে অনুশীলা হাসিয়া উঠিল ও বিষম খাইল। সে পুনরায় কহিল, "দেখুন, কেন জানিনা, পরচর্চা করতে আমার অত্যন্ত আনন্দ বোধ হয়। আমার কি বাসনা জেগেছে জানেন?"

অমরনাথ ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, "আমি অন্তর্যামী নই।"

অনুশীলা হাসিতে হাসিতে পুনরায় গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, সে কহিল, "ভাই রক্ষে! নইলে আমার অবস্থাটা এখন যে কিরূপ ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ত, ভাবতেও আতঙ্কে শিউরে উঠছি।" এই বলিয়া সে তাহার হাসি বন্ধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

অমরনাথ অস্থির হইয়া উঠিল। সে এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য কহিল, "আপনি কি এবার বি, এ, পড়বেন?"

অনুশীলা ব্যস্তভাবে কহিল, "না, না, অমনভাবে কথা চাপা দেবেন না। আমার বাসনা কি হচ্ছে, আপনাকে শুনতে হবে, অমরবাবু। আজ পর্যন্ত আমার কোন সাধ, কোন বাসনা অপূর্ণ নেই। সুতরাং......" এই অবধি বলিয়া সে নীরব হইল।

অমরনাথ অসহায় স্বরে কহিল, "বলুন।"

অনুশীলা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা কোন দিন যদি আপনার বাড়ী দেখতে যাই, তা' হ'লে কি আপনি রাগ করবেন?"

অমরনাথ কহিল, "আমি নিজেকে ভাগ্যবান বোধ করব।"

অনুশীলা তাহার কণ্ঠস্বর মাদকতায় ভরিয়া কহিল, "সত্যি?"

অমরনাথ কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিল।

অনুশীলা কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দুইজন পরিচারিকাকে অমরনাথের জন্য খাবার লইয়া প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সোফা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং স্বয়ং খাবারের পাত্রগুলি পরিচারিকা দুইজনের হাত হইতে লইয়া একটি সুদৃশ্য, ক্ষুদ্র, চতুষ্কোণ টেবিলের উপর সাজাইয়া দিল, পরে অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "দয়া করে আসুন।"

অমরনাথ নানাবিধ খাদ্যের পরিমাণের দিকে চাহিয়া সভয়ে কহিল, "সর্বনাশ! এত খাবার আমার তিন দিনের খাদ্য! সুতরাং……"

অনুশীলা শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "উঠুন, কোন প্রতিবাদ শুনতে অভ্যস্ত নই।"

অমরনাথ দ্বিতীয় কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিয়া খাদ্য-টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিল।

[১২]

অনুশীলার অনুরোধ এবং অমরনাথের যথাসাধ্য চেষ্টা—ইহাতেও সে খাদ্যের অর্ধেক পরিমাণও আহার করিতে সক্ষম হইল না। অবশেষে সে হাত ও মুখ ধুইয়া মসলা মুখে দিয়া হাস্যমুখে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ! আশা করি, এইবার আপনাকে আমি মুক্তি দিতে পারি?"

অনুশীলা সহজ স্বরে কহিল, "আমি মুক্তি চাই না। মুক্তির প্রয়োজন আপনার। কিন্তু আপনি যে এতখানি অস্থির হ'য়ে উঠবেন, তা' যদি পূর্বে বুঝতে পারতাম, তা' হ'লে এসব বাধার সৃষ্টি করতাম না। যাই হো'ক, আর দশ মিনিট বসুন, আমার কৌতূহল চরিতার্থ ক'রে নিই।"

অমরনাথ উপবেশন করিয়া কহিল, "বলুন।"

অনুশীলা মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিয়া কহিল, "সময় সময় সত্যভাষণ তিক্ত বোধ হলেও পরে মিষ্টতায় পরিণত হয়। তাই আপনার তৃপ্তি ও বিরক্তির ভাবনা না ভেবে, আপনাকে বন্ধুর মত যদি কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিতে চাই, তবে কি তা' অনধিকার চর্চা হবে, অমরবাবু?

অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "না, হবে না। আপনি বলুন।"

অনুশীলা একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া অমরনাথকে কহিল, "আমার পিতার আসল পরিচয় এখনও আপনি পান নি। আপনি যদি তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করেন, তবে কংগ্রেস, পল্লী-সমিতি, অনুন্নতকে উন্নত করা প্রভৃতি মহৎ কাজগুলো বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। নচেৎ বাপির শত্রুতা থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।"

অমরনাথ বিমূঢ়দৃষ্টিতে মুহূর্ত-কয়েক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এটা কি আপনার নোটিশ, আমাকে?"

অনুশীলা ব্যস্ততার সহিত কহিল, "না, না, আপনি অমন বাঁকা ভাবে নেবেন না। বাপি আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নি। আমি ত তাঁর মেয়ে! সুতরাং আমি বিশেষরূপেই জানি, কোন্ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করবে। আমি সম্পূর্ণভাবে নিজের দিক থেকেই এই বিষয়টা প্রাঞ্জল ক'রে নিতে চাই।"

অমরনাথ মুহূর্ত-কয়েক চিন্তা করিয়া কহিল, "দেশের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের মুখে ভাষা দেওয়া, তাদের দাবি সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা, পরাধীন দেশ-মাতাকে বিদেশীর লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্ত করার ব্রত যে-কংগ্রেস গ্রহণ করেছেন,

সেই কংগ্রেসের একজন দীন-সেবকরূপে কাজ করা অথবা পল্লীর জঘন্য জীবনকে পরিচ্ছন্ন করা প্রভৃতি মহান কার্যের বিনিময়ে কয়েকটা তুচ্ছ, অর্থহীন বন্ধুত্বের প্রলোভন কি কখনও আকর্ষণীয় হতে পারে, অনুশীলা দেবী ?"

অনুশীলার সুন্দর মুখখানিতে কে যেন এক পোঁচ কালি লেপিয়া দিল ! সে কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। সহসা তাহার চক্ষু দু'টী জ্বলিয়া উঠিল। সে ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "ইতিপূর্বে আপনার মতই অর্থহীন ও তুচ্ছ বক্তৃতা কয়েকবার শুনেছিলাম, অমরবাবু। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরে আবার তাদেরই মুখে অন্য ভাষা শুনতে হয়েছে আমাকে ।"

অমরনাথের মুখে এক ঝলক তীক্ষ্ণ হাসি খেলিয়া গেল। সে জলদগম্ভীরস্বরে কহিল, "মাঝে মাঝে ব্যতিক্রমের জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়, অনুশীলা দেবী। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?"

অনুশীলা তাহার কুন্দফুলতুল্য শুভ্র দন্তে ঠোঁট একবার চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আপনার ধারণা যে ব্যতিক্রম আছে ?"

অমরনাথের মুখে স্নিগ্ধ মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই পৃথিবীতে অসম্ভব ব'লে কিছু নেই, অনুশীলা দেবী। মানুষ ভুল ক'রে, অহমিকার বশে যখন সত্যকে বিস্মৃত হয়, তখনই সে অসম্ভবের দেখা পায়। মানুষ তখন বিমূঢ় হয়ে ভাবে, বিধাতার রাজ্যে এতখানি বিস্ময়ও লুক্কায়িত ছিল !"

অনুশীলা উঠিয়া দাঁড়াইল, সে কহিল, "যদিও আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, এ প্রার্থনা জানাতে পারছি না, তবুও আমি সেই শুভ বিস্ময়কর দিনের জন্য প্রতীক্ষা ক'রেও আপনার যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়, এই আর্জি কল্পতরুর নিকট দাখিল করব ।"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে হাসিমুখে কহিল, "আমার মত নেমকহারামকে মার্জনা করতে পারা যায় না, না?"

অনুশীলা তপ্তস্বরে কহিল, "মিথ্যে বিনয় প্রকাশ ক'রে নিজেকে বড়ো করবার প্রয়াস নেই বা করলেন? আসুন, আপনাকে নির্বিঘ্নে ফটক পার ক'রে দিয়ে আসি।"

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমি সকল সময়েই নির্বিঘ্ন, অনুশীলা দেবী। নে-ইবা আপনি স্বয়ং কষ্ট করলেন? একজন ভৃত্যকে সঙ্গে দিলেই ত হত।"

অনুশীলা যাইতে যাইতে কহিল, "না, হত না। কারণ, আমাদের বিশ্বস্ত, নিরীহ দারোয়ান দু'জন এখন পর্যন্ত প্রহারকারীকে ভুলতে পারে নি। তারা যদি এখানে তাদের আয়ত্বের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায়, তা'হ'লে আপনাকে একটা খণ্ডযুদ্ধের সম্মুখীন হ'তে হবে।"

অমরনাথ কহিল, "মন্দ কি! বাঙালীর ছেলে আমরা অনেক কাল গত হ'ল, যুদ্ধ করা কাকে বলে ভুলে বসে আছি। না হয় একটু হাত-মক্‌স করা হ'ত?"

অনুশীলা চলিতে চলিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল এবং অমরনাথের মুখের উপর সবিস্ময়ে দৃষ্টি মেলিয়া কহিল, "সত্যি, তাই চান নাকি?"

অমরনাথ হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "চলুন।"

অনুশীলা একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "মানুষের আন্তরিক ও প্রবল ইচ্ছা কখনও অপূর্ণ থাকে না, আমি বিশ্বাস করি। আচ্ছা, আজ থাক, আসুন।"

বহির্মহলে আসিয়া অমরনাথ কহিল, "যাবার পূর্বে আপনার বাপির সঙ্গে দেখা হবে না একবার?"

অনুশীলা নির্বিকার ভাবে কহিল, "কোন প্রয়োজন নেই।"

অমরনাথের ইচ্ছা হইল না যে জিজ্ঞাসা করে, কেন প্রয়োজন নাই? সে ধীরপদে দেউড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দারোয়ানকে কহিল, "আমার ঘোড়া নিয়ে এস।"

অনতিবিলম্বে আস্তাবল হইতে অমরনাথের অশ্ব লইয়া একজন ভৃত্য উপস্থিত হইল। অমরনাথ অশ্বারোহণের পূর্বে অনুশীলাকে ধন্যবাদ ও বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল যে অনুশীলা অদৃশ্য হইয়াছে। তাহার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। সে মুহূর্ত-কয়েক নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিল এবং জমিদার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নদীতীরের পথ ধরিয়া অশ্বকে যথাসম্ভব দ্রুত চালনা করিতে লাগিল।

আকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল। দশদিক গলিত রজতপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল। পল্লী প্রকৃতির অবর্ণনীয় শান্ত সমাহিত নীরবতার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে অমরনাথের মন এক অনাস্বাদিত সুধায় ভরিয়া গেল।

অমরনাথ যখন সোনাগ্রাম পল্লী-সেবক সমিতির নিকট উপস্থিত হইল, দেখিল ছেলেরা সকলে অত্যন্ত অধৈর্য হইয়া সমিতি-গৃহের সম্মুখে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারা অমরনাথকে দেখিতে পাইয়া সহর্ষ চীৎকারে নিজেদের আনন্দ ব্যক্ত করিল এবং অমরনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার পূর্বেই তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল।

অমরনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া কহিল, "যতীন, তোমাদের সংবাদ কি বল?"

যতীন কহিল, "কোন নূতন সংবাদ নেই, অমরদা। আমরা আপনার বিলম্ব দেখে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। আরও

দশ মিনিট বিলম্ব হ'লে, আমরা সকলে রায় বাহাদুরের আতিথ্য গ্রহণ করতে যেতাম।"

অমরনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "ভগবান তোমাদের রক্ষা করেছেন।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "তোমরা কাল প্রাতে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারবে না?"

সকলে সমবেত কণ্ঠে কহিল, "নিশ্চয়ই পারব।"

অমরনাথ কহিল, "বেশ, তাই ক'রো। আজ আমি একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।" এই বলিয়া সে বালকগণের মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিল, "ভোম্বল আসে নি?"

"এই যে আমি, অমর দা।" বলিতে বলিতে ভোম্বল বটবৃক্ষ-মূল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কহিল, "আমার বাবা কয়েকবার আপনার খোঁজ করেছিলেন। আপনি একটু সতর্ক হ'য়ে থাকবেন, অমর দা।"

অমরনাথ হাসিয়া উঠিল। কহিল, "কেন, ভোম্বল?"

ভোম্বল নতমুখে দাঁড়াইয়া কহিল, "আমার বাবাকে যদি চিনতেন, তা'হ'লে অমনভাবে বিস্মিত হতেন না আপনি। হয়, তাঁর কিছু অর্থের প্রয়োজন, নয় আপনার অনিষ্ট কি ভাবে এবং কোন্ পথে করা সহজ হবে—আবিষ্কার করবার জন্য উতলা হয়ে পড়েছেন।"

তরুণের দলটি সশব্দে হাসিয়া উঠিল। যতীন কহিল, "মীরাদি অত্যন্ত উতলা হয়ে পড়েছেন, অমর দা। তিনি বার বার লোক পাঠিয়ে সংবাদ নিয়েছেন যে আপনি ফিরেছেন কিনা!" এই বলিয়া সে

অদূরে একটি লোককে আসিতে দেখিয়া কহিল, "এই যে, ভজহরি আবার আসছে।"

মীরার পিতার আমলের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য ভজহরি উচ্ছ্বসিত হইয়া অমরনাথকে অভিবাদন করিয়া কহিল, "দিদিমণি আপনার দেরী দেখে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছেন, দাদাবাবু। আপনি আসুন।"

অমরনাথ তরুণগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "কাল প্রাতে এসো ভাই তোমরা। আমি এখন চললাম।" এই বলিয়া সে অশ্বপৃষ্ঠে মৃদু পদাঘাত করিতেই তেজস্বী অশ্ব দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে লাগিল।

মীরা বাহিরের ঘরে বাতায়নের সম্মুখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে অমরনাথকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথের দৃষ্টি মীরার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া, মীরাকে দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল এবং পোষাক পরিবর্তন করিতে লাগিল।

অমরনাথ পোষাক পরিবর্তন করিয়া যখন একটি চেয়ারের উপর উপবেশন করিল, তখন মীরা স্নিগ্ধ হাস্যমুখে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "আজ আর কিছু খাবেন না ত?"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "না, ভাই। মাত্র কয়েক গ্লাস জল আমার প্রয়োজন। অনুশীলা দেবী আমাকে তিন দিনের মত নিশ্চিন্ত ক'রে দিয়েছেন।"

মীরার মুখ মুহূর্তের জন্য ম্লান হইয়া হাস্য-বন্যায় ভাসিয়া গেল। সে কহিল, "দেখছি আমার অনুমানে একটুও ভুল নেই। তবে শুধু শুধু আমাকে ভাবালেন কেন বলুন ত?"

অমরনাথ মীরার অপূর্ব কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "আমি ত জানতাম না, মীরা, আমাকে তাঁরা এমন ভুরিভোজন করাবেন ?"

মীরা হাস্যমুখে কহিল, "আমি জানতাম। তবে আমি ভেবেছিলাম যে, আপনি কিছুতেই........" এই অবধি বলিয়া সহসা নীরব হইল।

অমরনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমাকে বিশ্বাস করো মীরা, আমার সকল প্রতিবাদ ও প্রচেষ্টা অনুশীলা দেবীর মত নারীর নিকট আদৌ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি।"

মীরা কহিল, "মা বলছিলেন যে আপনি যতই না কেন পরের বাড়ীতে খেয়ে আসুন, বাড়ীতে কিছু না খেলে কিছুতেই তিনি শান্তি পাবেন না।"

অমরনাথ কৃত্রিম হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কহিল, "সর্বনাশ! কিন্তু ভুলে যেও না, মীরা, এর ওপর যদি অত্যাচার করি, তা'হলে কিছুদিন আমাকে শয্যাশায়ী হ'য়ে থাকতে হবে।"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা'র ওপরে যখন অগামী কাল তারিণী খুড়োর বাড়ীতে সার্বজনীন ভোজ! কিন্তু তার ফলে যে আগুন জ্বলে উঠবে, তা' কি আপনি নেবাতে পারবেন, অমর দা?"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আগুন জ্বালাবার ত কোন আয়োজন হয় নি, মীরা।"

"হয় নি? বেশ!" এই বলিয়া মীরা মৃদু হাসিল। সে পুনরায় কহিল, "আপনি সোনাগাঁয়ের সমাজপতিদের সম্যকরূপে চেনেন না, অমর দা। জমিদার, রায় বাহাদুর এখানের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোমণি। তাঁর ইঙ্গিতেই এখানের খুদে সমাজপতিরা

চালিত হয়ে থাকেন। আগামী কাল যদি সমিতির ছেলেরা ইতর জনসাধারণ যাদের বলা হয়, তাদের সঙ্গে আহার করে, তা'হ'লে এমন আগুন জ্বলে উঠবে, যে আপনি কিছুতেই তা' নেবাতে পারবেন না।"

অমরনাথ হাসিতেছিল, সে কহিল, "কি হবে? যারা ইতর-জনসাধারণের সঙ্গে আহার করবে, তাদের সমাজে রহিত করবেন, এই ত?"

মীরা কহিল, "এ কি সামান্য ব্যাপার হ'ল, অমর দা?"

অমরনাথ কহিল, "আদৌ না, ভাই। তবে তোমার ধারণামত যদি সমাজপতিরা দণ্ড দেন, তা'হলে তাঁদের প্রত্যেককেই একঘরে হতে হবে। অর্থাৎ সোনাগাঁয়ের প্রত্যেকটা সমাজপতির ছেলেরা এই মহাযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করবেন।"

মীরা কিছু সময় কোন কথা বলিতে পারিল না। অবশেষে সে কহিল, "এমন অসম্ভবও কি সম্ভব হবে, অমর দা?"

অমরনাথের মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "যদি তা' হয়, তা'হলে কিরূপ পরিস্থিতির আশঙ্কা তুমি করো, মীরা?"

মীরা চিন্তিতমুখে কহিল, "তাহ'লে সম্ভবত কিছুই হবে না। এই সব চরিত্রহীন, কোনকিছু সৎবস্তুর বালাইহীন সমাজপতিরা, বেমালুম এই ঘটনা চেপে যাবেন এবং নির্দোষ বালকদের ছেলেমানুষি ব'লে উড়িয়ে দেবেন।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "মা বল্লেন, অনেক রাত হয়েছে, দাদাবাবু যদি কিছু না খান, তবে যেন দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়েন।"

মীরা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অমরনাথের দিকে চাহিয়া

কহিল, "মা'র আদেশ শুনেছেন, অমর দা? দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন, আমি দুধ নিয়ে আসি।" এই বলিয়া কোন উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ মীরার গমনপথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। এতদিনে সে অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছে যে, মীরার প্রতি তাহার কতো গভীর অনুরাগ জন্মিয়াছে। অথচ বাহিরে তাহার কোনই অভিব্যক্তি নাই। তাহারই কথা ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

[১৩]

তারিণী বসুর মা'র শ্রাদ্ধে পূর্ব নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী পল্লী-সমিতির বালকেরা যখন ইতর জনসাধারণের সহিত আহার করিতে বসিল, সমাজপতিগণ এবং গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাহার বহু পূর্বেই তারিণীর মা'র শ্রাদ্ধে ভূরিভোজন করিয়া আপন আপন বাড়ীতে বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন। 'জয় হিন্দ', 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি মুহুর্মুহু উত্থিত হইয়া পল্লীর আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে লাগিল।

নীলমাধব ভট্টাচার্য লোকমুখে এরূপ অনাচারের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগ্নিমূর্তিতে যখন তারিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন, তখন আপন পুত্র ভোম্বলকে একটি ডোম জাতীয় ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে দেখিয়া, দংশনোদ্যত ফণীর মত তাঁহার উচ্চশির সহসা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নত হইয়া পড়িল। তিনি কি বলিবেন, কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া যখন বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন তখন অমরনাথ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কিছু প্রয়োজন ছিল কি, খুড়ো মশায়?"

নীলমাধব এক ঝলক ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে, অমরনাথের দিকে একবার চাহিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের সমবেত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে সমগ্র পুরী মুখরিত হইতে লাগিল।

তারিণীবাবু, অমরনাথের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "তুমি দীর্ঘজীবী হও, বাবা। আজ আমার মা'র আত্মা পরম তৃপ্তি লাভ করেছেন। আজ আমার মা'র মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।"

অমরনাথ সকল বিষয়ের তদারক করিতেছিল। সে কোন কথা না বলিয়া কে একজন জল চাহিতেছিল, তাহাকে জল পরিবেশন করিতে গমন করিল।

যতীন আহার করিতেছিল, সে অমরনাথকে কহিল, "আপনি কখন খাবেন, অমর দা?"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "তোমাদের তৃপ্ত ক'রে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবেই ত আমি খাব, যতীন। না, না, অস্থির হয়ো না। খুড়োমশায় আমার ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তা' পালন না করা পর্যন্ত······"কথা অসমাপ্ত রাখিয়া অন্য একজনকে জল দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল।

সেদিন তারিণী বসুর মা'র শ্রাদ্ধের ভোজ-পর্ব শেষ হইতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। অসময়ে অমরনাথ কিছু খাইতে সম্মত না হওয়ায় শুধু মিষ্টিমুখ করিয়া মীরাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মীরা তাহার জন্য একবাটী গরম দুধ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। অমরনাথকে দেখিয়া মীরা কহিল, "চা আসছে। আগে এই দুধটুকু পান করুন।"

অমরনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুমি কি অন্তর্যামিনী, ভাই? কিভাবে জানলে যে আমি এখন পর্যন্ত আহার করি নি?"

মীরা হাসিয়া কহিল, "সেজন্য অন্তর্যামিনী হবার প্রয়োজন নেই, অমরদা। কারণ আমি যে এইমাত্র খুড়োমশায়ের বাড়ী থেকে আসছি। আমি যে সবকিছু দেখে ও শুনে এসেছি। আমি জানি······"

অমরনাথ মৃদু বাধা দিয়া, মীরার হাত হইতে দুধের বাটী লইয়া এক নিঃশ্বাসে পান করিল ও মুখ ধুইয়া ফেলিল। সে কহিল, "এমন নির্বিবাদে যে সকল কাজ সম্পন্ন হবে, সত্যিই আমার ধারণা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, সমাজপতিরা আর কিছু না করুন একটা বিশ্রী রকমের হট্টগোলের সৃষ্টি করবেন। কিন্তু······"

মীরা কহিল, "তা'ই হ'ত, অমর দা। যদি ভট্‌চাজ্জি মশায় আপন পুত্রকে ডোমের পাশে বসে আহার করতে না দেখতেন, তা'হ'লে এমন একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করতেন, যা ভাবিতেও ভরসা পাই না।"

অমরনাথ কহিল, "যেন জোঁকের মুখে নুন প'ড়ে গেল। আমি পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে প্রতিক্রিয়ার প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম, ভট্‌চাজের উচ্চশির নত হয়ে গেল, মুখ কালীমাখা হয়ে গেল, তখনই বুঝলাম যে, আর কোন ভয় নেই।"

মীরা মুহূর্ত-কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "তা হ'লেও আজ যে আগুন প্রজ্জলিত হ'ল, এই আগুনে হয় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা নিঃশেষে পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়ে, তারই সমাধির ওপর নূতন সমাজ গড়ে উঠবে, নয় অনাগত নবীনের আগমনপথ শতাব্দীর জন্য কণ্টকাকীর্ণ হয়ে রুদ্ধ হ'য়ে যাবে।"

অমরনাথ হাস্যমুখে কহিল, "নবীন যখন সবুজের ধ্বজা মেলে জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে প্রচণ্ড শক্তি সংগ্রহ ক'রে অপরিচ্ছন্ন, অনড় ক্লেদাক্ত সমাজের বুকের ওপর দিয়ে পথ চলতে সুরু করেছে, তখন আর কোন শক্তিই তা'কে রুখ্‌তে পারবে না, মীরা। যে দিকেই চেয়ে দেখ না কেন, নবীনের গতি অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলেছে। যারা এই নবজাগ্রত শক্তিকে মান্য ক'রে, শির অবনত ক'রে আহ্বান

জানাবে, তারাই কিছুদিন বেঁচে থাকবার দাবি অর্জন করবে। অপর দিকে যারা এই দুর্বার দুর্দম শক্তির গতিরোধ করতে চাইবে, তারাই চূর্ণ হয়ে যাবে, মীরা।"

মীরা ধীরকণ্ঠে কহিল, "পুরাতন সবই মন্দ, নতুন সবই ভাল, নিশ্চয়ই আপনি তা' বলেন না, অমর দা ?

"না ভাই, তা' আমি বলি না। এতটুকুও বিচার-বিবেচনার যাঁর শক্তি আছে, তিনিই বলবেন পুরাতন সমাজের যে সব বাধা-নিষেধ নবজাগ্রত ভারতের স্বাধীন গতিপথ বিলম্বিত করে তুলবে, সেই সব বাধা-নিষেধ নবীন লৌহহস্তে চূর্ণ করতে হবে।" নির্মম নিষ্ঠুর হস্তে স্বাধীনতা অর্জনের পথে প্রত্যেকটি বাধা অপসারিত করতে হবে, ভাই। নইলে আমরা মানুষ নামের অযোগ্য আখ্যায় কলঙ্কিত হব।"

মীরা কহিল, "তা' না হয় বুঝলাম। কিন্তু হাড়ী, ডোম, চণ্ডালের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করলে ভারতমাতার স্বাধীনতার গতি দ্রুত হবে কি ভাবে, আমাকে বুঝিয়ে দিন না, অমর দা ?"

অমরনাথ ধীরকণ্ঠে কহিল, "অতীতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপরে আমরা যে সব অত্যাচার করেছি, সেই সব আজ শতগুণে বৃদ্ধি ক'রে তাদের চোখের সামনে নানারূপে মেলে ধরে আমাদের শত্রু পক্ষ প্রমাণ করতে চাইছে যে, আমরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভীষণতম শত্রু। সুতরাং তারা যেন হিন্দুসম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে গিয়ে, হয় অন্য ধর্ম অবলম্বন করুক, নয় শিখেদের মত এক ভিন্ন জাতিতে পরিণত হ'য়ে ভারতের সমগ্র হিন্দু গোষ্ঠীকে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত করুক।" এই বলিয়া অমরনাথ ও পুনরায় কহিল, "শত্রুপক্ষের যদি এই দুরাশা পূর্ণ হয়, তা'হ'লে ভারতবর্ষকে

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হোক।" এই বলিয়া অমরনাথ মৃদু হাস্য করিল ও কহিল, "শত্রুপক্ষের যদি এই দুরাশা পূর্ণ হয়, তা'হলে ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার পথে কোন বাধাই আর থাকবে না। অথবা এমন সব সম্প্রদায়ের হাতে দেশের শাসন ভার তুলে দেওয়া হবে, যে তা'রা চিরদিনই বশম্বদ ভৃত্যের মত পরাধীনতা স্বীকার ক'রে চলবে। তাই বর্ত্তমানে আজ প্রয়োজন, যাদের আমরা এতদিন অবহেলা ও উপেক্ষা দেখিয়ে এসেছি, তারা যে সত্যই আমাদের আপনজন, আমাদের একই হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তা বিষদ ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। এবং একত্রে পানাহার করে সেই অভিন্নত্ব বুঝিয়ে দেবার মত মোক্ষম ও কার্যকরী উপায়ও আর দ্বিতীয় নেই।"

মীরা মৃদুহাস্য মুখে বলিল, "বুঝিলাম কিন্তু তা'তে ধর্ম্মের অঙ্গহানি এবং পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবে না?"

অমরনাথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, হবে না। হিন্দুধর্ম্মের মত উদার ধর্মকে বর্তমানে ধর্মের বালাইহীন এইসব ব্যক্তি যে কিরূপ নিম্নস্তরে এনে দাঁড় করিয়েছে, আমাদের একই ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতর নিদারুণ ভেদ-বিভেদে তা' পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্য এই যে ধর্মের নামে যে গোঁড়ামী হিন্দু-সম্প্রদয়ের ভিতর প্রবেশ করেছে, তা' সমূলে দূর করা। কিন্তু যুগ যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্যায়ের শিকড় বহুদূর অবধি প্রোথিত হয়ে গেছে। একদিনে এই নিদারুণ সমস্যার সমাধান হবে না, ভাই। আমাদের নিরলসভাবে একের পর অন্যকে বজ্রাঘাত হেনে চূর্ণ ক'রে দিতে হবে। আঘাত যত গুরু হবে স্থবিরে চেতনা তত শীঘ্র আসবে।"

মীরার মুখভাব সহসা ম্লান হইয়া গেল। সে বলিল—"কিন্তু হিমালয়-প্রমাণ প্রায়শ্চিত্ত করা ত একার কাজ নয়, অমর দা?"

অমরনাথ হাস্যমুখে বলিল, "ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন অন্যে কখন কলসী নিয়ে বেরুবে সেই অপেক্ষায় বসে থাকাত চলে না, ভাই?

আমরা যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাধ্যমত কাজ ক'রে যাই, তা' হলে দেখা যাবে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের সমস্ত পাপ, গ্লানি, কদর্যতা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, মীরা। দেশের পরাধীনতা দূর করবার জন্য যদি কোন প্রাণ না কাঁদে তবে পশুজন্ম গ্রহণ করাই ভালো ছিল।"

অমরনাথের ভাবমুগ্ধ মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া মীরা বসিয়াছিল। সে সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না। অমরনাথ কিছু সময় নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আমি এই জন্মভূমির স্বপ্ন জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি, ভাই। তাই ভাগ্যহতদের দুর্দম আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে ছুটে এসেছি। আমি যে-কোন লাঞ্ছনা, যে-কোন দুঃখ বরণ করতে রাজি আছি, যদি আমার দেশের এই সব মূক, অসহায়, দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের দাবি, তাদের অধিকার, তা'রাও যে মানুষ এই মহান সত্য, বুঝিয়ে দিতে পারি।"

মীরার মুখখানি এক অপূর্ব পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "হয়তো একদিন আপনার স্বপ্ন সফল হবে, অমর দা। কিন্তু তার জন্য যে-মূল্য আপনাকে দিতে হবে, ভাবতেও আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।"

স্নিগ্ধ হাসিভরা মুখে অমরনাথ কহিল, "আমি কোন ভয়কেই ভয় বলে গ্রাহ্য করি না, ভাই। মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে ভয় করতে হবে, এর চেয়ে হীনতা আমি আর কল্পনা করতে পারি না, মীরা। আমি নির্ভীক মনে, শঙ্কাশূন্য হৃদয়ে সব-কিছুর জন্য সর্বস্তরে প্রস্তুত আছি। আমি জানি, যাঁরা দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁরা মাথায় কাঁটার মুকুট ধারণ করে একদিকে দেশের নর-নারীর অশেষ শ্রদ্ধা ও অন্যদিকে দেশের শাসকদের নিকট হতে অসহ্য পীড়ন লাভ করেছে। তা' বলে কি যাঁরা দেশের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা দেশের শত্রুদের ভয়ে সরে দাঁড়াবেন?"

মীরার চোখের সম্মুখে তখন এক অপূর্ব ছবি ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিতেছিল, সমগ্র পল্লী অঞ্চলের যুবকেরা দলে দলে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতেছে। সকলে 'বন্দেমাতরম্', 'জয়হিন্দ' ধ্বনি করিতে করিতে তাহাদের নেতা অমরনাথকে অগ্রে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া অগ্রসর হইতেছে। দেশের আপামর জনসাধারণ পথের দুইধারে সমবেত হইয়া দেশের কাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীর যুবকগণের গলে ফুলের মালা পরাইয়া দিতেছে। মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিতেছে, লাজ ছড়াইতেছে। সহসা শোভাযাত্রা একস্থানে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মীরার মানস দৃষ্টির সম্মুখে এক অভিনব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। সে দেখিল, শোভাযাত্রার পথরোধ করিয়া একদল গুর্খা পুলিস বন্দুকে সঙ্গীন লাগাইয়া শোভাযাত্রার দিকে উদ্যত করিয়া ধরিয়াছে। কয়েকজন পুলিস অফিসার গুর্খাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে শোভাযাত্রার নেতা অমরনাথকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে। অমরনাথের হস্তে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা। অমরনাথের মুখে নির্ভীক ভাব, স্নিগ্ধ হাসি। মীরার দৃষ্টিপথের একদিকে অশ্বারূঢ়া তরুণী অনুশীলার নিষ্ঠুর হাস্যময় মুখের উপর নিবদ্ধ হইল। সে শুনিল অনুশীলা বলিতেছে, 'হয় এইসব ত্যাগ করে···

সহসা অমরনাথের উচ্চ কণ্ঠস্বরে মীরার মানস-দর্শন ব্যাহত হইল। সে চমকিত হইয়া একটা আর্তধ্বনি করিল এবং অমরনাথের দিকে একবার চাহিয়া দুই হাতে চক্ষু মার্জনা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমরনাথ সবিস্ময়ে কহিল, "একি, তোমার দেহ কি ভাল নেই, মীরা? তুমি কি অসুস্থ?"

মীরার মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "না, না, আমি ভাল আছি। আপনি দয়া ক'রে দু'মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুন্নত জনসাধারণের সহিত গ্রামের যুবকেরা, বালকেরা আহার করায়, সমাজপতিদের ভিতর কয়েকটি গুপ্ত অধিবেশন হইয়া গেল। তাঁহারা বুঝিতে বিলম্ব করিলেন না, যে ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা লইয়া প্রকাশ্যে কোন আলাপ-আলোচনা করিলেও সমূহ ক্ষতি হইতে পারিবে। সুতরাং সমাজপতিদের দারুণ ক্রোধ, এই ম্লেচ্ছাচার কর্মের নেতা, অমরনাথের প্রতি নীরবে বর্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে একমত হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং জমিদার রায় বাহাদুরকে সকল বিষয় জানাইয়া সমর্থন লইলেন যে, ভবিষ্যতে অমরনাথের সংশ্রব হইতে তাঁহাদের পুত্র কলত্রদের দূরে রাখিতে হইবে। হইলও তাহাই। তাঁহারা আপন আপন সন্তানকে নানা প্রকারে ভয় দেখাইয়া বলিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি তাহারা স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বিদেশীপ্রায় অমরনাথের নিকট গমন করে, অথবা তাহার নির্দেশে কোন কাজ করে, তবে তাহাদের এমন শাস্তি দেওয়া হইবে, যে তাহার কল্পনাও তাহারা করিতে পারিবে না। ফলে, বালকেরা সেদিন রাত্রে অমরনাথের সহিত দেখা করিয়া এইরূপ পরিস্থিতির সংবাদ জানাইতে অক্ষম হইল।

অমরনাথ বিস্মিত হইয়া, মীরার দিকে চাহিয়া কহিল, "ব্যাপার কি বল ত মীরা? আজ সারাদিন এবং রাত্রি পর্যন্ত কোন ছেলেই যে একবারের জন্যও আমার কাছে এল না? এমন অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হ'ল কোন্ যাদু মন্ত্রে, মীরা?"

মীরার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি গ্রামের সব মহারথীদের জাত মেরে দিলেন, অথচ এতটুকু প্রতিক্রিয়াও কি আশা করতে পারেন নি?"

অমরনাথ মৃদু শব্দে হাসিয়া উঠিল। সে কহিল, "তুমি কি সত্যই ভাব, যে কর্তারা যুবকদিগকে এমনভাবে দূরে রাখতে সক্ষম হবেন ?"

মীরার মুখে অপূর্ব দ্যুতি ফুটিয়া উঠিল। সে অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তাঁরা যেন সক্ষম হন, আমি এই প্রার্থনাই করি, অমর দা।"

অমরনাথ পরম বিস্মিত হইয়া, মীরার অসামান্য মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিল, "সত্যই তুমি এমন কামনা করো, মীরা ?"

মীরা মৃদু হাস্যমুখে কহিল "যদিই করি, তা' হ'লে কী ?"

অমরনাথের মুখভাব মুহূর্তের জন্য সহসা ম্লান হইয়া গিয়া পুনরায় হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "এইবার বুঝেচি। কিন্তু এত বড়ো স্বার্থপর ত তুমি নও, মীরা ?"

মীরা মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া হাস্যমুখে কহিল, "আমি যে কত বড়ো স্বার্থপর তা' ত আপনি জানেন না, অমর দা।"

অমরনাথ সশ্রদ্ধস্বরে কহিল, "হাঁ। আমি জানি। তোমাকে জানবার সুযোগ আমার অল্প দিনের হ'লেও, প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর বলেই ভাবি, ভাই। আমার যে স্বপ্ন এতদিন রূপ পরিগ্রহ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল, মাত্র তোমার কয়েকটি কথায় আজ তা' সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করল। তুমিই আমাকে সত্যের পথটা দেখিয়ে দিয়েছ, মীরা। আমি তোমারই ইঙ্গিতে, আমার জীবনের ব্রত স্থির করেছি। কিন্তু আজ তুমি যদি তা' অস্বীকার করতে চাও, তুমিই ব্যথা পাবে। অনুশোচনায় তোমার সুনির্মল মনটি গ্লানিতে পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে।"

মীরা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে দ্রুতকণ্ঠে কহিল, "না, না, আমি ভুল বুঝেছিলাম, আমি আপনাকে ভুল বুঝিয়েছিলাম, অমর দা। আপনি আমাকে মার্জনা করুন।"

এমন সময়ে বাতায়নের বাহির হইতে ভোম্বল নতস্বরে কহিল, "আমি কি আসতে পারি, অমর দা?"

অমরনাথ সোল্লাসে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সহর্ষে কহিল, 'আরে, এস, এস! তোমাদের পথ চেয়েই আমি অধীর হ'য়ে উঠেছি, ভাই। এস, ভিতরে এস।"

ভোম্বল চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিতে করিতে কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং সভয়ে কক্ষের উজ্জ্বল আলোটার দিকে একবার চাহিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "আলোটা একেবারে কমিয়ে দিন, অমর দা। নইলে আমাকে যদি কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়, আর বাবাকে তা' জানিয়ে দেয়, তা' হ'লে পিঠের চামড়াটার মায়া চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে।

অমরনাথের মুখভাব ঈষৎ ম্লান হইয়া গেল। সে কহিল, "কেন, কি হয়েছে, ভোম্বল? তোমাদের আমার কাছে আসা নিষিদ্ধ হয়েছে, এই ত?"

ভোম্বল কহিল, "আমরা তা' মান্‌ব না। যতীদা'র বাবা তাঁকে সারাক্ষণ আজ পাহারা দিয়ে রেখেছেন। তাই তিনি বলে পাঠালেন যে, আপনি যেন আমাদের দু'একটা দিন মার্জনা করেন।"

অমরনাথ হাস্যমুখে কহিল, "তোমরা ত আমার নিকট কোন অপরাধ করোনি, ভাই, যে মার্জনা চাইছ। কিন্তু তোমাদের সমিতির কাজও কি বন্ধ থাকবে?"

ভোম্বল দীপ্তকণ্ঠে কহিল, "না, কিছুই বন্ধ থাক্‌বে না, অমর দা। তবে দেশের জমিদার পর্যন্ত যদি কর্তাদের এই সব অত্যাচারের সমর্থন করেন এবং কর্তাদের উৎসাহিত করেন, তা'হলে......"

বাধা দিয়া অমরনাথ কহিল, "রায় বাহাদুরও কর্তাদের মিটিংয়ে এসেছিলেন না কী?"

ভোম্বল ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "তাঁর বয়ে গেছে, আমাদের প্রভুরাই

তাঁর কাছে ছুটেছিলেন। তবে এসেছিলেন, অনুশীলা দেবী—আমাদের কাছে।"

তরুণী মীরা সচকিত হইয়া কহিল, "কে এসেছিলেন?"

ভোম্বল কহিল, রায় বাহাদুরের পাশ-করা মেয়ে অনুশীলা দেবী, মীরা দি'। আবার যতীন দা'কে ব্যারিষ্টারের মত কত কি জেরা করা! বলেন, আমরা কংগ্রেসে যোগ দিয়েছি কি-না! আমরা পল্লী-সমিতি গড়েছি কি-না! আমরা অমর দা'র নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছি কি-না!"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ না দিয়ে, তাঁর নামে অভিযোগ করতে এসেছ, ভোম্বল?"

মীরা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "দয়া ক'রে আপনি একটু চুপ করুন, অমরদা। আমি ভোম্বলকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি।" এই বলিয়া সে ভোম্বলের দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল, "অনুশীলা দেবীকে যতীন কি উত্তর দিল ভোম্বল?"

ভোম্বল একটু হাসিয়া কহিল, "যতীনদা' যেন আকাশ থেকে প'ড়ে গেলেন। বল্লেন, রামচন্দ্র! আমরা ওসব দুষ্কার্য করি না।" বলিয়া ভোম্বল হাসিয়া উঠিল।

মীরা বলিল, "তুমি কোন্ যাদু মন্ত্র বলে এখানে এলে, ভোম্বল?"

ভোম্বল তার শতছিন্ন জামার পকেট হতে একটি শিশি বাহির করিয়া দেখাইল এবং কহিল, "কাল থেকে বাবার দেহটা ভাল নেই। তাই রামসদয় ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ আনতে এসেছিলাম। ভাবলাম, এই সুযোগে একবার অমরদা'কে সংবাদগুলো জানিয়ে যাই।"

মীরা কহিল, "বেশ করেছ, ভাই। কিন্তু ওষুধ কই? এখনও ডাক্তারের কাছে যাও নি, বুঝি?"

ভোম্বল কহিল, "গিয়েছিলাম বই কি। রামসদয় বাবু নিজেই

ম্যালেরিয়ার জ্বরে কোঁ কোঁ করছে দেখে এলাম। তা'কেই কে এখন ওষুধ দেয় ঠিক নেই!"

অমরনাথ কহিল, "তিনি কি হোমিওপ্যাথ?"

ভোম্বল কহিল, "হাঁ। আমার বাবা বিলাতী ওষুধ খাবেন, এমন ম্লেচ্ছ কথা আর যেন বলবেন না, অমরদা।"

অমরনাথ হাসিতেছিল, সে কহিল, "হোমিওপ্যাথি কি বিলাতী নয়?"

ভোম্বল কহিল, "বাবা বলেন, হোমিওপ্যাথি বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত হয়। যদিও একজন সাহেব এর আবিষ্কারক, তা'হলেও কোন দোষ নেই।"

মীরা একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিল, "দোষ-গুণ নির্ধারিত হয়েছে, মানুষের সুবিধা-অসুবিধার ওপর নির্ভর ক'রে। সুতরাং বৃথা অভিযোগে সময় নষ্ট করা ভিন্ন আর কিছু হবে না, ভোম্বল। এবার তুমি এস, ভাই।'

"হাঁ, আসি, মীরা দি"। এই বলিয়া ভোম্বল, অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "যতীন দা'কে কি বল্‌ব, অমর দা'?"

অমরনাথ কহিল, "আগামী কাল সন্ধ্যার সময় সকলকে সমিতি-হলে সমবেত হ'তে বল্‌বে। আমি সেখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।"

ভোম্বল সভয়ে কহিল, "যদি আমার বাবা, কি যতীনদা'র বাবা জানতে পারেন?"

অমরনাথ দৃঢ়স্বরে কহিল, "দেশের কাজের জন্য বাবাকে ভয় করে না এমন ছেলে কি এ-গাঁয়ে নেই, ভোম্বল?"

ভোম্বল দীপ্তস্বরে কহিল, "নিশ্চয়ই আছে, অমর দা'। সেদিন আপনিই ওঁদের আদেশ অমান্য করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাই আমরা আজ এমন মেষশাবকে পরিণত হয়েছি।"

অমরনাথ কহিল, "দেশের স্বাধীনতা অর্জনে দেশের অগণিত মূক

জনসাধারণকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করার মহান কাজে, যিনিই বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়াবেন, তাঁরই বাধা অতিক্রম ক'রে যাবার অধিকার সকলেরই আছে, ভাই। পিতা যদি দেশের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেন, তবে তেমন পিতার আদেশ অমান্য করায় এতটুকুও অপরাধ হয় না।"

"আঃ বাঁচালেন, অমর দা'!" এই বলিয়া ভোম্বল সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মীরার দিকে চাহিয়া কহিল, "আসি, মীরা দি'।"

মীরা কিছু বলিবার পূর্বেই, ভোম্বল দ্রুতপদে কক্ষ হ'তে বাহির হইয়া অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

মীরার গম্ভীর মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক চাহিয়া থাকিয়া অমরনাথ কহিল, "আমার কাজটা কি সমীচীন হ'ল না, মীরা?"

মীরা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া কহিল, "দুটো দিনও শান্তিতে থাক্‌তে পেলেন না, অমর দা'।"

অমরনাথ কহিল, "আমি কাপুরুষের শান্তি, মৃতের শান্তি চাইনে, ভাই। আমি মানুষের মত মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাক্‌তে চাই। সেজন্য আমি যদি জীবনের প্রতিটী ক্ষণ অশান্তির আগুনে দগ্ধ হ'য়ে মরি, এতটুকুও দুঃখ বোধ করব না, অথবা অভিযোগ জানাব না। কিন্তু অন্যায়ের তোষামোদ ক'রে, দেশদ্রোহী হয়ে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তিও আমার কাছে দুঃসহ বোধ হবে, ভাই।"

মীরা কহিল, "এখন একটা বিষয় স্পষ্ট হ'য়ে গেল। আজ সারাদিন গ্রামের কর্তারা, যাঁরা কোন না কোন জিনিষের জন্য আমাদের কাছে এসে থাকেন, তাঁরা কেউ আসেন নি, এবং ছেলেদেরও আসতে দেন নি। সুতরাং অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, গ্রামস্থ ভদ্রমহোদয়গণ শুধু আমাদের একঘরে করবার মহান ইচ্ছা পোষণ করেছেন।" এই বলিয়া সে অকারণে হাসিয়া উঠিল।

অমরনাথ কহিল, "যদি অপরাধ করে থাকি, তবে তা' আমি করেছি। সেজন্য তোমাদের একঘরে হ'তে হবে কেন, মীরা ?"

তরুণী মীরার মুখ স্নিগ্ধহাস্যে ভাসিয়া গেল, সে কহিল, "শুভঙ্করীর এমন সোজা হিসাবও যদি বুঝতে না পারেন, তবে আপনার উচ্চশিক্ষিত হওয়া দেখছি একেবারে ব্যর্থ হয়েছে।"

অমরনাথ গম্ভীরমুখে কহিল, "শোন মীরা। আমি এই পল্লী গ্রামের যে-টুকু প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করেছি, বুঝেছি, এখানে বাস করতে হ'লে, হয় আগাগোড়া ভেঙ্গে নূতন ক'রে পল্লী-সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে, নয়, এমনভাবে এর জঞ্জাল সাফ্ করতে হবে, যেন কোথাও কোন ক্লেদ, গ্লানি, মিথ্যা, ভণ্ডামি, অনাচার, ব্যাভিচারের লেশমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছি, মীরা। হয়, আগামী যুগের নূতন সমাজ গড়ে তুলব, নয় সমুদ্রতলের পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে যাব। তা'ছাড়া কোন পন্থা নেই ভাই।"

মীরা হাস্যমুখে কহিল, "দেশের আইন যদি বাধা হ'য়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়ায় ?"

অমরনাথ কহিল, "না, দাঁড়াবে না। আমরা যে পর্যন্ত না বিদেশী সরকারের আইনকে আঘাত হান্‌ছি, সে পর্যন্ত তাঁরা নীরবে আমাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে বসে থাকবেন। আমরা পল্লী-সংস্কার করতে চাই। আমরা নিজেদের ঘরের আবর্জনা দূর করতে চাই। তা'র জন্য অন্য কারুর মাথাব্যথা থাকা সমীচীন নয়।"

মীরা সহাস্যে কহিল, "দেশের স্বাধীনতা অর্জন আগে করা হবে, না, সমাজ-সংস্কার আগে করা হবে, অমর দা' ?"

অমরনাথের মুখে এক অপূর্ব দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইল। সে মুহূর্ত কয়েক অর্থহীনদৃষ্টিতে বাতায়নপথে রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আমরা যদি সর্বাগ্রে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সৈনিকরূপে গড়ে

তুলে, নূতন সমাজের ভিত্ পত্তন ক'রে রাখতে না পারি, তা'হলে স্বাধীনতা অর্জিত হ'লেও আমরা তা' রাখতে পারব না। এখন প্রয়োজন —সর্বপ্রথম দেশের পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস ক'রে, নূতন সমাজের ভিত্ পত্তন করা। তাই "গ্রামে ফিরে যাও" এই বুলি নেতাদের মুখে অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে।"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তবুও দেশের আইন বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে না, আপনি বলতে চান?"

অমরনাথ কহিল, "কর্তাদের ত একটা অনুমতি চাই, ভাই? সুতরাং ওঁরা মনে মনে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেও, প্রকাশ্যে দেবার মত অজুহাত না পেয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করতে বাধ্য হচ্ছে।"

মীরা ধীরস্বরে কহিল, "আমি কি দেখতে পাচ্ছি জানেন? সোনাগায়ে এইবার আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। দেশের কাপুরুষ, তথাকথিত সমাজপতিরা নিজেদের হীন স্বার্থ পূরণের জন্য, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনকেও ত্যাগ করতে, বিপদের মুখে ফেলে দিতে এতটুকুও দ্বিধা করবে না। ফলে, সারা দেশে······সহসা সে নীরব হইল।

অমরনাথ কহিল, "আমার আশা যদি সফল হয়, তবে চিন্তিত হবার কোন হেতুই নেই, ভাই। আমি এমন কিছুই করব না, যা'র ফলে সমগ্র গ্রামের শান্তি ব্যাহত হবে।"

এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া কহিল, "দাদাবাবুর খাবার সময় হয়েছে, দিদিমণি।"

মীরা কক্ষমধ্যস্থ ঘড়ির দিকে চাহিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অমরনাথকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুইমাস অতীত প্রায়। সে দিন অপরাহ্নে নিয়মিত সান্ধ্য-ভ্রমণের জন্য বাহির হইয়া অমরনাথ বহুদিন পরে পুনরায় নদীতীরে উপস্থিত হইল এবং নদীর মনোহর দৃশ্যের দিকে চাহিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িল।

গতবারে নদীর যে-স্থানে অনুশীলার সহিত অমরনাথের দেখা হইয়াছিল, সে স্থান হইতে সে বহুদূরে গমন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মন নানা চিন্তার ঘূর্ণীবায়ুতে আলোড়িত হইতেছিল। গ্রামের যুবকেরা, তরুণেরা এবং বালকেরা পর্যন্ত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের সকল শাসন উপেক্ষা করিয়া পল্লী-সমিতিতে একসঙ্গে যোগ দিয়াছিল। ফলে. কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গোপনে যুক্তি-পরামর্শের কাজে কালক্ষেপ করিতে রত হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যে অমরনাথের বিরুদ্ধে একটিও কথা না বলিলেও, অমরনাথকে কি ভাবে চূর্ণ করা যায়, তাঁহাদের এই মহৎ উপায় আবিষ্কার করিবার প্রচেষ্টার আর বিরাম ছিল না। গ্রামের সমাজপতিগণ, বিশেষ করিয়া, মুরারী ঘোষ ও নীলমাধব ভট্টাচার্য জমিদার রায় বাহাদুরের নিকট গমন করিয়া প্রতিদিন তাঁহার আদেশ লইয়া আসিতেছিলেন।

ধীরে ধীরে দুইটি মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। অমরনাথের পৈত্রিক অট্টালিকা সংস্কার ও নির্ম্মাণের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছিল। অমরনাথ সোনা গাঁ ও তাম্রপুরের যাহারা দীন-দরিদ্র, যাহাদের অন্ন ও বস্ত্রের কোন সংস্থান নাই, তাহাদের সমিতির মারফৎ প্রয়োজনীয় অর্থ দান করিয়া, উভয় গ্রামের প্রত্যেকটি অনুন্নত ও অধিকাংশ দরিদ্র ভদ্র অধিবাসীর নিকট দয়ালু দেবতারূপে গণ্য হইয়াছিল।

রায় বাহাদুর নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও, পল্লী সমিতির কোন কাজকে বে-আইনী বলিয়া বাধা দিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও, তাঁহার

পদাধিকারবলে সমিতির সভ্যগণের জীবন পুলিসের দ্বারা দুঃসহ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু শান্তিকামী, গ্রামের দীনদরিদ্রের মুখে অন্নদানকারী, মহৎ ব্রতে দীক্ষিত তরুণগণের বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে কোন পীড়ন চালাইতে সাহসী হন নাই।

রায় বাহাদুর, কন্যার মুখে শুনিয়াছেন, যে অমরনাথই তাঁহার দুইজন দারোয়ানকে অবলীলাক্রমে কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহা হইলেও তিনি ধনবান যুবকের বিরুদ্ধে সহসা কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হন নি। তিনি অমরনাথের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু অমরনাথ যে একজন কংগ্রেস-কর্মী তাহা অবগত হইয়া, তিনি তাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অমরনাথের বাসভবন যে সমগ্র মহকুমার ভিতর, সবাপেক্ষা মনোজ্ঞ আকর্ষনী এবং দ্রষ্টব্য বস্তুরূপে রূপপরিহ করিতেছিল, তাহা অবগত হইয়া রায়বাহাদুর ও তাঁহার বিদুষী কন্যা অনুশীলার মনে জ্বালার আর অন্ত ছিল না। রায় বাহাদুর যখন শুনিলেন যে, অমরনাথ তাঁহার দীন-দরিদ্র প্রজাদের মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিতেছে এবং তাহাদের মানুষের মত বাঁচিবার জন্য এবং অধিকার দাবি করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছে তখন তাঁহার ধৈর্য সীমা অতিক্রম করিয়া গেল। তিনি নানা মিথ্যা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অমরনাথের নামে অভিযোগ দায়ের করিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য, সোনাগাঁয়ের কয়েকজন সমাজপতিকে আহ্বান করিয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন।

অমরনাথ এসব ষড়যন্ত্রের বিষয় আদৌ অবগত ছিল না। তাহার মন এই আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার প্রত্যেকটি কাজ দেশের আবালবৃদ্ধবণিতা আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে। যদিও সে সমাজপতিগণের দেখা কচিৎ কখনও পাইত, তাহা হইলেও সে

তরুণগণের অকুণ্ঠ আনুগত্য ও সান্নিধ্য লাভে ভাগ্যবান হওয়ায় তাহার মনে অন্য কোন চিন্তারই স্থান ছিল না।

সেদিন সমিতির একটি সভায় যোগদান অন্তে অমরনাথ সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। ভ্রমণে বাহির হইবার অল্প সময় পূর্বে মীরা অমরনাথের নিকট আসিয়া হাস্যমুখে বলিয়াছিল, "ঝড়ের পূর্বে প্রকৃতিকে অত্যন্ত শান্ত দেখা যায়, না, অমর দা?"

অমরনাথ মুহূর্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে মীরার দিকে চাহিয়া থাকিয়া উত্তর দিল, "তাই ত স্বাভাবিক, ভাই। এমনি ঝড়ের জন্য মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হয়। মানুষ তাই শক্ত করে ঘর বাঁধে, নীড় তৈরী করে। কিন্তু তুমি কি সত্যই ভাব, সোনাগাঁয়ে ঝড় আসন্ন হয়ে উঠেছে?"

মীরার মুখে ম্লান আভাস ফুটিয়া উঠিল, সে জবাব দিল, "আমার এরূপ শান্ত আবহাওয়া সহ্য হচ্ছে না, অমর দা। আমার মনে হয়, ওঁরা এমন এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, যা ভাবতেও আমি আতঙ্কে কেঁপে উঠি।"

অমরনাথ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কেন তুমি ভয় পাচ্ছ, মীরা। ঐ সব অমানুষেরা হীন চক্রান্ত করে কতটুকু বিপদের সৃষ্টি করতে পারে, ভাই? অবশ্য আমরা যদি কোন হীন কাজে লিপ্ত হ'তাম, তা'হলে অবশ্য ভয় ছিল। কিন্তু সত্য, শিব, সুন্দরের পূজারীরা ভয় করবে ঐ সব পাঁকের জীবকে? ওরা চোখ রাঙিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে নিজেদের নীচতা প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ওদের মন সর্বদা এই আতঙ্কে পূর্ণ হয়ে থাকে যে, ওদের অর্জিত মহাপাপের আবরণ বুঝি নগ্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হ'য়ে পড়চে।"

মীরা মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল "ওদের পাপের ভয় যদি থাকৃত, তা'হলে কখনও কি চিরজীবনব্যাপী পাপ-পঙ্কে ডুবে থাকৃত, অমর দা? কোন নতুন লোকের আবির্ভাব হলেই ওরা ভাবে, বুঝি

বা তাদের মিথ্যাচারের, অনাচারের ফলে অর্জিত দরিদ্রের বক্ষরক্ত রঞ্জিত অর্থের ভাগ বসাতে এসেছে। তাই ওরা মিথ্যাভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, দেশের অজ্ঞ, নিরক্ষর দরিদ্র গ্রামবাসীদের মন নব আগন্তুকের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করে তোলে। যিনি দেশের, গ্রামের সত্যিকার সেবা করবার জন্য দরদী মন নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি এই সব অমানুষদের হিংস্র, নীচ মনের পরিচয় পেয়ে দূরে চলে যান। ফলে, এই সব রক্ত-শোষকের দল মহোল্লাসে পল্লীর আকাশ-বাতাস কলঙ্কিত ক'রে নিজেদের বিজয়-বার্তা ঘোষণা করেন। দেশের অসহায় দীন-দরিদ্রের দল নবোদ্যমে পীড়নের প্রতীক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ভগবানকে বলে, প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক! তবু এতটুকুও অভিযোগের বাণী তাদের মুখে বার হয় না।"

অমরনাথের মুখ বেদনায় কালো হইয়া গেল। সে বলিল, "এই সব অসহায় মুক জনসাধারণের মুখে ভাষা দিতে হবে। এদের জানাতে হবে, বোঝাতে হবে, এই পৃথিবীর অংশীদারিতে তাদের দাবি কারুর চেয়ে এতটুকুও কম নয়। তারাও শির উঁচু করে বল্‌বে, আমরা মানুষ, আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই! কোন অন্যায়, কোন অবিচার সহ্য করব না! এতদিন না বুঝে সহ্য ক'রে যে মহাপাপ করেছি, আজ তা'র প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই! যে কোন বাধা আমাদের গতিপথে এসে দাঁড়াবে, আমরা লৌহহস্তে সেই বাধা চূর্ণ ক'রে দেব! আজ আর কেউ আমাদের শোষণ করতে পারবে না, পীড়ন করতে পারবে না।"

মীরা ম্লানমুখে বলিল, "এদের মুখে ভাষা বার হ'তে এখনও শতাব্দী কেটে যাবে, অমরদা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে পীড়ন ওদের ওপর দিয়ে চলেছে, তা কি এক নিঃশ্বাসে ফুৎকারে উড়ে যাবে?"

অমরনাথ দীপ্তকণ্ঠে বলিল, "রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, একটা ঘরে হাজার বছর ধরে অন্ধকার জমে থাকলেও, যখন একটি

মাত্র প্রদীপের আলোকে মুহূর্তের ভিতর সে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়, ধীরে ধীরে হাজার বছর ধরে যায় না, তেমনি শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী পীড়নও, মুহূর্তের ভিতর স্তব্ধ হ'য়ে অতীতের ইতিহাসে পরিণত হবে।"

মীরা কিছুসময় নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি তা'ই সময়ে সময়ে এই ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে পড়ি যে, যাঁরা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বর-পুত্র, যাঁরা ইচ্ছা করলে বিলাস-ব্যসনে নানা ভোগ উপচারে নিজেদের জীবন সার্থক করতে পারেন, তাঁরাই কেন, এই সব অমানুষদের হীন চক্রান্ত, হিংসা, দ্বেষ ও ভণ্ডামির মধ্যে নেমে এসে, পশুদের নির্মম, নিষ্ঠুর আক্রমণ সহ্য করেন ?"

অমরনাথের মুখে এক অপূর্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল, "শ্রীভগবান বিভিন্ন মানুষের মন নামক বস্তুটি এমন এক অভিনব উপাদানে সৃষ্টি করেছেন যে, একে যে বস্তুকে জীবনের পরম ও চরম কাম্য বলে চিন্তা করে, অপরে সেই বস্তুকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। মানুষের মধ্যে যেমন অমানুষ আছে, তেমনি সত্যিকার মানুষও আছে, ভাই পল্লীগ্রামে যে সকলেই অমানুষ, এমন কথা বলবার মত ধৃষ্টতা আমার নেই, মীরা। তবে মানুষের সংখ্যা এমনি নগণ্য যে, অমানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সামর্থ্য তাঁদের থাকে না। ফলে, সহস্র পল্লী এইসব পশু-প্রকৃতির লোকের কবলে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে, আর অবনতির চরম সীমায় নেমে যায়।"

মীরার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। সে আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, "তুচ্ছ হেতুতে 'অতি তুচ্ছ স্বার্থের জন্য মানুষের মুখে যখন বন্য-পশুর অভিব্যক্তি দেখতে পাই, তখন আতঙ্কে, ঘৃণায়, জর জর হ'য়ে উঠি। ভাবি, কাজ নেই পিতৃপিতামহের ভিটায় বাস ক'রে, কাজ নেই এইসব দ্বেষাদ্বেষির ভিতর আপন সব-কিছুকে বিষাক্ত করে, সুখ শান্তি, বিসর্জন দিয়ে! কিন্তু আবার যখন দেখি, এরা কত নিঃসহায়, কত দরিদ্র

দিনান্তে একবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। বাড়ীর যুবতী মেয়েরা পর্যন্ত একখানা কাপড়ের অভাবে বাইরে বেরুতে পারে না, তখন আমার দু'চোখ জলে ভরে যায়। ভাবতে থাকি, এদের ওপর ক্রোধ করার সার্থকতা কী? এরা বোঝে না, এরা কত হীন, এরা জানে না এদের মূল্য কতটুকু!"

অমরনাথ সবিস্ময়ে মীরার অসামান্য হর্ষোৎফুল্ল মুখখানির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিয়াছিল, "আমাকে এরাই চুম্বকের মত আকর্ষণ ক'রে এখানে টেনে এনেছে, ভাই। তা'ই এদের সকল কিছু আমার মনে দাগ কাটতে পারে না। আমি ভাবি, এরা যখন বুঝতে পারবে, এতদিন যা করে এসেছে, তা ভুল, তা অন্যায়, তখনই আমি যে এদের শত্রু নই, তা বুঝতে পারবে। আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করছি।"

মীরা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিয়াছিল, "পল্লীগ্রামে এখনও দেখা যায়, যা'র নিজের অন্ন-সংস্থানের কোন উপায়ই নেই, যার স্ত্রী ও পরিজন অন্যের অনুগ্রহাধীন, সেই ব্যক্তিই পল্লীর নানা হিতকর প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলেছে। ফলে দেখা যায়, দরিদ্রদের আহারের ভাগে ভাগ বসিয়ে, যা-কিছু সামান্য অর্থ ও চাউল সংগৃহীত হয়ে থাকে, সবই নিজের পরিবার পোষণের জন্য ব্যয়িত হয়ে থাকে। দেশের সত্যিকার দরিদ্র দাবিদারেরা কোন কালেই কোন সাহায্য পায় না। অথচ সেই ব্যক্তি গ্রামের একজন কেষ্ট-বিষ্টু হ'য়ে পড়ে।"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "হায়, হতভাগ্য পল্লীগ্রাম!" পরে কিছু সময় নীরব থাকিয়া সে পুনরায় বলিয়াছিল, "এই সব ভণ্ডদের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করলেও আমার রাগ যায় না, মীরা। আমি অনেক-কিছু অন্যায় সহ্য করতে পারি, পারি না, যারা দরিদ্রের মুখের গ্রাস নিয়ে প্রতারণা-বলে নিজের উদর পূর্ণ করে, সেই সব শয়তানদের।" বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত ভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

অমরনাথ চিন্তা করিতেছিল সহসা পশ্চাতে অশ্বক্ষুরশব্দে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল যে, অনুশীলা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার দিকে আসিতেছে। অনুশীলার মুখে রহস্যময় হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমরনাথ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

অনুশীলা অমরনাথের সম্মুখে আসিয়া হাস্যমুখে কহিল, "এ কি? চিন্‌তে পারলেন না নাকি, অমরবাবু? বেশ মজা ত! আপনার স্মরণ-শক্তির তারিফ না করে পারছি না।" বলিতে বলিতে সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল।

অমরনাথ শুষ্কস্বরে কহিল, "যেখানে পরিচয়ের অপেক্ষা অপরিচয়ে বেশী নিরাপত্তা আনে সেখানে পরিচয় স্মরণ ক'রে রাখা কি সমীচীন, অনুশীলা দেবী?

অনুশীলা হাস্যমুখে কহিল, "তবু ভাল যে, আমার মত লোকের নামটা আজ পর্যন্ত স্মরণ আছে। আসুন, এখানেই একটু বসা যাক।" এই বলিয়া সে নদীতীরের একটি ফাঁকা জায়গা দেখিয়া উপবেশন করিল ও তখনও দণ্ডায়মান অমরনাথের দিকে চাহিয়া সহাস্যে কহিল "জাত যাবে না, বসুন।"

অমরনাথ একবার চারিদিকে চাহিয়া, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তরুণী অনুশীলার পার্শ্বে সম্ভাবিত দূরত্ব ব্যবধানে উপবেশন করিল।

অনুশীলা ক্ষণকাল নীরবে চাহিয়া কহিল. "তারপর, জাতিভেদ-প্রথা কতদূর ধ্বংস হ'ল?"

অমরনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "বর্তমানে জাতিভেদ-প্রথা নেই। আছে, জাতিভেদের ভূত। আর সেই ভূত পল্লীগ্রামের জনকয়েক

ছ্যুৎমার্গকে আশ্রয় ক'রে আছে। আমি সেই ভূত ছাড়াবার জন্য একবার নেমেছিলাম, এইমাত্র।"

অনুশীলা সবিস্ময়ে কহিল, "জাতিভেদ নেই?"

"না, নেই।" দৃঢ়স্বরে অমরনাথ কহিল, "একটা প্রশ্নের উত্তর দিন ত? আপনি যখন রেঙ্গুন-হোষ্টেলে ছিলেন, তখন কি কোন ভেদাভেদ মেনে চলেছিলেন?"

অনুশীলা আরক্তমুখে কহিল, "বিদেশে, সহরে, মানুষ অনেক কিছুই ক'রে থাকে। তা ব'লে কি পল্লীগ্রামে তা চলে?"

অমরনাথ কহিল. "এই না-চলাটাই ভণ্ডামীর পরিচায়ক। আর ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দেবার জন্য আমি সামান্য মাত্র প্রয়াস পেয়েছিলাম।"

অনুশীলা রহস্যময় স্বরে কহিল, "বলুন. আপনি পল্লীসমাজকে প্রতারিত করেছিলেন। বলুন, আপনি কতিপয় শিশু অথবা বালকের মন ভুলিয়ে তাদের দ্বারা একটা গর্হিত কর্ম করিয়েছিলেন। কিন্তু কোন সমাজপতিকে কি আপনার প্রতারণার জালে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন?"

অমরনাথ সহসা হাসিয়া উঠিল। তাহার হাস্য প্রশমিত হইলে সে কহিল, "যাদের কোন জাতের বালাই নেই চরিত্রের বালাই নেই, তাদের জন্য আমার কোন মাথাব্যথা নেই, অনুশীলা দেবী। আমি জোর গলায় বলতে পারি, আপনি এমন একটিও তথাকথিত সমাজপতিকে দেখতে পাবেন না, যিনি জীবনে অতি ঘৃণিত অনাচার না করেছেন।"

অনুশীলা মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল "আচ্ছা, থাক ও-আলোচনা। এখন বলুন ত, আপনি কি এই অঞ্চলে একটা ওলট-পালট ঘটিয়ে সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে চান? যারা আবহমান কাল

থেকে আপনাদের কৃপার ওপর নির্ভরশীল আজ তাদের চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাদের বিদ্রোহী করতে অকৃপণ হস্তে অর্থ সাহায্য দেওয়া কি আপনার পক্ষে সমীচীন কাজ হচ্ছে?”

অমরনাথ সবিনয়ে তরুণী অনুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “আপনার অভিযোগের উত্তর দিতেও আমার মন বিদ্রোহী হ’য়ে উঠছে। মানুষ হ’য়ে মানুষকে চিরকাল অমানুষ ক’রে রাখার প্রবৃত্তির মত গুরু অপরাধ আর কি আছে বলতে পারেন? মানবতার প্রতি অপরাধের সীমা নেই, অনুশীলা দেবী। যে-সব মানুষকে আপনারা এত কাল অমানুষে পরিণত ক’রে রেখেছিলেন, আজ তারাই রক্ত চক্ষুতে চেয়ে আপনাদের মহাপাপের কৈফিয়ৎ চেয়ে বসবে। অপেক্ষা করুন, সময় আগতপ্রায়। ভারতের স্বাধীনতার দিনেও আপনারা যদি সতর্ক না হন, আপনারা যদি আপনাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুরু ক’রে না দেন, তবে এমন নির্মম ও নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে, যা সহ্য করা অসম্ভব হবে।”

অনুশীলার মুখে ব্যঙ্গহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, “কোন মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে যদি এমন অমূল্য বক্তৃতা করতেন, তবে এতক্ষণ হাততালিতে আপনার কাণে তালা ধরে যেত। কিন্তু আমি আপনাকে আপ্যায়িত করতে পারলাম না, অমর বাবু।” এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, “এখনও সময় আছে, এখনও আপনি সাবধান হতে পারেন, অমর বাবু। এখনও আপনাকে আমরা আমাদের মধ্যে গ্রহণ করে কৃতার্থ হ’তে পারি। আসবেন আপনি?”

অমরনাথের মুখে দৃঢ়হাসি ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল, “আপনার সহৃদয় আহ্বানের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অনুশীলা দেবী। কিন্তু আমি ঐ দুর্গন্ধভরা আবহাওয়ায় বাস করতে অক্ষম। আপনারা আমায় মার্জনা করুন।”

অনুশীলার মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "মিথ্যে ছেলে-মানুষী করছেন, অমর বাবু। আপনি যে-সব ব্যক্তির মঙ্গল করছেন ভেবে আত্মগর্বে অধীর হয়ে উঠেছেন, তারাই একদিন আপনার তথাকথিত মঙ্গলের বিনিময়ে এমন আঘাত আপনাকে হান্‌বে, যে আপনার স্থান আর তাদের মধ্যে হবে না। এই যে সেদিন আপনি বাগ্দী-ডোম-চাঁড়াল প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের নির্বোধ বালকদের আহার করতে বাধ্য করেছিলেন, তা'র প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস নিশ্চয়ই শুনেছেন ?"

অমরনাথ ভ্রূ-কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, 'কৈ কিছুই ত শুনি নি ?"

অনুশীলার মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "সোনাগাঁয়ের শৈল ডোমের নাম শুনেছেন ত ? সেদিন ও-পাড়ার বোসেদের দু'টী ছোট মেয়ে রেবা ও রেখাকে সন্ধ্যা বেলায় সে ইচ্ছা করে ছুঁয়ে দেয়। ফলে মেয়ে দু'টী কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেন তুমি সন্ধ্যে বেলায় আমাদের ছুঁয়ে দিলে ? আমরা এই শীতে কি করে স্নান করব বল ত ?"

শৈল ডোম উত্তরে বিদ্রূপ ক'রে বল্‌লে, "কেন তোমার দাদা আমাদের সঙ্গে বসে ভাত খেতে পারে, আর আমরা ছুঁলেই বুঝি জাত চলে যায় ?"

অমরনাথ নীরবে হাসিতে লাগিল দেখিয়া, তরুণী অনুশীলা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "হাস্‌ছেন যে ? লজ্জা করে না আপনার ?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, "আরও আছে শুনুন। ঐ ডোম মহাপ্রভুই মল্লিকদের বাড়ীর রৌদ্রে-দেওয়া লেপ তোষকের ওপর দিয়ে চলে যায়। ফলে, বাড়ীর মেয়েরা অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু শৈল ডোম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে, "এবার যাদের সঙ্গে কুটুম্বিতা হবে, তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা কি ঠিক হচ্ছে ? আমি যাচ্ছি অমরনাথ বাবুর কাছে, দেখি তিনি আপনাদের শাসন করতে পারেন কি-না।"

অমরনাথ মৃদু হাস্যমুখে কহিল, "কৈ, আমার কাছে তো কোন অভিযোগ কেউ করে নি!"

অনুশীলা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "যদি কেউ অভিযোগ জানাত, তা' হ'লে আপনি কি রায় দিতেন?"

অমরনাথ হাসিতেছিল, কহিল, "যদি কেউ অভিযোগ জানাত! কিন্তু যখন কেউ জানায় নি, তখন অনুমান এবং কল্পনা নিয়ে খেলা করতে আমি আনন্দ বোধ করি নে, অনুশীলা দেবী।"

অনুশীলার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "আপনি শিক্ষিত হয়েও, এরূপ অশিক্ষিতের মত কাজ করছেন দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছি। আপনি সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থায় ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছেন। ফলে, যারা অযোগ্য তারা যোগ্যের মর্যাদা দাবি করবে এবং চারিদিকে ভীষণ অব্যবস্থা প্রকটিত হ'য়ে পড়বে।"

অমরনাথ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, "আপনি না হয়ে অন্য কেউ যদি এখন এমন নির্বোধের মত প্রশ্ন করতেন, আমি কোন উত্তর দিতাম না।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় ক[illegible] "আপনি কি ভারতের বর্তমান গুরুতর রাজনৈতিক অবস্থার কোন খোঁজ-খবর রাখেন?"

অনুশীলা ঝঙ্কার তুলিয়া কহিল, "সারা ভারতবর্ষ রাখুন। আপনি এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামের কথাই বলুন!"

অমরনাথ দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে কহিল, "না, তা' হলে আপনাকে অবস্থাটা ঠিকমত বোঝাতে পারব না। অবশ্য আমি অতি সংক্ষেপে আমার বক্তব্য আপনাকে বুঝিয়ে দেব।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে, কয়েক বছর পূর্বে যখন সে সময়ে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ অনুন্নত সম্প্রদায়কে ভারতের হিন্দু অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা নূতন সম্প্রদায়ে

পরিণত করবার জন্ম ঘোষণা করেন, তখন মহাত্মা গান্ধী যতদিন না প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা বাতিল হয়, ততদিনের জন্য অনশন সঙ্কল্প করেন, ও অনশন সুরু করে দেন। ফলে, সেই নিদারুণ ক্ষতিকর ঘোষণা প্রধান মন্ত্রী বাতিল করতে বাধ্য হন। কিন্তু তখন হতেই হিন্দু সম্প্রদায়ের এই প্রধান অংশের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করবার অসৎ প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ভারতের রাজনৈতিক চালবাজির খেলায় আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মহান অংশটি স্বার্থপর হীন ব্যক্তিগণের হস্তে প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায়। যারা অনুন্নত সম্প্রদায়ের কথা কখনও চিন্তা করত না, তারাই তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিতে আরম্ভ করে। তা'রা বলতে আরম্ভ করে যে, আমরাই তোমাদের বন্ধু। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তোমাদের শত্রু। দেখ, তোমাদের আমরা রাজনীতির ক্ষেত্রে কত সুবিধা দিয়েছি। ফলে, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, দরিদ্র এই অংশটির ভিতর এমন একটি ফাটলের সূত্রপাত হয় যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে অতিশয় চিন্তিত করে তোলে। সুতরাং আমরা যদি আরও অকথ্য পীড়ন চালিয়ে যাই, মানুষ হয়ে মানুষকে স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করি, এবং নবীন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারি, তা'হলে আমরা মহাসাগরের অতল তলে তলিয়ে যাব, অনুশীলা দেবী। কোন ব্যক্তি আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।"

অনুশীলার সারা মুখ বিদ্রূপ হাস্যে ভরিয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল, "স্রেফ্ বাজে, রাবিশ! রাজনীতিক অসার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। নইলে হাজার হাজার বছর ধরে যারা নিজেদের যথার্থ আসনে বসে আছে, তা'দের আজ টেনে ওপরে তোলবার প্রয়াস কতদূর অন্যায় ও ঘৃণ্য প্রচেষ্টা তা'কি আপনার মত শিক্ষিতেরাও বুঝতে পারেন না?"

অমরনাথ কহিল, "আমরা, যাঁরা উপরে বসে আছেন তাঁদের নীচে

নামাতে চাইছি না। বরং যারা এতদিন অন্যায়ের বোঝা শিরে নিয়ে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ হয়ে মরণ যন্ত্রণা ভোগ করছে; তাদের মাথার বোঝা হাল্কা ক'রে, সোজা হয়ে দাঁড়াবার পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

অনুশীলা গম্ভীর মুখে কহিল, "বাপি বল্‌ছিলেন, প্রজারা জমিদারের প্রাপ্য দিতে অস্বীকার করছে। তা'রা খাজনা-বন্ধ আন্দোলন ক'রে বেড়াচ্ছে। তবেই এই সব বে-আইনী কাজের মূল কেন্দ্রকে যদি দেশের আইন ও শৃঙ্খলা বজ্রাঘাতে চূর্ণ করতে উদ্যত হয়, তবে কি আপনি কোন অভিযোগ করতে পারেন?"

অমরনাথের সারা মুখে এক কঠিন আভাস ফুটিয়া উঠিল। সে মুহূর্ত কয়েক তরুণী অনুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন, অনুশীলা দেবী?"

অনুশীলা মৃদু ব্যঙ্গহাস্যের সহিত কহিল, "ঠিক বুঝতে পেরেছেন ত! আশ্চর্য! দেখচি আপনার সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হবার হেতু নেই।" এই বলিয়া সে অকারণে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে পুনরায় কহিল, "আচ্ছা, রাজনীতির এইখানেই ইতি হোক। এখন আপনি কবে গৃহ-প্রবেশ উৎসব করবেন? নিশ্চয়ই আমরাও নিমন্ত্রিত হব কি হব না?"

অমরনাথ ধীরকণ্ঠে কহিল, "উৎসবের সময় এটা নয়, অনুশীলা দেবী। যখন দেশের অধিকাংশ নর-নারী, শিশু, অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটায়, তখন কোন অযথা উৎসব করার মত মহাপাপের কাজ আর নেই। তা'ছাড়া, আমার বাসগৃহ সংস্কৃত করা হচ্ছে মাত্র। সুতরাং তা এমন কিছু একটা বিরাট কাণ্ড নয় যে, সে জন্য কোন উৎসবের প্রয়োজন হতে পারে।"

অনুশীলা ক্ষণকাল অন্যমনস্কভাবে বসিয়া থাকিয়া সহসা কহিল, "মীরা দেবী ভাল আছেন?"

অমরনাথ কহিল, "হাঁ, ভাল আছেন।"

অনুশীলা হাসিতে হাসিতে কহিল. "শুনলাম, যে মীরা দেবীই আপনাকে পরিচালনা করেন, সত্যি ?"

অমরনাথ কোন উত্তর দিল না। অনুশীলা মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "একি, রাগ করলেন ? না, না, আমি দুষণীয় ভেবে কোন কথা বলি নি। আচ্ছা, মীরা দেবী বেশ মেয়েটী, না ? শুনলাম, আপনি নাকি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করেন !"

অমরনাথ গম্ভীর অথচ শান্তস্বরে কহিল, "সত্যই আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। ভাবি, এতখানি বিস্ময়ও এমন একটি পল্লীগ্রামে সম্ভব হ'ল কি ভাবে।"

অনুশীলার মুখভাব মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া পুনরায় হাস্যালোকিত হইয়া উঠিল। সে কহিল, "বিস্ময়ই ত! আপনি যদি আরও কিছুদিন এই গ্রামে বাস করবার সুবিধা পান, তা'লে আরও অনেক বিস্ময়, এমন কি পরম বিস্ময়েরও দেখা পাবেন।"

অমরনাথ কোন উত্তর দিল না। এদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ চারিদিকে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল। অনুশীলার দেহরক্ষীরা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া প্রভু-কন্যাকে পাহারা দিতেছিল। সহসা অমরনাথের দৃষ্টি অল্পদূরে অপেক্ষমাণ গ্রামের তরুণগণের উপর নিবদ্ধ হইলে সে দ্রুতবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অনুশীলার দিকে চাহিয়া কহিল "আপনার ভাষণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ! নমস্কার, অনুশীলা দেবী !"

তরুণী অনুশীলা বিস্মিত হইয়া কহিল "এ কি, উঠলেন যে ? আমার কথা ত এখনও শেষ হয় নি। একটু বসুন, অমর বাবু।"

অমরনাথ কহিল, "আমাকে মার্জনা করবেন, অনুশীলা দেবী।" এই বলিয়া সে মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিল, "আপনার বক্তব্য

আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। আমি দুঃখিত যে, আপনাকে আপ্যায়িত করতে পারলাম না। আচ্ছা, আসি, নমস্কার!" এই বলিয়া দ্বিতীয়বার বিদায় অভিভাষণ জানাইয়া অমরনাথ দ্রুতপদে তরুণগণের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

অনুশীলার সারা মুখে ক্রোধভাব ফুটিয়া উঠিল, সে ক্ষণকাল অমরনাথের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অশ্বারোহণ করিল এবং জমিদার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

অমরনাথ অপেক্ষমাণ তরুণগণের নিকট উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে কহিল, "একি, তোমরা এভাবে যে, যতীন ?"

যতীন কহিল, "জমিদার, রায় বাহাদুর, আমাদের সমিতি বন্ধ করবার আদেশ জারি করেছেন। তিনি ব'লে পাঠিয়েছেন যে, আমরা যদি সমিতির তথা বে-আইনী কার্যকলাপ বন্ধ না করি, তা' হ'লে তিনি পুলিশের সাহায্যে আমাদের কাজকর্ম বন্ধ ক'রে দেবেন।"

অমরনাথ মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া কহিল, "তোমরা কি জবাব দিয়েছ ?"

যতীন কহিল, "আমরা কোন কথা বলি নি, অমর দা'।"

অমরনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল, "বেশ, তিনি পুলিশের সাহায্যই গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া সে ভোম্বলের দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি সাহায্য বিতরণের কর্তব্য শেষ করেছ ত ভাই ?"

ভোম্বল কহিল, "হাঁ, অমর দা'। তামাপুরের প্রত্যেক লোকটিই আমাদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতে সম্মত হয়েছে। আর জমিদারের প্রাপ্য খাজনা ব্যতীত, অন্য সকল প্রকার অন্যায় শোষণ বন্ধ ক'রে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছে।"

অমরনাথ খুশি হইয়া কহিল, "বেশ! শোন তোমরা। আমরা এখন পর্যন্ত কোন বে-আইনী কাজ করি নি এবং করবও না। কিন্তু সেজন্য যদি রায় বাহাদুর তাঁর চিরকালের অভ্যস্ত পীড়ন নীতি চালাতে চান, তবে আমরা সেই পীড়নের সম্মুখে হাসিমুখে বুক পেতে দাঁড়াব। চল, তোমরা।

অমরনাথের পশ্চাতে প্রায় পঞ্চাশটি তরুণ সুশিক্ষিত সৈনিকের মত চলিতে লাগিল। সকলে সমিতি-গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল, গ্রামের

অন্যতম প্রধান সমাজপতি মুরারী ঘোষ কয়েকজন অনুচর সহ সমিতি-গৃহের সম্মুখস্থ ময়দানে বসিয়া রহিয়াছেন। অমরনাথ তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই, মুরারী বাবু কহিলেন, "এই যে এসেছ! বস, অমরনাথ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা আলাপ-আলোচনা করতে এসেছি।"

অমরনাথ বিরক্তি বোধ করিয়াও হাস্যমুখে কহিল "আদেশ করুন।"

মুরারী বাবু, অমরনাথের সবিনয় স্বরে গর্বিত হইয়া একবার অনুচরগণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ, ভায়া। এখন যে জন্য তোমার কাছে এসেছি, বলি শোন।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় অনুচরগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "রায়বাহাদুর তোমার ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমরা তাঁকে অতিকষ্টে শান্ত ক'রে এসেছি। বলেছি যে, অমরনাথ শিক্ষিত ছেলে, সে কখনই এমন গুরুতর অন্যায় কাজ করতে পারবে না।"

অমরনাথ কহিল, "আমি বা এই সব ছেলেরা যে-কোন অন্যায় কাজকে ঘৃণা করি।"

মুরারী ঘোষ দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অবিরাম বেগে লালা ঝরিতেছিল। তিনি অনুচরগণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমরা শুনলে ত হে? আমি বলিনি, যে অমরনাথ আমাদের কত ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে?" এই বলিয়া তিনি অমরনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কয়েকটি অনুরোধ আমাদের আছে, অমরনাথ। প্রথমত, তোমাকে সমিতি-কমিতি বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের সব ছোটলোকদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, সব ম্লেচ্ছাচারের প্রতিরোধ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।"

অমরনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কহিল, "আর কিছু আছে?"

"না, না, এই ক'টা হ'লেই, আমরা তোমাকে আবার সমাজে তুলে নেব। রায়বাহাদুর, তোমার সকল অপরাধ মার্জনা করবেন।" এই বলিয়া

মুরারী ঘোষ তাঁহার কোটের পকেট হইতে একটি লেখা কাগজ বাহির করিয়া, অমরনাথের হাতে দিয়া কহিলেন, "এই কাগজখানায় একটা সই ক'রে দাও, ভায়া। তারপর, যা করবার আমরা করছি।"

অমরনাথ কাগজখানির দিকে চাহিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, "এই কাগজখানায় কি লেখা আছে ?

মুরারী ঘোষ আকর্ণ হাস্যে মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "এতে ঐ সব কাজ তুমি করবে না, তা' লেখা আছে। দাও ভায়া, চোখবুজে সই ক'রে দাও। আমরা এখনই রায়বাহাদুরের সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁর সকল ক্রোধ শান্ত ক'রে আসি।"

অমরনাথ, তরুণগণের দিকে চাহিতে দেখিল, সকলের মুখ ক্রোধে রক্তিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সে দৃষ্টি ফিরাইয়া মুরারী ঘোষ ও তাঁহার অনুচরবর্গের দিকে চাহিতে দেখিল, সকলের মুখে এক ঘৃণ্য উল্লাসের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কাগজখানি ধীরে ধীরে দুই ভাঁজ করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং মুরারী ঘোষের "আহা হা, কর কি ? কর কি ?" শব্দে কর্ণপাত না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছেলেদের দিকে চাহিয়া কহিল, এস, ভাই, তোমরা। আজ আর কোন কাজ করা হবে না।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দ্রুত পদে চলিয়া গেল।

তরুণগণ 'জয় হিন্দ' 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে অমরনাথকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

মুরারী ঘোষের সারা অবয়ব দারুণ ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার কথাবলার শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ক্ষণকাল একই ভাবে বসিয়া থাকিয়া, অনুচরবর্গের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এককড়ে এসেছে ?"

একটি কদাকার দর্শন ব্যক্তি কর্কশ স্বরে কহিল।" কি আদেশ, ঘোষজা মশায় ?"

মুরারী ঘোষ সক্রোধে কহিলেন, "আদেশ আমার নয়—জমিদারের। আজ রাত্রে সমিতি-ঘরের সকল অস্তিত্ব লোপ ক'রে, শুধু মুঠা কতক ছাই ফেলে রাখতে হবে। পারবে?"

এককড়ি মহাপাত্র গম্ভীর স্বরে কহিল, "পারব। বখশীষ?"

"রায়বাহাদুর দেবেন।" মুরারী ঘোষ কহিল, 'কিন্তু খুব গোপনে কাজ সারতে হবে। বুঝেছ?'

এককড়ি কহিল, "বুঝেছি। কিন্তু বখশীষ আগে না পেলে, এককড়ি অমন কাঁচা কাজে হাত দেয় না।"

মুরারী বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "তোর ত বড়ো দুঃসাহস দেখছি, এককড়ি! রায়বাহাদুর যদি একথা শোনেন, তা'হলে তোর মাথাটা কি কাঁধে থাকবে, বাবা?"

এককড়ির মুখে ভয়াবহ হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "কিন্তু ঘোষ মশায়, আপনাদের হাতে একবার বখশীষের টাকাটা পড়লে, তা' আর কি কখনও দেখতে পাওয়া যাবে? তা'র চেয়ে টাকাটা অগ্রিম দিলে প্রাণ খুলে কাজ করতে পারা যাবে।"

মুরারী ঘোষ ধনবান ব্যক্তি। তিনি পকেট হইতে একটি পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া, এককড়ির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "নে বাবা, নে। তোদের মন বড়—অশুদ্ধ। নইলে আমাকে অবিশ্বাস করিস!"

এককড়ি একবার নোটখানির দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল, "যে কাজে সাতটি বছরের জন্য শ্রীঘর বাস হতে পারে, তা'র পুরস্কার মোটে পাঁচটি মুদ্রা! না, ঘোষ মশায়, টাকা আপনি রেখে দিন। আমার দ্বারা ও-কাজ হবে না।"

মুরারী ঘোষ সক্রোধে কহিলেন, "তবে কতটাকা চাস শুনি?"

এককড়ি মহাপাত্র নির্ভীক স্বরে কহিল, "বেশী নয়। তবে দু'কুড়ি

টাকা না পেলে এককড়ি মহাপাত্র কিছুতেই এমন গর্হিত কাজে হাত দেবে না।'

মুরারী ঘোষ আঁৎকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "বলিস কি—রে, এককড়ি? দু'কুড়ি টাকা! আরে, দু'কুড়ির চেয়ে অনেক কম দিয়েও, আমি ছুরী চালিয়েছি। আর সামান্য একটা চালাঘরে আগুন দেবার জন্য, তুই কিনা দু'কুড়িটাকা চাস!" এই বলিয়া তিনি মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, আচ্ছা, নে দশ টাকা দিচ্ছি। যদিও রায়বাহাদুর রাগ করবেন, তা' আর কি করা যাবে। নে, বাবা, নে।"

এককড়ি, মুরারী ঘোষের প্রসারিত হস্ত উপেক্ষা করিয়া কহিল, "আমি এক কথার মানুষ, ঘোষ মশায়। হয় আমাকে দু'কুড়ি টাকা দেবেন, নয় আপনাকে অন্য কারুকার কাছে দাঁড়াতে হবে।"

মুরারী ঘোষ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কথা-প্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মুহূর্ত কয়েক এককড়ির মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। পরে সহসা পকেট হইতে চারখানি দশটাকার নোট বাহির করিয়া, এককড়ি মহাপাত্রের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, নে, তোর কথাই থাক, এককড়ি। কিন্তু কাজ চাই, বুঝতে পেরেছিস?'

এককড়ি এক মুখ হাসিয়া নোট চারখানি তুলিয়া লইয়া কহিল, "এককড়ি মহাপাত্রের কথা কখনও খেলাপ হয় নি, ঘোষ মশায়।"

মুরারী ঘোষ একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আজই রাত্রে, মনে থাকে যেন। তারপর আমি দেখে নিতে চাই, ছোকরা কত বড়ো ধনবান হয়েছে, আর বুদ্ধিমান হয়েছে?" এই বলিয়া তিনি অনুচরগণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চল হে, চল। বাড়ীতে বসে তোমাদের প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দেব।"

মুরারী ঘোষ তাঁহার অনুচরগণের সহিত বাহির হইয়া গেলেন। এককড়ি মহাপাত্র একবার সমিতি-ঘরের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অমরনাথ ও মীরা কথা কহিতেছিল। মীরাকে অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মনে হইতেছিল। সে একসময়ে কহিল, "আমি জানতাম, রায়বাহাদুর কিছুতেই এসব সহ্য করতে পারবেন না। তিনিই যে সমিতি-ঘর পুড়িয়ে দিয়েছেন, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই, অমর দা। তবে সমিতি-গৃহের মত একটা চালাঘর পুড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষতির অঙ্ক নগণ্য মনে হ'লেও, এবার আপনাকে সতর্ক হ'তে হবে।"

অমরনাথের মুখে অপূর্ব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে কহিল, "আমি বহুবার তোমাকে বলেছি, মীরা, যে অমরনাথকে এইটুকুতে ভয় দেখানো যায় না। সমিতির চালাঘর পুড়েছে, আমার পাকা ঘর তৈরী হয়েছে। এবার থেকে আমার গৃহই হবে, সমিতির প্রধান কার্যালয়।"

মীরা সভয়ে কহিল 'না না, না। অমন চিন্তাও আপনাকে করতে দেব না আমি। সোনাপুরে, তামাপুরে এইবার ঘরে ঘরে আগুন জ্বলে উঠবে, অমর দা। সমিতি-গৃহের আগুন যে-ভাবে গ্রামকে তপ্ত ক'রে তুলেছে, আমার ভয় হয়, ইচ্ছা করলেও, আপনি সকলকে আর আয়ত্তে আনতে পারবেন না"

অমরনাথ খুশিতে উপছাইয়া উঠিয়া কহিল, "এত অল্প সময়ের ভিতর যে এমন আশ্চর্যজনকরূপে কাজ হবে, তা' আমি নিজেই কল্পনা করতে পারতাম না, মীরা। গ্রামের লোক পীড়নে পীড়নে ধৈর্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছিল। মাত্র দুটি সহানুভূতির কথা, একটু সাহায্য এবং সঙ্গে সঙ্গে পথ নির্দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে।"

মীরা কাতরস্বরে কহিল, "যা হবার হয়েছে। মা বলছিলেন আপনাকে আমি যেন নিষেধ করি, যে আপনি যেন আর ঐ সব ভয়াবহ প্রকৃতির লোকগুলির কোন সংস্রবে না থাকেন। ওরা পারে না, এমন হীন কাজ

নেই। তুচ্ছ কয়েকটা টাকার জন্য ওরা খুন করতেও পারে, অমর দা। আপনি গ্রামে ছিলেন না, তাই জানেন না যে, এই গ্রামের একজন তথাকথিত সমাজপতি অর্থের জন্য হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। হতভাগ্য পল্লী সমাজ, অমর দা! এখানে যা'র কয়েকটা টাকা আর কয়েক বিঘা জমি বেশী আছে, সেই সমাজের নেতা সেজে বসে। তা' সে যত হীন চরিত্রেরই লোক হোক না কেন।"

অমরনাথের মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "মিথ্যা কখনও চিরস্থায়ী হয় না, ভাই। যা'রা আজ দরিদ্রের শোষক হ'য়ে পল্লী সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে চলেছে, তাদের ভণ্ডামীর মুখোস খুলে দিতেই আমি এখানে এসেছি, সেজন্য যে কোন দুঃখ, শাস্তি বরণ করতে আমি ভয় পাব না। আমি জানি, মুরারি ঘোষই সমিতি গৃহে আগুন লাগাবার জন্য এককড়ি মহাপাত্রকে ত্রিশ টাকা দিয়েছিল। আমি জানি, এই সব লোকই জমিদার অনাথ চৌধুরীর কাছে গিয়ে আমার নামে বহু কল্পিত অভিযোগ জানিয়েছে। আমি সব জানি, কিন্তু আমি কেন প্রতিশোধ নিতে চাই না, জান মীরা?

মীরা সবিস্ময়ে কহিল,—কেন, অমর দা?

অমরনাথ গম্ভীর স্বরে কহিল, "কারণ আমার-দেওয়া আঘাত ওরা সহ্য করতে পারবে না। ওরা চূর্ণ হয়ে যাবে। ওদের কোন্ কূটনীতির কথা আমি জানি না? ঐ সব লোক এতখানি নীচ প্রকৃতির যে, আপন ছেলে-মেয়েকে অর্ধাহারে, অনাহারে রেখে অর্থ সঞ্চয় করে। অর্থের এমনি মায়া তাদের। আমি দেখেছি, ওরা কিরূপ নীচমনা ব্যক্তি। আমি শুনেছি, ওরা নিজের ছেলে-মেয়েকে কিরূপ ইতর ভাষায় গালগালি করে। তা'ই আমি চাই, এইসব লোক সমাজের কর্তৃত্ব করা হ'তে দূরে থাকবে। কিন্তু আমার বিপদ হয়েছে যে, ওদের মুখের বৃথা আস্ফালনের

চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, আমি জানি ওরা কিরূপ অসহায়, মূর্খ আর অমানুষ।"

মীরার কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া আসিল। সে বলিল, "এই হল বর্ত্তমান পল্লীগ্রামের ছবি। সহরের কবিদের কবিতায় যখন পল্লীবালার এবং পল্লীর নিরক্ষর তথা সরলপ্রকৃতি লোকের উচ্ছ্বাস-গীতি পাঠ করি, তখন মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে যে, কবিবরদের এখানে নিয়ে এসে, বর্তমান পল্লীগ্রামের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিই।"

অমরনাথের মুখে মৃদু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "মীরা, গত দু'টি মাসে আমি অক্লান্ত পরিশ্রমে পল্লীর নিরক্ষর চাষা ও অনুন্নত ব্যক্তিগণের ভিতর যে বীজ রোপণ করেছি, তা' যে এত শীঘ্র বৃক্ষে পরিণত হবে, তা' কল্পনা করতে পারিনি।"

মীরা কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে বহু কণ্ঠে "জয় হিন্দ্! বন্দেমাতরম্!" ধ্বনি উত্থিত হইলে, অমরনাথ ও মীরা উভয়ে বাতায়নপার্শ্বে উপনীত হইয়া দেখিল, পল্লীসমিতির তরুণগণ এবং গ্রামের অনুন্নত এবং চাষা সম্প্রদায়ের বহু লোক সমবেত হইয়াছে। অমরনাথকে দেখিয়া সমাজের নেতা যতীন চীৎকার করিয়া বলিল, "বল ভাই, বাবু অমরনাথ কি জয়!" "মহাত্মা গান্ধী কি জয়!"

অমনি শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বাবু অমরনাথ কি জয়।" "মহাত্মা গান্ধী কি জয়!"

সমবেত জনতা জয়ধ্বনির পর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অমরনাথ বহির্বাটীর বাহিরে আসিয়া সকলকে নীরব হইবার জন্য হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে অনুরোধ জানাইল। তারপর যতীনের দিকে চাহিয়া কহিল, "এসব কি যতীন?"

যতীন অগ্রসর হইয়া আসিয়া সঙ্গের লোকগুলিকে দেখাইয়া কহিল, "রায় বাহাদুরের পাইক-বরকন্দাজেরা জোর ক'রে খাজনা আদায় করবার

জন্য গ্রামে এসেছিল। তা'রা এই সব ভাইদের গরু, বাছুর, লাঙ্গল যা পেয়েছে জোর ক'রে নিয়ে গেছে। তাই আমরা এদের সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

অমরনাথ লোকগুলির দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি কি তোমাদের খাজনা বন্ধ করবার জন্য বলেছিলাম?"

একজন চাষী কহিল, "না বাবু। আমরা খাজনা দিতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু গোমস্তা মশায় তা' নিতে অস্বীকার করলেন! তিনি বললেন, 'খাজনার সুদ, মুহুরিনামা, জমিদারের প্রণামী, গোমস্তার তহুরী প্রভৃতি সব কিছু দিতে হবে, আমরা দেবো না বলাতে তিনি চলে যান। আজ সকালে বিশ-পঁচিশ জন ভোজপুরী এসে আমাদের গরু-বাছুর লাঙ্গল সব কেড়ে নিয়ে গেছে। আমরা কোন বাধা দিই নি, বাবু। একটিও কথা বলি নি। শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম।"

অন্য একজন বলিল,—"আপনি আমাদের অহিংস থাকতে বলেছিলেন, তাই! নইলে ভোজপুরী দ্বারোয়ানদের দেখিয়ে দিতাম, বাঙলার ডোম-বাগ্দীর হাতের লাঠির আঘাত কেমন মিষ্টি।"

অমরনাথ কহিল,—"আচ্ছা, তোমরা সকলে বাড়ী যাও। আমি দেখছি, কি করতে পারি।"

একজন বলিষ্ঠ যুবক আগাইয়া আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিয়া কহিল, "জমিদারের কোন অধিকার নেই, এমন জোর ক'রে আমাদের গরু-বাছুর টেনে নিয়ে যায়। আপনি একবার হুকুম দেন দেখি, ভোজ-পুরীরা কেমন ক'রে সেই শয়তানকে রক্ষা করে।"

অমরনাথ গম্ভীর স্বরে কহিল,—"আমিও জানি, এমন ভাবে অত্যাচার করবার কোন অধিকার জমিদারের নেই। আমি একবার সেই কথাই জমিদারকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমি যদি সফল না হই, তখন তোমরা নিজেদের খুশি মত কাজ ক'রো।"

একজন বয়োজ্যেষ্ঠ চাষী কহিল—"না হুজুর' না। আমরা মুরুক্ষু লোক। আমরা কি বুঝি। আপনি আমাদের যেমন আদেশ করবেন আমরা তা'ই করব।" এই বলিয়া সে স্বসম্প্রদায়ের দিকে ফিরিয়া কহিল, "হুজুর আমাদের বাড়ী যেতে বলেছেন। চল, আমরা তাঁর আদেশ মত কাজ করি।"

জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রায় শতাধিক লোক চলিয়া গেল। যতীন পল্লী সমিতির তরুণেরা দাঁড়াইয়া রহিল। যতীন কহিল, "আপনাকে আমরা একা রায়বাহাদুরের কাছে যেতে দেব না, অমর দা'।"

অমরনাথ কহিল, "কেন?"

"আপনাকে একা পেয়ে শয়তান আপনাকে যদি অপমান করে?" যতীন সাগ্রহে প্রশ্ন করিল।

অমরনাথের মুখভাব কঠিন আকার ধারণ করিল। সে কহিল, "আমাকে অপমান করবার শক্তি রায়বাহাদুরের নেই, যতীন। কিন্তু শোন, আমি এ বিষয়ে কোন বাধা মানতে প্রস্তুত নই। গ্রামের শতাধিক দরিদ্রের জীবিকার অবলম্বন জমিদার কেড়ে নিয়েছে। আমি তা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। আমি এই ঘোরতর অন্যায়ের প্রতীকার না ক'রে কিছুতেই শান্তি পাব না, যতীন। তোমরাও সকলে বাড়ী যাও। সন্ধ্যার পর, আমার সঙ্গে দেখা করো।"

যতীন কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে ব্যানার্জি কোম্পানীর এঞ্জিনিয়ার যিনি অমরনাথের পৈত্রিক বাড়ী সংস্কার করিবার কার্য্যে তদারক করিতেছিলেন, সেখানে আসিয়া কহিলেন "আপনার বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে, অমর বাবু। আসুন, দেখবেন আসুন।"

অমরনাথ অনত্যুচ্চস্বরে ডাকিল, "মীরা!"

"যাই, অমর দা'।" বলিয়া সংযত পদে মীরা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমরনাথ হাস্যমুখে কহিল, "বাড়ীর কাজ শেষ হয়েছে, ইনি বলছেন। এস একবার দেখে আসি।" এই বলিয়া সে যতীন এবং তরুণদের দিকে চাহিয়া কহিল, "এস ভাই, তোমরাও দেখবে এস।"

মীরাকে সঙ্গে লইয়া অমরনাথ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। নব-সংস্কৃতি এবং নূতন প্ল্যানে তৈরী বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া যখন ত্রিতল অট্টালিকার দিকে সকলে চাহিল, তখন সকলের সহিত অমরনাথ ও মীরার মন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। পল্লী প্রকৃতির পট ভূমিকায় বাড়ীটিকে স্বপ্নে-দেখা বিস্ময়ের মত অনুভূত হইতে লাগিল।

এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক বলিলেন, "একবার উপরে গিয়ে দেখবেন না ?"

অমরনাথ, মীরার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলে, মীরা নতমুখে কহিল, "বেশ, চলুন, দেখে আসি।"

অমরনাথ খুশি হইয়া, যতীনের দিকে চাহিয়া কহিল,—"যতীন, তোমাদের ওপর যে-দায়িত্ব অর্পণ করেছি, তা' পালন করতে পারবে ত, ভাই ?"

যতীন দৃঢ়স্বরে কহিল,—"আমরা প্রাণ দেব, তবু ব্যর্থ হব না, অমরদা'।" এই বলিয়া সে তরুণগণের দিকে চাহিয়া কহিল, "চল সব। আমরা কাজ শেষ করে, সন্ধ্যার সময় আমাদের নেতার সঙ্গে দেখা করব। বল, বাবু অমরনাথ কি জয়।"

অমরনাথ দ্রুত বেগে দুই হাত তুলিয়া ছেলেদের বাধা দিল, সে কহিল, "না, আমি কোন জয়ধ্বনি চাই নে, ভাই সব। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোন কাজকে আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে অনুভব করি। জয়ধ্বনি দিয়ে, হৈ চৈ করে কোন সত্যিকার কাজ হয় না। যারা সত্যিকার কর্ম্মী তারা নীরবে কাজ করতে সক্ষম হয়। তোমরা বল "বন্দে মাতরম্!"

সকলে সমবেত কণ্ঠে কহিল, "বন্দে মাতরম্ !"

"বল, জয় হিন্দ্ !"

আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া তরুণদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "জয় হিন্দ্ !"

পর মুহূর্ত্তে তরুণদল যতীনের পরিচালনায় দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

অমরনাথ এঞ্জিনিয়ারের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্তে কহিল, "অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের ! আপনাদের বিলটা আজই মিটিয়ে নেবেন।"

এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক কহিলেন, "সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। চলুন, আপনাদের বাড়ীর ভিতরটা দেখিয়ে আনি।"

অমরনাথ কহিল, "ধন্যবাদ ! আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমরাই দেখতে পারব।"

এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

অমরনাথ ও মীরা উভয়ে বাড়ীর নীচেকার হলঘরে প্রবেশ করিল। মীরা কলহাস্তে কহিল. "আমার কি মনে হচ্ছে, জানেন? যেন আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের দৈত্য এক রাত্রির মধ্যে এই মনোরম অট্টালিকা তৈরী করে দিয়েছে।"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "আমরা যখন গ্রামের অনুন্নতদের উন্নত করবার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় জগৎ বসে ছিল না, ভাই ! তাই আমাদের চোখে এ ব্যাপারটা বিস্ময়রূপে প্রতিভাত হয়েছে।"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল। "এইবার এই প্রাসাদকে সুসজ্জিত করতে হবে ত, অমর দা ?"

অমরনাথের মুখভাব সহসা ম্লান হইয়া গেল। মীরা সবিস্ময়ে কহিল, "এ কি; অমরদা ? আপনি কি আমার কথায় ব্যথা পেলেন ?"

"না ভাই, না।" অমরনাথ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "কথা কি জান, মীরা ? গ্রামে প্রথম এসেই যদি পল্লীর সত্যকার ছবি

দেখতে পেতাম, তা' হ'লে এমন বিপুল অর্থব্যয়ে এমন অট্টালিকা তৈয়ার করতাম না। আমি আজ দেখ্‌ছি, অনাহারে, অর্ধাহারে চালে খড়হীন চালা ঘরে ভারতের অসংখ্য দরিদ্র নর নারায়ণেরা শত ব্যথায়, শত পীড়নে জীবন্মৃত হ'য়ে বাস করছে, আগে যদি দেখতাম তা'হলে কখনই এমন ভাবে বাস করবার দুর্মতি আমার আস্‌ত না। এই বাড়ীর জন্য ব্যয়িত বিপুল অর্থ দরিদ্রের নানামুখী উন্নতির কাজে ব্যয়িত হ'লে সার্থক হ'ত। হ'ত না, মীরা ?"

মীরার মুখভাব গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, "না, হ'ত না। আপনাকে স্বেচ্ছাসৃষ্ট বঞ্চনার যূপকাষ্ঠে ফেলবার অধিকার আপনার নেই। তা'হলে পাপ হবে, মহাপাপ হবে, অমরদা ! জীবনে যদি সত্য-শিব-সুন্দরের অনুভূতি না রইল, তবে সে জীবন দিয়ে কি কোন মহৎ কাজ করা যায়, না কোন মনের প্রেরণা পাওয়া যায় ? অনুন্নতকে উন্নত করতে হ'লে, তা'দের চোখের সামনে উন্নতির জ্বলন্ত উদাহরণ রাখতে হবে। নইলে তারা প্রেরণা পাবে কোথা থেকে, অমরদা ?" এই বলিয়া সে মুহূর্ত্ত কয়েক নীরব থাকিয়া আবার কহিল,, "বাড়ী সাজাবার জন্যে আমরা পূর্ব্বে যে লিষ্ট ক'রে রেখেছি, আমি আজই পার্ক ফারনিশিং কোম্পানীকে কলকাতায় অর্ডার পাঠিয়ে দেব।"

অমরনাথ হাসিয়া কহিল, "তোমাকে আমি ত 'না' বলতে পারি না, মীরা। তবে কোন দিন যে, এই বাড়ীতে বাস করবার সুযোগ পাব, তেমন দুরাশা আমার নেই, বোন। তা'হলেও আমার পৈত্রিক ভবনের মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য, খুশিমত কাজ করবার স্বাধীনতা তোমার ত আছে, মীরা।"

মীরার মুখ বেদনায়, দুর্ভাবনায় কালো হইয়া গেল। সে কহিল "ও কি কথা বলছেন, অমর দা ? আপনি নিজের বাড়ীতে বাস করবার সুযোগ পাবেন না। এ সব কথার অর্থ কি ?"

অমরনাথের সারা মুখ হাসিতে ভরিয়া উঠিল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বাড়ীর আঙ্গিনায় অশ্ব-পদশব্দ শোনা গেল। মীরা দ্রুত পদে বাতায়নের নিকট গিয়া দেখে যে, জমিদার-দুহিতা অনুশীলা অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছে।

মীরা মূহূর্ত্ত কয়েক বিবর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া দ্রুত পদে অমরনাথের নিকট আসিয়া কহিল, "অনুশীলা দেবী এসেছেন। অপনি আলাপ করুন। আমি আপনাদের জন্য কফি তৈরী ক'রে আনি।"

অমরনাথ কোন বাধা দিবার পূর্ব্বেই মীরা বিদ্যুৎবেগে হলঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অমরনাথ মূহূর্ত্ত কয়েক বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, পরে হলঘর হইতে গাড়ী বারান্দায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, অনুশীলা সেই দিকেই আসিতেছে। তাহাকে দেখিতে পাইয়া অনুশীলা আগ্রহভরে কহিল, "এই যে আছেন! বাঁচা গেল!" বলিতে বলিতে সে অমরনাথের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "চলুন ভিতরে চলুন! জরুরী কথা আছে।"

অমরনাথ বিভ্রান্ত হইয়া কহিল, "আপনি অমন উতলা হয়েছেন কেন? কি হয়েছে, বলুন?"

অনুশীলা মূহূর্ত্ত কয়েক নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমরনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি তখনই আপনাকে নিষেধ করেছিলাম। আপনি শোনেন নি। কিন্তু আমার কথা যে এত শীঘ্র সত্য হবে, তা' আমিও কল্পনা করতে পারি নি! এইবার বুঝুন, আমরা যে-ভাবে এইসব ছোট লোকদের সঙ্গে ব্যবহার ক'রে আসছি, তা'ই ঠিক, না আপনি যে পথে চলেছিলেন, তাই ঠিক?"

অমরনাথ বিস্মিত স্বরে কহিল, "কি হয়েছে বলুন না?"

অনুশীলা ম্লান মুখে কহিল, "যে সব লোককে আপনি প্রচুর অর্থ দিয়ে অন্নের সংস্থান ক'রে দিয়েছিলেন, যা'দের জমিদারকে তহুরী ও স্থদ দিতে নিষেধ ক'রেছিলেন, তা'দের মধ্যে বারজন আদালতে গিয়ে শপথ নিয়ে বলে এসেছে যে, আপনি জমিদারের সোনাগাঁয়ের কাছারী বাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছেন।"

অমরনাথ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কাছারী বাড়ী না, সমিতি ঘর?"

অনুশীলা দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "সমিতি ঘরও মুরারি ঘোষ, এককড়ি মহাপাত্রকে চল্লিশ টাকা ঘুষ দিয়ে পুড়িয়েছে। আর গত রাত্রে তারাই কাছারী বাড়ীতে ঐ একই লোকের দ্বারা একই অঙ্কের টাকা দিয়ে পুড়িয়েছে। কিন্তু তা বল্‌লে কি হয়? আপনারই সাহায্যপুষ্ট বারজন অনুন্নত শ্রেণীর লোক হলপ করে আদালতে আপনার নামে অভিযোগ ক'রে এসেছে। ফলে আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। ওয়ারেণ্ট নিয়ে দারোগা বাড়ীর কাছে এসেছে দেখে, আমি, আপনাকে সতর্ক করবার জন্য ছুটে এসেছি।"

অমরনাথ ধীর স্বরে কহিল, "আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!"

অনুশীলা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "আপনার ধন্যবাদ নেবার জন্য উল্কাবেগে ছুটে অসি নি, অমরবাবু! আমি জানি, সকলে জানে, আপনার দ্বারা কখনও এমন নীচ কাজ হ'তে পারে না। এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়! আমি পুলিসকে ব'লেছি। তিনি বলেন, যখন ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, তখন আর কোন উপায় নাই। তাই আমি জোড়হাত ক'রে অনুরোধ করছি, আপনি পালান! দয়া ক'রে এই অভিশপ্ত গ্রাম ছেড়ে চলে যান। এখনও সময় আছে, এখনও আপনি চলে যেতে পারেন, অমরবাবু। আমার অনুরোধ, আপনি এই মিথ্যাচারের যূপকাঠে

নিজেকে এমন ক'রে বলি দেবেন না। না, না, না, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

অমরনাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র ট্রেতে দু'কাপ গরম কফি লইয়া মীরা গম্ভীর মুখে প্রবেশ করিল এবং একটি কাপ অমরনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "নিন্, খেয়ে নিন্। পালানো আপনার হবে না। উনি যাই বলুন, আপনাকে আমি কাপুরুষের মত গ্রাম ছেড়ে যেতে দেব না। গ্রামের অপামর জনসাধারণ আপনার শিরে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েছে! কাঁটা বিঁধবে বলে, আপনি কি এত বড়ো সম্মান উপেক্ষা ক'রতে পারেন? ঐ শুনুন, দেশের অনাথ দীন দরিদ্র যারা আপনার সাহায্য পেয়ে বাঁচবার সাধ পোষণ করছে, যে-সব মুকের মুখে ভাষা দিয়ে আপনি মুখর ক'রে তুলেছেন, তারাই সমুদ্র গর্জ্জনে আপনার জয়ধ্বনি দিতে দিতে ছুটে আসছে। আর সেই অসংখ্য সাধারণের মাঝে মাত্র বারজন যদি লোভের বশে অন্য পথে গিয়ে থাকে ক্ষতি কি? দুঃখ কি?"

অমরনাথের মুখে অপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে মীরার হাত হইতে একটি কফির কাপ হাতে লইয়া অনুশীলার দিকে হস্ত প্রসার করিয়া কহিল, "দয়া করে পান করুন।"

অনুশীলা কফির কাপটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইল এবং ট্রের উপর পুনরায় রাখিয়া কহিল, "এই ত খাবার সময়! আপনি এত বড়ো অন্যায় মেনে নেবেন?"

অমরনাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বে চাহিয়া দেখিল, তরুণ সমিতির ছেলেদের সহিত অগ্রে দীন-দরিদ্র, চাষী প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের নরনারী বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতেছে। তাহারা গুরু-গম্ভীর স্বরে তাহার নামে জয়ধ্বনি দিতেছে। দুইজন পুলিসের সিপাইকে লইয়া

ঐ এলাকার দারোগা ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেছেন। অমরনাথ প্রথমে অনুশীলার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনার সহৃদয় ভাবণের জন্ম আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।" মীরার দিকে চাহিয়া কহিল, "মীরা, ভাই, তুমি জান আমার সাধনা কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছিল। তুমি শুধু সেই সাধনার দীপটুকু জ্বেলে রেখ। আমি আবার ফিরে আসব। এবার ফিরে এসে অসম্পূর্ণ কাজটুকু সমাপ্ত করে যাব। আমি তোমার নামে একটা বৃহৎ অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছি। প্রয়োজন মত ব্যয় ক'রো। কাকী মা'কে আমার প্রণাম দিও।"

এমন সময় যতীন সেখানে প্রবেশ করিয়া কহিল, "হুকুম দিন, অমরদা, এই তিনজন তালপাতার সেপাইকে মেরে গুঁড়ো ক'রে দিই।"

অমরনাথের মুখ ভাব কঠিন আকার ধারণ করিল, সে কহিল, "ছিঃ যতীন! আমার আন্তরিক ইচ্ছা, তোমরা যেন ভুলেও মহাত্মার অহিংসা ধর্ম্ম ভুলে যেও না। সর্ব্বদা স্মরণ রেখ, অহিংসা কাপুরুষের ধর্ম্ম নয়, বীরের ধর্ম্ম। তোমরা নিঃশব্দে কাজ ক'রে যেও, ভাই। আমি আবার ফিরে আসব। আবার তোমাদের নিয়ে এই অভিশপ্ত সমাজকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তুলব। বল ভাই সব, "বন্দেমাতরম্"!

শত শত কণ্ঠে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ধ্বনি উঠিল, "বন্দেমাতরম্!"

তখন ঘরে পুলিস অফিসার প্রবেশ করিয়া কহিল, "আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে, অমরবাবু। বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে আসুন।"

মীরা নত হইয়া অমরনাথকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া কহিল, "আমি অপেক্ষা করব। আসবেন ত? ভুলে যাবেন না, বলুন?"

অমরনাথের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "আসব ভাই।"

অনুশীলা প্রণাম করিতে গেলে, অমরনাথ দ্রুতবেগে দুই পা অগ্রসর হইয়া কহিল, "নিজেকে বিস্মৃত হবেন না, অনুশীলা দেবী।" এই বলিয়া সে পুলিশ অফিসারকে কহিল, "আসুন, আমি প্রস্তুত।"

অল্প সময় পরে যখন অমরনাথকে লইয়া পুলিসের গাড়ী চলিয়া গেল, তখন জনতার কণ্ঠ জয়ধ্বনিতে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে।

বন্দে-মাতরম্! জয়হিন্দ্!

সমাপ্ত

পরবর্ত্তী উপন্যাস "বিপ্লবীর অভিষেক" পাঠ করুন।